# রামায়ণ।

## কিষ্কিন্ধাকাণ্ড।

মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ভঞ্জ মহাশয়ের

অনুমতি অনুসারে

শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

কলিকাতা।

বাল্মীকি যন্ত্রে

শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৭৯৬।

# রামায়ণ।

## কিষ্কিন্ধাকাণ্ড।

### প্রথম সর্গ।

রাম লক্ষ্মণের সহিত সেই মৎস্যসংকুল পদ্মপূর্ণ পম্পায় গিয়া, ব্যাকুল মনে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ঐ নদীতে দৃষ্টি-পাতমাত্র তাঁহার মনে হর্ষ জন্মিল এবং ইন্দ্রিয়বিকারও সমুপ-স্থিত হইল। তিনি অনঙ্গের বশবর্ত্তী হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এই পম্পার জল বৈদূর্য্যের ন্যায় নির্ম্মল, ইহাতে পদ্মদল প্রস্ফুটিত হইয়াছে। ইহার তীরস্থ বন অত্যন্ত রম-ণীয়; এই বনে বৃক্ষগুলি শাখাসমূহে সশৃঙ্গ পর্ব্বতবৎ শোভা পাইতেছে। ইহা সর্প প্রভৃতি হিংস্র জন্তুতে পূর্ণ এবং মৃগ ও পক্ষিগণে আকীর্ণ। যদিও আমি সীতাহরণে ও ভরতের দুঃখ-

স্মরণে শোকাকুল রহিয়াছি, তথাচ এই শুভদর্শনা পম্পা আমার অত্যন্তই সুন্দর বোধ হইতেছে। ঐ দেখ, নীলপীতবর্ণ তৃণময় স্থান কি সুদৃশ্য, বৃক্ষের বিবিধ পুষ্প পতিত হওয়াতে উহা যেন চিত্র কম্বলে আস্তীর্ণ রহিয়াছে। ইতস্তত পুষ্পস্তবক-শোভিত লতা, ঐ গুলি গিয়া পুষ্পভারপূর্ণ বৃক্ষের অগ্র শাখা আলিঙ্গন করিতেছে। বৎস! এক্ষণে কামোদ্দীপক বসন্ত উপস্থিত, সুখস্পর্শ বায়ু বহিতেছে; পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতেছে এবং সর্ব্বত্রই সুগন্ধ। ঐ দেখ, মেঘ যেরূপ জল বর্ষণ করে, সেইরূপ এই পুষ্পিত বন পুষ্প বর্ষণ করিতেছে। বৃক্ষ সকল বায়ুবেগে কম্পিত হওয়াতে সুরম্য শিলাতল পুষ্পে সমাকীর্ণ হইয়াছে। অনেক পুষ্প পড়িয়াছে, অনেক পুষ্প পড়িতেছে, এবং অনেক পুষ্প বৃক্ষে রহিয়াছে, সুতরাং সর্ব্বত্র বায়ু যেন পুষ্প গুলিকে লইয়া ক্রীড়া আরম্ভ করিয়াছে। শাখা সকল বিকসিত কুসুমে সমাচ্ছন্ন, বায়ু তৎসমুদায় কম্পিত করত বহিতেছে এবং ভ্রমরগণ গুণ গুণ স্বরে উহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ঐ দেখ, উহা গিরিগুহা হইতে গম্ভীর রবে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে, বোধ হয়, যেন স্বয়ং সঙ্গীত করিতেছে এবং মদমত্ত কোকিলের কণ্ঠস্বর দ্বারা বৃক্ষ গুলিকে নৃত্য শিখাইতেছে। উহা চন্দন-শীতল সুখস্পর্শ সুগন্ধি ও শ্রান্তিহারক। উহার বেগে বৃক্ষ সকল নীত হইয়া, শাখাসংযোগে যেন পরস্পর গ্রথিত হইয়া

যাইতেছে। বন মধুগন্ধে সুবাসিত, উহাতে ভ্রমরগণ ঝঙ্কার করিতেছে। শিখরোপরি রমণীয় বৃক্ষে পুষ্পবিকাশ নিবন্ধন পর্ব্বত যেন শিরোভূষণ বহিতেছে। কর্ণিকার সকল পুষ্পিত হইয়াছে এবং স্বর্ণালঙ্কারযুক্ত পীতাম্বরধারী মনুষ্যের ন্যায় অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। বৎস! আমি জানকীবিহীন, এক্ষণে বসন্ত আমার শোক উদ্দীপন এবং অনঙ্গও যার পর নাই সন্তপ্ত করিতেছেন। ঐ শুন, কোকিল হর্ষভরে কুহূরব করিয়া যেন আমাকে ডাকিতেছে। আমি কামার্ত্ত, ঐ সুরম্য প্রস্রবণে দাত্যূহ পক্ষী মধুর ধ্বনি করিয়া, আমাকে শোকাকুল করিয়া তুলিতেছে। হা! পূর্ব্বে জানকী আশ্রমমধ্যে ইহারই সঙ্গীত শুনিয়া, পুলকিতমনে আমাকে আহ্বান পূর্ব্বক কতই হর্ষপ্রকাশ করিতেন।

ঐ দেখ, কাননমধ্যে পক্ষী সকল বিভিন্ন স্বরে কোলাহল করিয়া চারি দিক হইতে বৃক্ষে গিয়া বসিতেছে। এই পম্পাতীরে বিহগমিথুন স্ব স্ব জাতিতে সন্নিবিষ্ট ও হৃষ্ট হইয়া, দলে দলে ভৃঙ্গবৎ মধুর শব্দ করিয়া সঞ্চরণ করিতেছে। এই সমস্ত বৃক্ষ দাত্যূহের রতিজন্য রবে এবং পুংস্কোকিলের বিরাবে যেন স্বয়ং শব্দ করিয়া, আমার চিত্ত বিকৃত করিয়া দিতেছে। বৎস! এক্ষণে এই বসন্তরূপ অনল আমায় দগ্ধ করিতে লাগিল। অশোকস্তবক উহার অঙ্গার, ভৃঙ্গরব শব্দ এবং পল্লবই আরক্ত শিখা। লক্ষ্মণ! আমি সেই সূক্ষ্মপক্ষ্মযুক্তনয়না সুকেশী মৃদুভাষিণী

সীতাকে আর দেখিতেছি না, এক্ষণে আমার জীবনে প্রয়োজন কি? এই বসন্ত সীতার অত্যন্ত প্রীতিকর। তাঁহার কামপীড়াজনিত কালবশাৎ বর্দ্ধিত শোকানল বোধ হয়, শীঘ্রই আমাকে দগ্ধ করিবে। বৎস! জানকীর আর দর্শন নাই, সুন্দর বৃক্ষ সকল চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিতেছি, সুতরাং এ সময় কাম অত্যন্তই প্রবল হইবে। অদৃশ্যা সীতা ও স্বেদনাশক দৃষ্ট বসন্ত, উভয়ই আমার শোক প্রদীপ্ত করিয়া তুলিল। আমি জানকীর শোক ও চিন্তায় নিপীড়িত হইতেছি, এক্ষণে আবার এই নিষ্ঠুর বাসন্তী বায়ুও আমাকে পরিতপ্ত করিল।

লক্ষ্মণ! এই সমস্ত উন্মত্ত ময়ূর ময়ূরী সহিত স্ফাটিক গবাক্ষতুল্য পবনকম্পিত পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক ইতস্তত নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। আমি কামার্ত্ত, ইহাদিগকে দেখিয়া, আরও আমার চিত্তবিকার উপস্থিত হইতেছে। ঐ দেখ, ময়ূরী ময়ূরকে গিরিশিখরে নৃত্য করিতে দেখিয়া, মন্মথাবেগে সঙ্গে সঙ্গে নাচিতেছে। ঐ ময়ূরও সুরুচির পক্ষ প্রাবৃত করিয়া, কেকারবে পরিহাস করতই যেন অনন্যমনে উহার নিকট যাইতেছে। বৎস! বোধ হয়, এই ময়ূরের বনে রাক্ষস আমার জানকীরে হরণ করিয়া আনে নাই, তজ্জন্যই ইহারা সুরম্য কাননে নৃত্য করিতেছে। যাহাই হউক, এক্ষণে সীতাব্যতীত বাস করা আমার অত্যন্ত সুকঠিন। দেখ, পক্ষিজাতিতেও অনুরাগ দৃষ্ট হয়।

ঐ ময়ূরী কামবশে ময়ূরের অনুসরণ করিতেছে। যদি বিশাল-লোচনা জানকীরে কেহ অপহরণ না করিত, তাহা হইলে তিনিও অনঙ্গের বশবর্ত্তিনী হইতেন।

লক্ষ্মণ! এই বসন্তকালে বনকুসুম আমার পক্ষে নিতান্ত নিষ্ফল হইল। বৃক্ষের যে সকল পুষ্প অত্যন্তই সুন্দর, ঐ দেখ, সেগুলি ভ্রমরগণের সহিত নিরর্থক ভূতলে পড়িতেছে। আমার কামোদ্দীপক্ বিহঙ্গেরা দলবদ্ধ হইয়া, হৃষ্টমনে পরস্পরকে আহ্বান পূর্ব্বকই যেন মধুর রবে কোলাহল করিতেছে। যে স্থানে পরবশা জানকী আছেন, বসন্ত যদি তথায় প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও আমার ন্যায় শোক করিতে হইবে। যদিও তথায় বসন্তের প্রভাব কিছুমাত্র না থাকে, তথাচ জানকী আমার বিরহে কিরূপে জীবিত থাকিবেন। অথবা বুঝিলাম,বসন্ত সে স্থানও অধিকার করিয়াছেন, কিন্তু শত্রু যখন জানকীকে নিপীড়িত করিতেছে, তখন তিনি আর উহাঁর কি করিবেন। আমার প্রিয়তমা জানকী শ্যামা, পদ্মপলাশলোচনা ও মৃদুভাষিণী, তিনি এই বসন্তকালে নিশ্চয়ই প্রাণ ত্যাগ করিবেন। আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে যে, সেই সাধ্বী আমার বিরহে প্রাণ ধারণে সমর্থ হইবেন না। বলিতে কি, আমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি যথার্থতই অনুরক্ত ছিলাম।

লক্ষ্মণ! আমি কেবলই জানকীরে চিন্তা করিতেছি, এখন

এই কুসুমসুবাসিত শীতল বায়ু আমার যেন অগ্নিবৎ বোধ হইতেছে। পূর্ব্বে আমি জানকী সমভিব্যাহারে যে বায়ুকে সুখকর বোধ করিতাম, এই বিরহদশায় তাহা অতিশয় ক্লেশকর হইতেছে। পূর্ব্বে ঐ পক্ষী আকাশে উত্থিত হইয়া মধুর রবে বিরাব করিত, কিন্তু এক্ষণে বৃক্ষোপরি উপবেশন পূর্ব্বক হৃষ্টমনে কূজন করিতেছে। সুতরাং এক সময় ইহা হইতে সীতাবিয়োগ ব্যক্ত হইয়াছিল, এখন আবার ইহারই দ্বারা সীতাসংযোগ প্রকাশিত হইতেছে। লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, পুষ্পিত বৃক্ষে বিহঙ্গগণ কোলাহল করিয়া সকলকে পুলকিত করিতেছে। এই তিলকমঞ্জরী পবনে চালিত হইয়া, মদস্খলিতগতি নারীর ন্যায় শোভিত রহিয়াছে, এবং ভ্রমরেরা উহার নিকট সহসা ধাবমান হইতেছে। ঐ অশোক বিরহিগণের একান্তই শোকবর্দ্ধন, উহা বায়ুভরে আলোড়িত স্তবকসমূহে যেন আমাকে তর্জ্জন করিতেছে।

বৎস! ঐ মুকুলিত আম্র, উহা অঙ্গরাগশোভিত কামার্ত্ত অঙ্গনার ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, রমণীয় অরণ্যে কিন্নরগণ ইতস্তত বিচরণ করিতেছেন। এই স্বচ্ছসলিলা পম্পা, ইহাতে চক্রবাক ও হংসেরা বিচরণ করিতেছে, মৃগ ও হস্তী সকল পিপাসার্ত্ত হইয়া আসিয়াছে, সুগন্ধি রক্তবর্ণ পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া তরুণসূর্য্যবৎ শোভিত হইতেছে এবং ইহা ভ্রমরনিক্ষিপ্ত পরাগে পূর্ণ রহিয়াছে। পম্পার শোভা অতি চমৎকার এবং ইহার

তীরস্থ বনমধ্যে কোন কোন স্থান একান্তই রমণীয়। ঐ দেখ, ইহার নির্ম্মল জলে পদ্ম সকল পবনাঘাতজনিত তরঙ্গবেগে বারংবার আহত হইতেছে।

লক্ষ্মণ। আমি সেই পদ্মচক্ষু পদ্মপ্রিয় জানকীরে না দেখিয়া আর প্রাণ ধারণ করিতে পারি না। অনঙ্গের কি কুটিলতা, এক্ষণে আমার জানকী নাই, তাঁহাকে যে শীঘ্র পাইব, তাহারও সম্ভাবনা দেখি না, এ সময় অনঙ্গেরই প্রভাবে সেই মধুরভাষিণী আমার স্মৃতিপথে উদিত হইতেছেন। যদি এই বৃক্ষশোভী বসন্ত আমাকে অধিকতর নিপীড়িত না করিত, তাহা হইলে আমি উপস্থিত কামবিকার অনায়াসে সংবরণ করিতে পারিতাম। বৎস! সংযোগাবস্থায় যে গুলি চক্ষে রমণীয় ছিল, বিরহে সেই গুলিই কদর্য্য বোধ হইতেছে। এই সকল পদ্মপত্র সীতার নেত্রকোশ সদৃশ এবং পদ্মপরাগবাহী বৃক্ষান্তর নিঃসৃত মনোহর বায়ু সীতারই নিশ্বাসানুরূপ, সন্দেহ নাই।

লক্ষ্মণ! এই পম্পার দক্ষিণ তটে গিরিশিখরোপরি কর্ণিকার বৃক্ষ বিকসিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ পর্ব্বতে বিস্তর ধাতু আছে, এক্ষণে উহা বায়ুবেগে বিঘট্টিত হইয়া উড্ডীন হইতেছে। ঐ সকল পার্ব্বত্য সমতল স্থান পত্রশূন্য পুষ্পিত রমণীয় কিংশুক বৃক্ষে যেন প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এই দেখ, মালতী, মল্লিকা, পদ্ম, করবীর প্রভৃতি মধুগন্ধী বৃক্ষ সকল জন্মি-

য়াছে এবং পম্পারই জলসেকে বর্দ্ধিত হইতেছে। ঐ কেতকী, সিন্ধুবার ও কুসুমিত বাসন্তী; ঐ মাতুলিঙ্গ, পূর্ণ ও কুন্দগুল্ম; এই নক্তমাল, মধূক, স্থলবেতস ও বকুল, ঐ চম্পক, ও পুষ্পিত নাগ; ঐ পদ্মক ও নীল অশোক; ঐ গিরিপৃষ্ঠে সিংহকেসর-পিঞ্জর লোধ্র; ঐ অঙ্কোল, কুরণ্ট, চূর্ণক ও পারিভদ্রক; এই চূত, পাটল ও কোবিদার; ঐ মুচুকুন্দ, অর্জ্জুন, উদ্দালক, শিরীষ, শিংশপা ও ধব; ঐ শাল্মলী, কিংশুক, রক্ত কুরুবক, তিনিশ, চন্দন ও স্যন্দন; এই হিন্তাল ও তিলক। লক্ষ্মণ! এই সকল মনোহর বৃক্ষে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে এবং উহারা পুষ্পিত লতাজালে বেষ্টিত রহিয়াছে। ইহাদের শাখা সকল বায়ুবেগে বিক্ষিপ্ত হইতেছে এবং লতা সকল মধুপানমত্ত রমণীর ন্যায় ইহাদিগকে আলিঙ্গন করিতেছে।

বৎস! এক্ষণে বায়ু বিবিধ রসাস্বাদনে পুলকিত হইয়াই যেন, বৃক্ষ হইতে বৃক্ষে পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতে এবং বন হইতে বনে প্রবাহিত হইতেছে। দেখ, কোন বৃক্ষে মধুগন্ধী পুষ্প সুপ্রচুর, কোন বৃক্ষ বা মুকুলের শ্যামরাগে শোভিত হইতেছে। মধুলুব্ধ ভ্রমরেরা এইটি মধুর এইটি সুস্বাদ এবং ইহা বিলক্ষণ প্রস্ফুটিত, এই বলিয়া পুষ্পে লীন হইতেছে এবং তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে উত্থিত হইয়া আবার অন্যত্র প্রস্থান করিতেছে। ঐ ভূমি যদৃচ্ছাক্রমে নিপতিত কুসুম সমুহ দ্বারা যেন আস্তরণে আস্তীর্ণ

হইয়াছে। শৈলশিখরে নীল পীত পুষ্প পতিত হইয়া, নানা বর্ণের শয্যা প্রস্তুত করিয়াছে। লক্ষ্মণ! দেখ, বসন্তে কি পুষ্পই জন্মিতেছে। বৃক্ষ সকল যেন পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া পুষ্প প্রসব করিতেছে। শাখা সমূহ পুষ্প-স্তবকে শোভিত, ভ্রমরগণ গুণ গুণ রবে গান করায় বোধ হইতেছে, যেন, বৃক্ষগুলিই পরস্পরকে আহ্বান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ঐ দেখ, একটি হংস পম্পার স্বচ্ছ সলিলে আমার মনোবিকার বর্দ্ধিত করিয়া হংসীর সহিত বিহার করিতেছে। এই নদী কি সুদৃশ্য! জগতে ইহার যে সমস্ত মনোজ্ঞ গুণ প্রচার আছে, তাহা অলীক বোধ হয় না। এক্ষণে যদি আমি সাধ্বী সীতাকে দেখিতে পাই, যদি এই পম্পাতটে তাঁহার সহবাসে কালক্ষেপ করি, তাহা হইলে ইন্দ্রত্ব কি অযোধ্যা কিছুই চাহি না। এই রমণীয় তৃণশ্যামল প্রদেশে সীতার সহিত বিহার করিলে নিশ্চয়ই নিশ্চিন্ত ও নিস্পৃহ হই। বৎস! আমি কান্তাবিরহী, এক্ষণে এই বিচিত্রপত্র বৃক্ষ সকল পুষ্পশ্রী বিস্তার পূর্ব্বক এই স্থানে যার পর নাই আমায় চিন্তাকুল ও কাতর করিতেছে।

আহা! পম্পার কি শোভা! ইহার জল অতি শীতল, সর্ব্বত্র পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়াছে, চক্রবাক, ক্রৌঞ্চ, হংস প্রভৃতি জলচর বিহঙ্গেরা কলরব করিতেছে, এবং ইহার তীরে নানারূপ মৃগযূথ দৃষ্ট হইতেছে। ঐ সমস্ত হর্ষোন্মত্ত পক্ষী সেই পদ্মলোচনা

চন্দ্রমুখী শ্যামাকে স্মরণ করাইয়া আমায় অতিমাত্র চঞ্চল করিতেছে। ঐ দেখ, সুরম্য শৈলশৃঙ্গে মৃগী সহিত বহুসংখ্য মৃগ ; আমি মৃগলোচনা জানকীর বিরহে কাতর হইয়াছি, এক্ষণে উহারা ইতস্তত বিচরণ করিয়া আমার মন আরও ব্যথিত করিতেছে। এক্ষণে যদি আমি এই উন্মত্তপক্ষিসঙ্কুল শিখরোপরি সীতাকে দেখিতে পাই, তবে সুখী হইব। সেই ক্ষীণমধ্যা যদি আমার সহিত এই পম্পার বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করেন, তবেই আমি বাঁচিব। দেখ, কৃতপুণ্যেরাই এই পদ্মগন্ধী প্রফুল্লকর নির্ম্মল বায়ুর হিল্লোলে ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

বৎস ! সেই পরবশা জানকী কিরূপে জীবিত আছেন ? সত্যবাদী ধার্ম্মিক রাজা জনক তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসিলে, আমি সকলের সন্নিধানে বল তাঁহাকে কি বলিয়া প্রত্যুত্তর দিব ? আমি পিতৃনিদেশে বনবাসোদ্দেশে যাত্রা করিলে, যিনি কেবল ধর্ম্মের অনুরোধ রক্ষা করিয়া এই মন্দভাগ্যের অনুসরণ করিয়াছেন, জানি না, এখন তিনি কোথায়। আমি রাজ্যচ্যুত হইয়া হতবুদ্ধি হইয়াছিলাম, তথাচ যিনি আমার সহচরী হইয়াছেন, এক্ষণে আমি তাঁহার বিরহে দীন হইয়া কিরূপে দেহভার বহন করিব ! বৎস ! জানকীর চক্ষু পদ্মশ্রী ধারণ করিতেছে, আলাপ সময়ে অস্ফুট হাস্য তাঁহার ওষ্ঠে মিশাইয়া যায়। এক্ষণে সেই সুন্দর নিষ্কলঙ্ক পদ্মগন্ধি মুখখানি না দেখিয়া আমার বুদ্ধি অবসন্ন হই-

তেছে। তাঁহার কথা কেমন সুস্পষ্ট হিতকর ও মধুর! আমি আবার কবে তাহা শুনিব! সেই সাধ্বী অরণ্যবাসে ক্লেশ পাইলেও সুখী ও সন্তুষ্টের ন্যায় আমায় প্রিয়বাক্যেই সম্ভাষণ করিতেন! হা! জননী যখন জিজ্ঞাসিবেন, বধূ জানকী কোথায় এবং কি প্রকার আছেন? তখন আমি তাঁহাকে কি বলিব! ভাই লক্ষ্মণ! তুমি গৃহে যাও, গিয়া ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে দেখ, আমি জানকী ব্যতীত এ প্রাণ আর রাখিতে পারিব না।

লক্ষ্মণ, মহাত্মা রামকে অনাথবৎ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়া যুক্তি ও অর্থসঙ্গত বাক্যে কহিলেন, আর্য্য, শোক সম্বরণ করুন, আপনার মঙ্গল হইবে। দেখুন, পাপস্পর্শ না থাকিলেও শোকার্ত্ত লোকের বুদ্ধি হ্রাস হয়। এক্ষণে বিচ্ছেদ-ভয় মনে অঙ্কিত করিয়া প্রিয়জনের স্নেহে বিরত হউন। দীপবর্ত্তি আর্দ্র হইলেও অতিমাত্র তৈলসংযোগে দগ্ধ হইয়া থাকে। আর্য্য! যদি রাবণ পাতালে বা তদপেক্ষাও কোন নিভৃত স্থলে প্রবেশ করে, তথাচ তাহার নিস্তার নাই। অতঃ-পর আপনি সেই পাপিষ্ঠের বৃত্তান্ত বিদিত হইবার চেষ্টা করুন। সে, হয় জানকীকে নয় জীবনকে অবশ্যই ত্যাগ করিবে। সে যদি অসুরজননী দিতির গর্ভে সীতাকে লইয়া লুক্কায়িত হয়, তথাচ সীতা সমর্পণ না করিলে, আমি তন্মধ্যেই তাহাকে বধ করিব। আর্য্য! আপনি দীনভাব পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন

করুন। অর্থ নষ্ট হইলে অযত্নে কখনই তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। দেখুন, উৎসাহ কার্য্যসাধনের প্রধান উপায়, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বল আর নাই। এই জীবলোকে উৎসাহীর সকল বস্তু সুলভ, কোন বিষয়েই তাঁহাকে আর বিষণ্ণ হইতে হয় না। এক্ষণে আমরা উৎসাহমাত্র আশ্রয় করিয়া জানকী লাভ করিব। আপনি শোক দূরে ফেলুন এবং কামুকতাও পরিত্যাগ করুন। আপনি অতি উদার ও সুশিক্ষিত, এক্ষণে ইহা কি সম্পূর্ণই বিস্মৃত হইয়াছেন ?

তখন রাম, লক্ষ্মণের কথা সঙ্গত বুঝিয়া শোক ও মোহ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন এবং তাঁহার সহিত উদ্বিগ্ন-মনে মৃদু গমনে পবনকম্পিত-বৃক্ষে পূর্ণ রমণীয় পম্পা অতিক্রম করিয়া চলিলেন। যাইতে যাইতে বন প্রস্রবণ ও গুহা সকল দেখিতে লাগিলেন। রাম কিরূপে প্রবোধ লাভ করিবেন, এই চিন্তাই লক্ষ্মণের অনুক্ষণ প্রবল। তিনি নিরাকুলমনে মত্ত-মাতঙ্গগমনে রামের অনুগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে নীতি ও বীরতা প্রদর্শন দ্বারা রক্ষা করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় গজগামী কপিরাজ, ঋষ্যমূক পর্ব্বতের সন্নিধানে সঞ্চরণ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে ঐ দুই অপূর্ব্বরূপ তেজস্বী রাজ-কুমারকে দেখিতে পাইলেন। তিনি উহাঁদের দর্শনমাত্র

অতিমাত্র ভীত নিশ্চেষ্ট ও বিষণ্ন হইয়া রহিলেন। তখন অন্যান্য বানরেরাও শঙ্কিত হইল, এবং যাহার প্রান্তভাগ কপিকুল পূর্ণ, যাহা পুণ্যজনক সুখকর ও শরণ্য, এইরূপ এক আশ্রমে প্রবেশ করিল।

# দ্বিতীয় সর্গ।

সুগ্রীব অস্ত্রধারী মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণকে দর্শন করিয়া যার পর নাই শঙ্কিত হইলেন, এবং উদ্বিগ্নমনে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি আর কোন স্থানেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার মনও একান্ত বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। অনন্তর তিনি ব্যাকুলচিত্তে চিন্তা এবং মন্ত্রিগণের সহিত কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া কহিলেন, কপিগণ! বালী নিশ্চয়ই ঐ দুই ব্যক্তিকে পাঠাইয়াছে। উহারা বিশ্বাসউৎপাদনছলে চীর পরিধান করিতেছে। দেখ, এক্ষণে উহারা পর্য্যটনপ্রসঙ্গে এই দুর্গম বনমধ্যেই প্রবেশ করিল।

তখন মন্ত্রিগণ ঐ ধনুর্দ্ধারী বীরযুগলকে দেখিয়া, তথা হইতে শশব্যস্তে অন্য শিখরে প্রস্থান করিলেন এবং যূথপতি সুগ্রীবকে বেষ্টন পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর অন্যান্য বলী বানর গতি-বশাৎ শৈলশিখর কম্পিত এবং মৃগ মার্জ্জার ও ব্যাঘ্রগণকে শঙ্কিত করিয়া, শৈল হইতে শৈলে লম্ফ প্রদান করিতে লাগিল এবং গহন বনে পুষ্পিত বৃক্ষ সকল ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে বানর-

মন্ত্রি সকল ঋষ্যমূকে কপিবর সুগ্রীবকে বেষ্টন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি-পুটে অবস্থান করিতেছিলেন, তন্মধ্যে বক্তা হনুমান সুগ্রীবকে বালীর পাপাচরণে শঙ্কিত দেখিয়া কহিলেন, বীর! তুমি ভীত হইও না। ইহা ঋষ্যমূক পর্ব্বত, এখানে বালী হইতে কোনরূপ ভয় সম্ভাবনা নাই। তুমি যাহার জন্য উদ্বিগ্নমনে পলাইয়া আইলে, আমি সেই ক্রূরদর্শন নিষ্ঠুরকে দেখিতেছি না। যে দুরাচার পাপী হইতে তোমার এত ভয়, সে এ বনে আইসে নাই; সুতরাং তুমি কেন ভীত হইয়াছ বুঝিতেছি না। কপি-রাজ! আশ্চর্য্য! তোমার বানরত্ব সুস্পষ্টই প্রকাশ হই-তেছে। তুমি চিত্তের অস্থৈর্য্য বশত এখনও ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলে না। এক্ষণে ইঙ্গিত দ্বারা নিশ্চয় পরকীয় আশয় বুঝিয়া তদনুরূপ ব্যবহার কর। দেখ, নির্বোধ রাজা কখনই লোক শাসন করিতে পারেন না।

তখন সুগ্রীব, হনুমানের এই শ্রেয়স্কর বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক হিতবচনে কহিতে লাগিলেন, মন্ত্রি! ঐ দুই শরকার্ম্মুকধারী দীর্ঘ-বাহু দীর্ঘনেত্র দেবকুমারতুল্য বীরকে দর্শন করিলে কাহার না ভয় হয়? আমার বোধ হইতেছে, উহারা বালীরই প্রেরিত হইবে। দেখ, রাজগণের অনেকেরই সহিত মিত্রতা থাকে, উহারা সেই সূত্রে এই স্থানে আসিয়াছে; সুতরাং উহাদিগকে সহসা বিশ্বাস করা উচিত হইতেছে না। শত্রু, যার পর নাই কপট

ব্যবহার করে, উহারা বিশ্বাসের ভাণ করিয়া অন্যকে সুযোগ-ক্রমে বিনাশ করিয়া থাকে, অতএব উহাদের আশয় বুঝা কর্ত্তব্য। বালী সকল কার্য্যে সুপটু; বিশেষত রাজারা বঞ্চনাচতুর ও শত্রুঘাতক হইয়া থাকেন, সুতরাং ছদ্মবেশী চর নিয়োগ করিয়া তাঁহাদিগকে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। হনুমান! এক্ষণে তুমি সামান্য ভাবে গিয়া ইঙ্গিত আকার ও কথোপকথনে ঐ দুই ব্যক্তিকে জান, যদি উহাদিগকে হৃষ্টচিত্ত দেখিতে পাও, তবে সম্মুখীন হইয়া পুনঃ পুনঃ আমার প্রশংসা পূর্ব্বক আমারই অভিপ্রায় জানাইয়া উহাদিগের মনে বিশ্বাস জন্মাইবে এবং বাক্যালাপ বা আকার প্রকারে দুরভিসন্ধি কিছু বুঝিতে না পারিলে, উহারা কি কারণে বনে আসিয়াছে জিজ্ঞাসা করিবে।

অনন্তর হনুমান সুগ্রীবের এইরূপ আদেশ পাইয়া ঋষ্যমুক হইতে রাম ও লক্ষ্মণের নিকট গমন করিলেন। তিনি দুষ্ট-বুদ্ধিতা নিবন্ধন বানর রূপ পরিহার পূর্ব্বক ভিক্ষুরূপ ধারণ করিলেন এবং বিনীতের ন্যায় উহাঁদিগের সন্নিহিত হইয়া, পূজা ও স্তুতিবাদ পূর্ব্বক মধুর ও কোমল বাক্যে স্বেচ্ছামত কহিতে লাগিলেন, বীর! তোমরা কে? তোমাদের বর্ণ সুকুমার ও কান্তি কমণীয়। তোমরা ব্রতপরায়ণ সুধীর তাপস এবং রাজর্ষিসদৃশ ও দেবতুল্য। এক্ষণে বল, কি জন্য এই স্থানে আসিয়াছ?

তোমরা চীরধারী ও ব্রহ্মচারী; তোমাদের দেহপ্রভায় এই স্বচ্ছসলিলা নদী শোভিত হইতেছে। তোমরা বন্য জীব জন্তুগণকে একান্ত শঙ্কিত করিয়া পম্পাতীরস্থ বৃক্ষ সকল নিরীক্ষণ করিতেছ। তোমাদিগের হস্তে ইন্দ্রধনুতুল্য শত্রুনাশন শরাসন। তোমরা সিংহবৎ স্থিরভাবে দর্শন করিতেছ, এবং ক্লান্ত হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছ। তোমরা মহাবীর ও সুরূপ। তোমাদের সৌন্দর্য্যে এই পর্ব্বত শোভিত হইতেছে। তোমরা রাজ্যে বিহার করিবারই সম্পূর্ণ উপযুক্ত, বল, কি কারণে এই স্থানে আসিয়াছ? তোমাদিগের মস্তকে জটাযূট এবং নেত্র পদ্মপত্রের ন্যায় বিস্তৃত। তোমরা পরস্পর পরস্পরেরই অনুরূপ। তোমাদিগকে দেখিলে বোধ হয়, যেন, তোমরা দেবলোক হইতে এই স্থানে আবির্ভূত হইয়াছ। চন্দ্র ও সূর্য্যই যেন যদৃচ্ছাক্রমে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তোমাদের বক্ষঃস্থল বিশাল এবং স্কন্ধ সিংহস্কন্ধের ন্যায় প্রশস্ত। তোমরা দেবরূপী মনুষ্য, বিলক্ষণ উৎসাহী ও হৃষ্টপুষ্ট বৃষের ন্যায় একান্ত প্রিয়দর্শন। তোমাদিগের ভুজদণ্ড করিশুণ্ডবৎ দীর্ঘ, বর্ত্তুল ও অর্গলতুল্য; এই হস্তে অলঙ্কার ধারণ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু জানি না, কি কারণে কর নাই। বোধ হয়, তোমরা এই বিন্ধ্যমেরুশোভিত সাগরবনপূর্ণ পৃথিবীকে রক্ষা করিতে পার। তোমাদের কোদণ্ড স্বর্ণরঞ্জনে রঞ্জিত ও সুচিক্কণ, উহা সুবর্ণখচিত বজ্রের ন্যায় নিরী-

ক্ষিত হইতেছে। এই সকল সুদৃশ্য তূণীর প্রাণান্তকর জ্বলন্ত-সর্প-সদৃশ সুশাণিত ভীষণ শরে পূর্ণ রহিয়াছে। এই দুই খড়্গ স্বর্ণজড়িত ও দীর্ঘ, উহা যেন নির্ম্মোকমুক্ত ভুজঙ্গের ন্যায় শোভিত হইতেছে। বীর! আমি তোমাদিগকে এইরূপ কহিতেছি, কিন্তু তোমরা কি নিমিত্ত প্রত্যুত্তর দিতেছ না? দেখ, এই ঋষ্যমূক পর্ব্বতে সুগ্রীব নামে কোন এক বীর বাস করিয়া থাকেন। তিনি বানরগণের অধিপতি ও ধার্ম্মিক। বালী তাঁহাকে রাজ্য হইতে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে বলিয়া, তিনি দুঃখিতমনে সমস্ত জগৎ ভ্রমণ করিতেছেন। এক্ষণে আমি কেবল তাঁহারই নিয়োগে তোমাদিগের নিকট আগমন করিলাম। আমি পবনতনয়, জাতিতে বানর, নাম হনুমান। এক্ষণে ধর্ম্মশীল সুগ্রীব তোমাদের সহিত মৈত্রীভাব স্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছেন। আমি তাঁহার মন্ত্রী। আমার গতি কুত্রাপি প্রতিহত হয় না। আমি সুগ্রীবেরই প্রিয়কামনায় ভিক্ষুরূপে প্রচ্ছন্ন হইয়া ঋষ্যমূক হইতে এস্থানে আইলাম। এই বলিয়া বক্তা হনুমান মৌনাবলম্বন করিলেন।

---

# তৃতীয় সর্গ।

অনন্তর শ্রীমান রাম হনুমানের এইরূপ বাক্য* শ্রবণ করিয়া, পুলকিতমনে পার্শ্বস্থ ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! আমি কপিরাজ সুগ্রীবের অন্বেষণ করিতেছিলাম, এক্ষণে তাঁহারই এই মন্ত্রী আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। এই বানর বীর ও বক্তা, তুমি সস্নেহে মধুর বাক্যে ইহাঁর সহিত আলাপ কর। ইনি যেরূপ কহিলেন, ঋক্ যজু ও সামবেদে যাঁহার প্রবেশ নাই, তিনি এরূপ বলিতে পারেন না। ইনি অনেক বার সমগ্র ব্যাকরণ শুনিয়া থাকিবেন; দেখ, বিস্তর কথা কহিলেন, কিন্তু একটিও অপশব্দ ইহাঁর ওষ্ঠের বহির্গত হয় নাই এবং বলিবার সময় ইহাঁর মুখ নেত্র ভ্রূ ললাট প্রভৃতি অঙ্গবিশেষে কোনরূপ দোষও লক্ষিত হইল না। ইহাঁর কথাগুলি কেমন স্বল্পাক্ষর সরল ও মধুর! উহা বক্ষ কর্ণ ও তালু হইতে মধ্যম স্বরে কেমন সুস্পষ্ট নিঃসৃত হইল! যে পদ অগ্রে প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক, ইহাতে তাহা উপেক্ষিত হয় নাই এবং ইহা প্রত্যেক পদের অর্থ হৃদ্বোধ করাইয়া বিষয়-জ্ঞানে সমর্থ করিল। এই বাক্য মনঃপ্রফুল্লকর ও অদ্ভুত; অন্যের কথা দূরে থাক, ইহা অসিপ্রহারোদ্যত শত্রুরও মন

প্রসন্ন করিতে পারে। যে রাজার এইরূপ দূত না থাকে, জানি না, তাঁহার কার্য্য কি প্রকারে সম্পন্ন হয়? ফলত এতাদৃশ গুণবান লোক যাঁহার উত্তরসাধক, তাঁহার সকল কার্য্যই কেবল ইহাঁর বাক্যগুণে সফল হইয়া থাকে।

তখন বক্তা লক্ষ্মণ, সুগ্রীবসচিব হনুমানকে কহিলেন, বিদ্বন্! মহাত্মা সুগ্রীবের গুণ আমাদিগের অবিদিত নাই, আমরা তাঁহাকেই অনুসন্ধান করিতেছি। তুমি তাঁহার বাক্য-ক্রমে আমাদিগকে যাহা কহিলে, আমরা তাহাই করিব।

হনুমান লক্ষ্মণের এই সুনিপুণ কথা শ্রবণ এবং সুগ্রীবের জয়লাভোদ্দেশে মনঃ সমাধান পূর্ব্বক রামের সহিত তাঁহার সখ্য স্থাপনে অভিলাষী হইলেন।

---

# চতুর্থ সর্গ।

হনুমান, রামের কার্য্য সংকল্পে আগমন-বৃত্তান্ত শ্রবণ এবং সুগ্রীবের প্রতি তাঁহার শান্তভাব দর্শন করিয়া হৃষ্টমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, রাম যখন কোন উপলক্ষ করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং তাহাও যখন সুগ্রীবের হস্তায়ত্ত, তখন সুগ্রীবের রাজ্যলাভ অবশ্যই সম্ভব। হনুমান এই ভাবিয়া হৃষ্টমনে রামকে কহিলেন, বীর! তুমি কি কারণে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত হিংস্র জন্তুপূর্ণ নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া এই পম্পার কাননে আসিয়াছ?

তখন লক্ষ্মণ রামের আদেশে কহিতে লাগিলেন, বীর! দশরথ নামে কোন এক ধর্ম্মবৎসল মহীপাল ছিলেন। তিনি ধর্ম্মানুসারে চারি বর্ণের লোক নিয়ত প্রতিপালন করিতেন। কেহ তাঁহার দ্বেষ্টা ছিল না, তিনিও কাহাকে দ্বেষ করিতেন না। ঐ রাজা লোকমধ্যে দ্বিতীয় ব্রহ্মার ন্যায় বিরাজ করিতেন এবং প্রচুর দক্ষিণা নির্দেশ পূর্ব্বক অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি নানা যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইনি তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র, নাম রাম। ইনি সকলের আশ্রয়, ইহাঁ হইতে পিতৃ-

নিদেশ প্রায় পূর্ণ হইল। মহারাজের পুত্রগণমধ্যে এই রামই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও গুণশ্রেষ্ঠ। ইহাঁর আকারে সমস্ত রাজচিহ্ন বিদ্যমান। ইনি রাজপদ গ্রহণ করিতে ছিলেন, এই অবসরে রাজ্যে বঞ্চিত হইয়া আমার সহিত অরণ্যে আসিয়াছেন। সায়াহ্নে রশ্মি যেমন তেজস্বী সূর্য্যের অনুসরণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভার্য্যা জানকী ইহাঁর অনুগমন করিয়াছেন। আমি ইহাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ। আমি এই কৃতজ্ঞ বহুদর্শীর গুণ-গ্রামে বশীভূত হইয়া, দাসত্ব স্বীকার করিয়া আছি। ইনি ভোগসুখ লাভের যোগ্য, পূজনীয় ও সকলের উপকারী। ইনি ঐশ্বর্য্যবিহীন হইয়া, বনবাসে বিচরণ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে কোন এক কামরূপী রাক্ষস আমাদের অসন্নি-ধানে ইহাঁর পত্নী জানকীরে আশ্রম হইতে হরণ করিয়াছে। আমরা ঐ রাক্ষসের সম্পর্কে সবিশেষ কিছুই জানি না। দিতির পুত্র দানব দনু শাপপ্রভাবে রাক্ষস হইয়াছিল। সে মাত্র এই কথা কহিল, কপিরাজ সুগ্রীব অতিশয় বিচক্ষণ, সেই বীর্য্য-বান তোমার ভার্য্যাপহারী রাক্ষসকে জানিবেন। দনু এই বলিয়া তেজঃপুঞ্জ কলেবরে স্বর্গারোহণ করিল।

হনুমান! এই আমি তোমাকে রামসংক্রান্ত প্রকৃত বৃত্তান্ত সমস্তই কহিলাম। এক্ষণে আমি ও রাম, আমরা দুইজনেই সুগ্রী-বের শরণাপন্ন হইতেছি। রাম অর্থীদিগকে প্রচুর অর্থ দান পূর্ব্বক

উৎকৃষ্ট যশোলাভ করিয়াছেন। যিনি পূর্ব্বে সকলের অধিপতি ছিলেন, এক্ষণে তিনি সুগ্রীবের আশ্রয় লাভের ইচ্ছা করিতে-ছেন। যিনি লোকের শরণ্য ও ধর্ম্মবৎসল, জানকী যাঁহার বধূ, তাঁহারই পুত্র রাম সুগ্রীবের শরণাগত হইলেন। যে ধর্ম্মশীল অন্যের প্রতিপালক ছিলেন, মদীয় গুরু সেই রাম সুগ্রীবের শরণাগত হইলেন। সমস্ত লোক যাঁহার প্রসাদে পরিতোষ পাইত, সেই রাম সুগ্রীবের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছেন। যে দশরথ পৃথিবীর গুণবান রাজগণকে সর্ব্বদা সম্মানিত করিয়াছেন, তাঁহারই জগদ্বিখ্যাত জ্যেষ্ঠ পুত্র সুগ্রীবের শরণাপন্ন হইলেন। ইনি শোকার্ত্ত হইয়া যখন আশ্রয় লইলেন, তখন যূথপতিগণের সহিত সুগ্রীব ইহাঁর প্রতি প্রসন্ন হউন।

লক্ষ্মণ জলধারাকুল লোচনে করুণ বাক্যে এই রূপ বলিলে, বক্তা হনুমান কহিতে লাগিলেন, তোমরা বুদ্ধিমান শান্তস্বভাব ও জিতেন্দ্রিয়। সুগ্রীব তোমাদের সহিত অবশ্যই সাক্ষাৎ করি-বেন। তোমরা তাঁহারই ভাগ্যক্রমে এই স্থানে আসিয়াছ। বালীর সহিত তাঁহার অত্যন্ত বিরোধ। বালী তাঁহার ভার্য্যাকে লইয়াছে এবং রাজ্যাপহরণ পূর্ব্বক দূর করিয়া দিয়াছে। সেই অবধি সুগ্রীব যার পর নাই ভীত হইয়া অরণ্যে বিচরণ করিতে ছেন। এক্ষণে তিনিই বানরগণকে লইয়া সীতার অন্বেষণ কার্য্যে তোমাদের সাহায্য করিবেন। হনুমান মধুর বাক্যে এই বলিয়া

পুনরায় কহিলেন, তবে চল, এক্ষণে আমরা সুগ্রীবেরই নিকট উপস্থিত হই।

তখন লক্ষ্মণ হনুমানকে যথাবিধি সৎকার করিয়া রামকে কহিলেন, আর্য্য! এই পবন তনয় হনুমান হৃষ্ট মনে যে রূপ কহিতেছেন, ইহাতে বোধ হইল, আপনার সাহায্যে সুগ্রীবেরও কোন কার্য্য সাধিত হইবে। এক্ষণে আপনি এই স্থানে আসিয়া কৃতার্থ হইলেন। এই বীর স্পষ্টই প্রসন্ন মুখে হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, ইনি যে মিথ্যা কহিবেন, এ রূপ বোধ হইতেছে না।

অনন্তর বিচক্ষণ হনুমান রাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া সুগ্রীবের নিকট গমন করিতে অভিলাষী হইলেন, এবং ভিক্ষু রূপ পরিহার ও বানর রূপ স্বীকার করিয়া উহাঁদিগকে পৃষ্ঠে গ্রহণ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

---

# পঞ্চম সর্গ

অনন্তর হনুমান ঋষ্যমূক হইতে মলয় পর্ব্বতে গমন করিয়া সুগ্রীবকে কহিলেন, কপিরাজ! এই বীর রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত আগমন করিয়াছেন। ইনি ইক্ষাকু বংশীয়, রাজা দশরথের পুত্র। ইনি পিতৃনিদেশে পিতারই সত্য পালনের উদ্দেশে আসিয়াছেন। যিনি রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান পূর্ব্বক অগ্নির তৃপ্তি সাধন এবং ব্রাহ্মণগণকে বহু সংখ্য গো দক্ষিণা দান করিয়াছেন, যিনি সাধুতা ও সত্য দ্বারা পৃথিবী শাসন করিতেন, তাঁহারই স্ত্রীর জন্য রাম বনবাসী। এক্ষণে এই মহাত্মা, অরণ্যবাসে বিচরণ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে রাবণ ইহাঁর পত্নীকে হরণ করিয়াছে। ইনি তোমার শরণাপন্ন হইলেন। রাম ও লক্ষ্মণ দুই জনেই তোমার সহিত বন্ধুতা করিবেন। ইহাঁরা অতিশয় পূজনীয়, এক্ষণে তুমি ইহাঁদিগকে গ্রহণ ও সম্মান কর।

তখন সুগ্রীব হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রিয়দর্শন রূপ ধারণ পূর্ব্বক প্রীতিভরে রামকে কহিলেন, রাম! আমি হনুমা-নের নিকট তোমার গুণ সমস্ত প্রকৃতরূপে শ্রবণ করিয়াছি। তুমি তপোনিষ্ঠ ও ধর্ম্মপরায়ণ; সকলের উপর তোমার বাৎসল্য

আছে। আমি বানর, তুমি আমারও সহিত যে বন্ধুতা ইচ্ছা করিতেছ, এই আমার পরম লাভ, এইই আমার সম্মান। এক্ষণে আমার সহিত মৈত্রীভাব স্থাপন যদি তোমার প্রীতিকর হইয়া থাকে, তবে আমি এই বাহু প্রসারণ করিয়া দিলাম গ্রহণ কর, এবং অটল প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হও।

তখন রাম পুলকিতমনে সুগ্রীবের হস্ত গ্রহণ এবং মিত্রতা স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। ঐ সময় হনু-মান দুইখানি কাষ্ঠ ঘর্ষণ পূর্ব্বক অগ্নি উৎপাদন করিয়া প্রীতমনে পুষ্প দ্বারা তাহা অর্চ্চনা করত উহাঁদের মধ্যস্থলে রাখিলেন। উহাঁরা ঐ প্রদীপ্ত অনল প্রদক্ষিণ করিয়া পরস্পর প্রীতিভরে পরস্পরকে দর্শন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তৎকালে কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর সুগ্রীব হৃষ্টমনে রামকে কহিলেন, রাম! তুমি আমার প্রীতিকর বন্ধু হইলে, এক্ষণে আমাদিগের সুখ দুঃখ একই হইল। এই বলিয়া তিনি শাল বৃক্ষের এক পত্রবহুল কুসুমিত শাখা ভগ্ন করিয়া তদুপরি রামের সহিত উপবিষ্ট হইলেন। হনুমানও লক্ষ্মণের উপবেশনার্থ প্রীতমনে এক পুষ্পিত চন্দন-শাখা আনিয়া দিলেন।

অনন্তর সুগ্রীব হর্ষোৎফুল্ললোচনে কহিলেন, রাম! আমি রাজ্য হইতে দূরীকৃত হইয়া, ভীতমনে অরণ্য পর্য্যটন করিতেছি।

বালীর সহিত আমার অত্যন্ত বিরোধ। সে আমার ভার্য্যাকে গ্রহণ করিয়াছে। আমি তাহারই ভয়ে উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া এই দুর্গ আশ্রয় করিয়া আছি। অতঃপর যাহাতে আমার ভয় দূর হয়, তুমি তাহাই কর।

তখন ধর্ম্মবৎসল তেজস্বী রাম ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, কপিরাজ! উপকারই যে মিত্রতার ফল, আমি তাহা বিদিত আছি। আমি তোমার সেই ভার্য্যাপহারক বালীকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিব। আমার কঙ্কপত্রশোভী সরলগ্রন্থি বজ্রসদৃশ সূর্য্যপ্রকাশ সুশাণিত অমোঘ শর মহাবেগে ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় সেই দুর্বৃত্তের উপর পড়িবে। তুমি এক্ষণে নিশ্চয়ই তাহাকে নিহত ও পর্ব্বতবৎ বিক্ষিপ্ত দর্শন করিবে।

অনন্তর সুগ্রীব রামের মুখে হিতকর এইরূপ কথা শুনিয়া প্রীতমনে কহিলেন, মনুষ্যপ্রবীর! আমি তোমার প্রসাদে রাজ্য ও ভার্য্যা উভয়ই প্রাপ্ত হইব। তুমি আমার সেই শত্রু বালীকে এই রূপ করিবে যেন সে, আমার আর কোনরূপ অনিষ্ট করিতে না পারে।

তখন সুগ্রীব ও রামের প্রণয়সংঘটন হইলে, জানকীর পদ্মকলিকাকার চক্ষু বালীর পিঙ্গলবর্ণ চক্ষু এবং রাক্ষসগণের অগ্নিবৎ প্রদীপ্ত চক্ষু বামে নৃত্য করিতে লাগিল।

# ষষ্ঠ সর্গ।
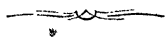
অনন্তর সুগ্রীব প্রীত হইয়া পুনরায় কহিলেন, রাম! তুমি যে নিমিত্ত নির্জ্জন বনে আসিয়াছ, আমার এই মন্ত্রিপ্রধান সেবক হনুমান সমুদায়ই কহিয়াছেন। তুমি লক্ষ্মণের সহিত বনবাসে কাল যাপন করিতেছিলে, এই অবসরে এক রাক্ষস তোমার ভার্য্যা জনকনন্দিনী সীতাকে হরণ করে। তুমি ও সুবোধ লক্ষ্মণ, জানকীকে একাকী রাখিয়া প্রস্থান কর, আর সেই ছিদ্রান্বেষী, জটায়ুকে বিনাশ করিয়া তাঁহাকে লইয়া যায়। রাক্ষস তোমায় স্ত্রী-বিচ্ছেদ দুঃখে ফেলিয়াছে, তুমি অচিরাৎ ইহা হইতে মুক্ত হইবে; আমি তোমাকে সেই দানবহৃত দেবশ্রুতীর ন্যায় সীতা আনিয়া দিব। তিনি আকাশ বা রসাতলেই থাকুন, আমি তাঁহাকে আনয়ন পূর্ব্বক তোমায় অর্পণ করিব। জানিও আমি সত্যই কহিলাম। ইন্দ্রাদি সুরাসুর কখনই বিষাক্ত খাদ্যবৎ সীতাকে জীর্ণ করিতে পারিবেন না। বীর! শোক পরিত্যাগ কর; আমি তোমার প্রিয়তমাকে আনিব। এক্ষণে অনুমানে বুঝিতেছি, তিনিই জানকী। নিষ্ঠুর নিশাচর তাঁহাকে লইয়া যাইতেছে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ঐ সময় সীতা, হা রাম! হা লক্ষ্মণ!

এই বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, এবং রাবণের ক্রোড়ে উরগীর ন্যায় বিরাজ করিতেছিলেন। তিনি আমাদের পাঁচজনকে পর্ব্বতোপরি দর্শন করিয়া, উত্তরীয় ও অলঙ্কার ফেলিয়া দিয়াছেন। আমরা সেই গুলি লইয়া গহ্বরে রাখিয়াছি। এক্ষণে সমুদয়ই আনি, দেখ তুমি চিনিতে পার কি না।

তখন রাম প্রিয়বাদী সুগ্রীবকে কহিলেন, সখে! শীঘ্র আন, কি জন্য বিলম্ব করিতেছ? অনন্তর সুগ্রীব তৎক্ষণাৎ রামের প্রিয়োদ্দেশে এক নিবিড় গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং উত্তরীয় ও অলঙ্কার আনয়ন পূর্ব্বক কহিলেন, এই দেখ।

তখন রাম সেই গুলি লইয়া, হিমজালে চন্দ্র যেমন আবৃত হন, তদ্রূপ নেত্রজলে আচ্ছন্ন হইলেন। তিনি সীতাস্নেহপ্রবৃত্ত অশ্রুতে দূষিত হইয়া, অধীর ভাবে হা প্রিয়ে! বলিয়া ভূতলে পড়িলেন এবং সেই অলঙ্কার গুলি বারংবার হৃদয়ে রাখিয়া গর্ত্তমধ্যে ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। তৎকালে লক্ষ্মণ উহাঁর পার্শ্বে ছিলেন, রাম তাঁহাকে নিরীক্ষণ ও অনর্গল অশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কহিলেন, লক্ষ্মণ! দেখ, হরণকালে জানকী ভূতলে এই উত্তরীয় ও দেহ হইতে অলঙ্কার ফেলিয়া দিয়াছেন। বোধ হয়, তিনি তৃণাচ্ছন্ন ভূমির উপর এই সমস্ত নিক্ষেপ করিয়া থাকিবেন, নচেৎ এই গুলি পূর্ব্ববৎ কদাচই অবিকৃত থাকিত না।

তখন লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! আমি কেয়র জানি না, কুণ্ডলও জানি না, প্রতিদিন প্রণাম করিতাম, এই জন্য এই দুই নুপুরকেই জানি।

অনন্তর রাম সুগ্রীবকে কহিলেন, সখে! বল, সেই ভীষণাকার রাক্ষস আমার প্রাণপ্রিয়া জানকীকে লইয়া কোথায় গমন করিতেছিল দেখিলে? যে আমাকে ঘোরতর বিপদে নিক্ষিপ্ত করিয়াছে, সে কোথায় থাকে? অতঃপর আমি তাহারই নিমিত্ত রাক্ষসকুল সংহার করিব। যে জানকীরে হরণ করিয়া আমার ক্রোধানল প্রদীপ্ত করিল, সে আত্মনাশের জন্য মৃত্যুদ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। যে বঞ্চনা করিয়া বন হইতে আমার প্রেয়সীকে হরণ করিল, সে ব্যক্তি কে? বল, আমি অচিরাৎই তাহাকে বিনাশ করিব।

# সপ্তম সর্গ।

তখন সুগ্রীব রামের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া গদগদকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, রাম! আমি সেই পাপ রাক্ষসের গুপ্তনিবাস কোথায়, জ্ঞাত নহি, কিন্তু তাহার বল বিক্রম এবং সেই দুষ্কুলের কুল সমস্তই জানি। এক্ষণে তুমি শোক পরিত্যাগ কর; সত্যই কহিতেছি, জানকী যেরূপে তোমার হস্তগত হন, তাহাই করিব। আমি তুষ্টিকর পুরুষকার অবলম্বন পূর্ব্বক রাবণকে সগণে সংহার করিয়া, যাহাতে তুমি প্রীত হইতে পার, অচিরাৎ তাহাই করিব। এক্ষণে তুমি আর বিহ্বল হইও না, ধৈর্য্য অবলম্বন কর। এইরূপ বুদ্ধিলাঘব ভবাদৃশ লোকের শোভা পায় না। দেখ, আমিও স্ত্রীবিরহজনিত বিপদে পড়িয়াছি, কিন্তু আমি সামান্য বানর, তথাচ এইরূপে শোক করি না, এবং ধৈর্য্যও ধারণ করিতেছি। রাম! তুমি মহাত্মা বিনীত সুধীর ও মহৎ, তুমি যে প্রবোধ পাইবে, ইহার আর বৈচিত্র কি। তোমার নয়ন যুগল হইতে দরদরিত ধারে অশ্রু বহিতেছে, ধৈর্য্যবলে সংবরণ কর। ধৈর্য্য সাত্ত্বিকের মর্য্যাদাস্বরূপ; ইহা ত্যাগ করিও না। যিনি সুধীর, বিপদ অর্থকষ্ট এবং প্রাণসঙ্কট

উপস্থিত হইলেও বুদ্ধিকৌশলে অবসন্ন হন না। আর যে ব্যক্তি অবিচক্ষণ এবং যে কোন কার্য্যেই বুদ্ধিচাতুর্য্য দেখাইতে পারে না, সে শোকে অবশ হইয়া, নদীপ্রবাহে ভারাক্রান্তা নৌকার ন্যায় নিমগ্ন হয়। সখে! আমি এই তোমার নিকট কৃতাঞ্জলি হইতেছি, প্রণয়ের অনুরোধে প্রসন্ন করিতেছি, তুমি পৌরুষ আশ্রয় কর, আর শোক করিও না। শোকার্ত্ত লোক অসুখী এবং তাহার তেজও নষ্ট হয়, অতএব তুমি শোক করিও না : দেখ, শোকবশে প্রাণসংশয় হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং শোককে আর প্রশ্রয় দিও না। আমি সখ্যভাবে তোমায় হিতই কহিতেছি, ইহা উপদেশ নহে। এক্ষণে তুমি সখ্যতার গৌরব রাখিয়া শোক দূর কর।

তখন রাম, বয়স্য সুগ্রীবের মধুর বচনে প্রবোধ লাভ করিয়া, বস্ত্রান্তে নেত্রজলক্লিন্ন মুখ মার্জ্জনা করিলেন, এবং প্রকৃতিস্থ হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, শুভানুধ্যায়ী স্নিগ্ধ বন্ধুর যাহা অনুরূপ ও কর্ত্তব্য, তুমি তাহাই করিলে। তোমার অনুনয়ে এই আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম। এই রূপ বিপদকালে এই প্রকার মিত্র লাভ নিতান্তই দুর্ঘট। এক্ষণে জানকীর অন্বেষণ এবং সেই দুরাচার রাক্ষসের বধ সাধন এই দুইটি বিষয়ে তোমায় সবিশেষ যত্ন করিতে হইবে। অতঃপর আমিই বা তোমার কি করিব, তুমি অকপটে তাহাও বল। সখে!

বর্ষার সময় সুক্ষেত্রে বীজ যেমন ফলবৎ হয়, তদ্রূপ তোমার সকল কার্য্য অচিরাৎই সফল হইবে। আমি অভিমানবশত তোমায় যাহা কহিলাম, তাহা সত্যই বুঝিও। শপথ পূর্ব্বক কহিতেছি, আমি কখন মিথ্যা কহি নাই, কহিবও না।

তখন সুগ্রীব, রামের এই অঙ্গীকার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক বানর-গণের সহিত অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। পরে তিনি ও রাম একান্তে উপবেশন করিয়া, উভয়ের অনুরূপ নানারূপ সুখ দুঃখের কথা কহিতে লাগিলেন। তৎকালে সুগ্রীব মহানুভব রামের আশ্বাসজনক বাক্যে স্বকার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃশংসয়ই হইলেন।
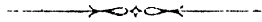
# অষ্টম সর্গ।

অনন্তর সুগ্রীব মহাবীর রামের বাক্যে একান্ত হৃষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, সখে! তোমার তুল্য গুণবান যখন আমার মিত্র, তখন আমি যে দেবগণেরও অনুগ্রহপাত্র হইব, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। স্বরাজ্যের কথা কি, তোমার সাহায্যপ্রভাবে দেব-রাজ্যও আমার আয়ত্ত হইবে। আমি অগ্নি সমক্ষে তোমায় সখ্যভাবে লাভ করিলাম, সুতরাং এক্ষণে স্বজনেরও পূজনীয় হইতেছি। আমি যে তোমারই অনুরূপ বয়স্য, তুমি ইহা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবে, তজ্জন্য তোমার নিকট গুণগৌরব প্রকাশ করিবার আবশ্যক নাই। স্বাধীন! তোমার তুল্য সুশিক্ষিত মহতের প্রীতি প্রায়ই অটল হয়। বয়স্যেরা কহেন, স্বর্ণ, রৌপ্য, উৎকৃষ্ট অলঙ্কার প্রভৃতি পদার্থ সকল বয়স্যগণের সাধারণ ধন। ধনী বা দরিদ্রই হউন, সুখ বা দুঃখই ভোগ করুন, নির্দোষ বা দোষীই থাকুন, বয়স্য বয়স্যের গতি। বন্ধুর অনির্ব্বচনীয় স্নেহ দর্শনে ধন ত্যাগ সুখ ত্যাগ বা দেশ ত্যাগও ক্লেশকর হয় না।

তখন শ্রীমান রাম ইন্দ্রপ্রভাব লক্ষ্মণের নিকট প্রিয়দর্শন

সুগ্রীবকে কহিলেন, সখে! তুমি যাহা কহিলে, তাহা কিছুই অলীক নহে।

অনন্তর সুগ্রীব পর দিনে ঐ বীর দ্বয়কে শৈলতলে নিষণ্ণ দেখিয়া বনের সর্ব্বত্র চপলভাবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং অদূরে পত্রবহুল পুষ্পিত ভ্রমরশোভিত এক শাল বৃক্ষের শাখা দেখিতে পাইলেন। পরে তিনি তাহা ভগ্ন করিয়া তদুপরি রামের সহিত উপবিষ্ট হইলেন। হনুমানও এক শালশাখা উৎপাটন পূর্ব্বক বিনীত লক্ষ্মণকে বসাইলেন।

রাম প্রশান্ত সাগরের ন্যায় উপবেশন করিলে, সুগ্রীব অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া প্রীতিভরে হর্ষস্খলিত বাক্যে কহিলেন, সখে! বালী আমায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। আমার পত্নী অপহৃত। এক্ষণে আমি অতিমাত্র ভীত হইয়া দুঃখিত মনে ঋষ্যমূকে সঞ্চরণ করিতেছি। বালী আমার পরম শত্রু, আমি তাহার ভয়ে সততই উদ্বিগ্ন আছি। তুমি ভয়নাশক, এক্ষণে এই অনাথের প্রতিও প্রসন্ন হও।

তখন ধর্ম্মবৎসল রাম ঈষৎ হাসিয়া সুগ্রীবকে কহিলেন, সখে! লোক উপকারে মিত্র অপকারে শত্রু হইয়া থাকে। এক্ষণে বালী কার্য্যদোষে তোমার শত্রু হইয়াছে, অতএব আমি আজিই তাহাকে বিনাশ করিব। আমার এই স্বর্ণখচিত খরতেজ শর কঙ্ক পত্রে অলঙ্কৃত সুতীক্ষ্ণ সুপর্ব্ব ও বজ্রসদৃশ। ইহা শরবনে

উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি এই ক্রোধপ্রদীপ্ত উরগবৎ শরে সেই দুরাচার বালীকে নিহত ও পর্ব্বতের ন্যায় বিক্ষিপ্ত দেখিবে।

তখন সেনাপতি সুগ্রীব অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং রামকে সাধুবাদ পূর্ব্বক কহিলেন, রাম! আমি শোকে আক্রান্ত হইয়াছি; তুমি শোকার্ত্তের গতি এবং বয়স্য, এই জন্য আমি তোমার নিকট মনের বেদনা ব্যক্ত করিতেছি। তুমি অগ্নিসাক্ষী করিয়া পাণি প্রদান পূর্ব্বক আমার মিত্র হইয়াছ; সত্য শপথে কহিতেছি, আমিও তোমায় প্রাণাধিক বোধ করিয়া থাকি। এক্ষণে আন্তরিক ক্লেশ নিয়তই আমার মনকে ক্ষীণ ও দুর্ব্বল করিতেছে। তুমি সখা, এই জন্য আমি অকুণ্ঠতমনে তোমায় সকলই কহি।

এই মাত্র বলিয়া সুগ্রীব কাঁদিয়া ফেলিলেন। বাষ্পভরে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। তৎকালে উচ্চ স্বরে আর কিছুই কহিতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি নদীবেগবৎ আগত অশ্রুবেগ রামের সমক্ষে সহসা ধৈর্য্যবলে নিরোধ করিলেন এবং এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নেত্র মার্জনা করত পুনরায় কহিতে লাগিলেন, সখে! মহাবীর বালী আমাকে রাজ্যচ্যুত করে এবং আমায় কঠোর কথা শুনাইয়া আবাস হইতে দূর করিয়া দেয়। ঐ দুষ্ট আমার প্রাণাধিক পত্নীকে হরণ এবং মিত্রবর্গকে কারাগারে বন্ধন করিয়াছে। আমাকে বিনাশ

করিতে তাহার অত্যন্তই যত্ন, তজ্জন্য সে অনেক বার বানর সকল প্রেরণ করিয়াছিল, আমিও উহাদিগকে বধ করি। বলিতে কি, তুমি যখন আইস, তখন তোমায় দর্শন করিয়া আমি শঙ্কাক্রমে অগ্রসর হইতে সাহসী হই নাই। দেখ, লোক অল্প ভয়েও ভীত হইয়া থাকে। এক্ষণে কেবল হনুমান প্রভৃতি বানরেরা আমার সহায়। আমি কষ্টে পড়িয়াও ইহা-দের গুণে প্রাণ ধারণ করিয়া আছি। এই স্নেহার্দ্র বানরগণ সর্ব্বত্র আমায় রক্ষা করিতেছে। ইহারা, আমি যাইলে যায় এবং বসিলে বৈসে। সখে! এক্ষণে তোমায় অধিক আর কি কহিব, সঙ্ক্ষেপে এইমাত্র জানিও, যে প্রখ্যাতপৌরুষ বালীকে বধ করিলেই আমার বর্ত্তমান দুঃখ তিরোহিত হইবে। তাহার বিনাশে আমার জীবন ও সুখ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। রাম! আমি শোকার্ত্ত হইয়া শোকনাশের উপায় তোমায় কহি-লাম। তুমি সুখী হও বা দুঃখে থাক, আমাকে এক্ষণে আশ্রয় দান করিতে হইবে।

রাম কহিলেন, সুগ্রীব! বালীর সহিত তোমার এইরূপ শত্রুতা জন্মিবার কারণ কি? যথার্থত শুনিতে ইচ্ছা করি। আমি ইহা শ্রবণ পূর্ব্বক উভয়ের বলাবল ও কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া, যাহাতে তুমি সুখী হও করিব। তোমার অবমাননায় আমার অত্যন্ত ক্রোধ হইয়াছে এবং বর্ষাকালে জলবেগ যেমন প্রবল হয়,

সেইরূপ উহা আমার হৃৎপিণ্ড স্পন্দন করিয়া বর্দ্ধিত হইতেছে। এক্ষণে যাবৎ আমি শরাসনে জ্যা আরোপণ না করি, তাবৎ তুমি হৃষ্ট হইয়া বিশ্বস্তমনে সমস্তই বল, আমার শর মুক্ত হইবা-মাত্র তোমার শত্রু নষ্ট হইবে।

সুগ্রীব রামের এই কথা শুনিয়া চারিটি বানরের সহিত যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন।

---

# নবম সর্গ।

অনন্তর সুগ্রীব শত্রুতার প্রসঙ্গ করিয়া কহিলেন, রাম! মহাবল বালী আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি পিতার একান্ত বহুমানের পাত্র ছিলেন এবং আমিও তাঁহাকে সবিশেষ গৌরব করিতাম। পরে পিতার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে, মন্ত্রিগণ জ্যেষ্ঠ বলিয়া প্রীতিভাজন বালীকেই বানর-রাজ্যের আধিপত্য প্রদান করেন। তিনি বিস্তীর্ণ পৈতৃক রাজ্য শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলে আমি চিরকাল দাসের ন্যায় তাঁহার পদানত ছিলাম।

মায়াবী নামে তেজস্বী এক অসুর ছিল। সে দুন্দুভি দানবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পূর্ব্বে উহার সহিত বালীর স্ত্রীসংক্রান্ত শত্রুতা সংঘটন হয়। একদা রজনীযোগে সকলে নিদ্রিত হইলে, ঐ অসুর কিষ্কিন্ধ্যাদ্বারে আসিয়া ক্রোধভরে সিংহনাদ পূর্ব্বক বালীকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগিল। ঐ সময় বালী নিদ্রিত ছিলেন। তিনি উহার ভৈরব নাদ সহ্য করিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ মহাবেগে নির্গত হইলেন। তিনি ঐ অসুর সংহারার্থ মহারোষে নিষ্ক্রান্ত হইলে আমি প্রণত হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলাম। তাঁহার পত্নীরাও প্রতিরোধ করিতে

লাগিলেন; কিন্তু সেই মহাবল উহাঁদিগকে অপসারণ পূর্ব্বক বহির্গত হইলেন। তখন আমিও ভ্রাতৃস্নেহে উহাঁরই পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম।

অনন্তর মায়াবী দূর হইতে আমাদিগকে দেখিয়া ভীতমনে পলায়ন করিতে লাগিল। আমরাও দ্রুতপদে ধাবমান হইলাম। ঐ সময় চন্দ্রোদয় হইতেছিল, পথ সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। ইত্যবসরে মায়াবী মহাবেগে এক বিস্তীর্ণ তৃণাচ্ছন্ন দুর্গম ভূবিবরে প্রবেশ করিল। আমরাও গিয়া উহার দ্বার অবরোধ করিলাম। বালী উহাকে ঐ গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া রোষাবিষ্ট হইলেন এবং ক্ষুব্ধমনে আমাকে কহিলেন, সুগ্রীব! তুমি এক্ষণে সাবধান হইয়া এই দ্বারে দাঁড়াইয়া থাক। আমি বিবরে প্রবেশ ও সমরে শত্রু নাশ করিব। আমি এই কথা শুনিয়া তাঁহার সহিত প্রবেশের প্রার্থনা করিলাম। কিন্তু তিনি দ্বারদেশে থাকিবার নিমিত্ত আমাকে পাদস্পর্শ পূর্ব্বক শপথ করাইয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর এক বৎসরেরও অধিক কাল অতিক্রান্ত হইয়া গেল। আমি বিলদ্বারে দণ্ডায়মান, ভাবিলাম, বালী নিহত হইয়াছেন। স্নেহ বশত মনে অত্যন্ত ভয় উপস্থিত হইল এবং নানা প্রকার অনিষ্ট আশঙ্কা হইতে লাগিল। পরে বহু কাল অতীত হইলে দেখিলাম, সেই বিবর হইতে উষ্ণ রুধির নির্গত হইতেছে। তদ্দর্শনে

আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। তৎকালে অসুরগণের বীরনাদ আমার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল, কিন্তু যুদ্ধপ্রবৃত্ত বালীর রব কিছুই শুনিতে পাইলাম না। তখন আমি এই সকল চিহ্নে তাঁহার মৃত্যু অবধারণ করিয়া শৈলপ্রমাণ শিলাখণ্ড দ্বারা বিলদ্বার রোধ করিলাম এবং শোকাক্রান্তমনে তাঁহার তর্পণ করিয়া কিষ্কিন্ধায় প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। সখে! আমি বহুযত্নে বালীর বৃত্তান্ত গোপন করি, কিন্তু পরিশেষে মন্ত্রিগণ সমস্তই শুনিলেন এবং একমত হইয়া আমাকেই রাজা করিলেন।

অনন্তর আমি ন্যায়ানুসারে বালীর রাজ্য শাসন করিতেছি, ইত্যবসরে তিনি শত্রু সংহার করিয়া আগমন করিলেন এবং আমাকে অভিষিক্ত দেখিয়া, ক্রোধসংরক্তনেত্রে মন্ত্রিগণকে বন্ধন পূর্ব্বক কটূক্তি করিতে লাগিলেন। বলিতে কি, তৎকালে আমি তাহাঁকে বিলক্ষণ নিগ্রহ করিতে পারিতাম, কিন্তু ভ্রাতৃগৌরবে সঙ্কুচিত হইয়া আমায় নিরস্ত থাকিতে হইল। বালী শত্রুনাশ করিয়া পুর প্রবেশ করিয়াছেন, আমি সম্মানার্থ তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম। কিন্তু তিনি পুলকিত মনে আমায় আশীর্ব্বাদ করিলেন না। আমি তাঁহার পদে কিরীট স্পর্শ পূর্ব্বক প্রণত হইলাম, কিন্তু তিনি ক্রোধ নিবন্ধন আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন না।

---

# দশম সর্গ।

অনন্তর আমি আপনার হিতসংকল্পে কহিলাম, রাজন্! তুমি ভাগ্যক্রমে শত্রু নষ্ট করিয়া নির্বিঘ্নে উপস্থিত হইয়াছ। আমি অনাথ, তুমিই আমার অধীশ্বর। আমি তোমার এই বহু-শলাকাযুক্ত উদিত পূর্ণচন্দ্রাকার ছত্র ও চামর ধারণ করিতেছি, এক্ষণে গ্রহণ কর। আমি নিতান্ত কাতর হইয়া, সংবৎসর কাল সেই বিলদ্বারে দাড়াইয়া ছিলাম, দেখিলাম, গর্ত্ত হইতে দ্বারদেশ পর্য্যন্ত শোণিত উত্থিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে আমি যৎপরোনাস্তি শোকাকুল হইলাম, এবং আমার মনও বিলক্ষণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। অনন্তর আমি শৈলশৃঙ্গ দ্বারা বিলদ্বার রুদ্ধ করিলাম এবং তথা হইতে পুনরায় বিষণ্নমনে কিষ্কিন্ধায় প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। পরে পৌরগণ ও মন্ত্রিবর্গ আমার দর্শন পাইয়া, ইচ্ছা না করিলেও আমাকে রাজ্যে অভিষেক করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি ক্ষমা কর। তুমিই মাননীয় রাজা। পূর্ব্বে আমি যেমন তোমার পদানত দাস ছিলাম, এখনও সেই রূপ আছি। তোমার অদর্শনই আমার এই নিয়োগের কারণ। এক্ষণে এই নগর, অমাত্য ও পৌরগণের সহিত নিষ্কণ্টক রহি-

য়াছে। তোমার রাজ্য আমার হস্তে স্থাপিত ছিল, আমি কেবল ইহা রক্ষা করিতেছিলাম। বীর! আমি প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটে প্রার্থনা করিতেছি, ক্রোধ সংবরণ কর! অরাজক রাজ্যে অন্যের জিগীষা হইয়া থাকে, এই আশঙ্কাক্রমেই পৌরগণ ও মন্ত্রিবর্গ একমত হইয়া বল পূর্ব্বক আমাকে রাজা করিয়াছেন।

রাম! আমি সবিনয়ে এই রূপ কহিতেছি, ইত্যবসরে বালী আমাকে ধিক্কার পূর্ব্বক ভৎ´সনা করিয়া নানা কথা কহিলেন এবং অভিমত মন্ত্রী ও প্রজাগণকে আনয়ন ও আমাকে আহ্বান করিয়া সুহৃৎগণমধ্যে গর্হিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, পৌর-গণ! মন্ত্রিবর্গ! তোমরা জানই, একদা রজনীযোগে মায়াবী নামে এক অসুর যুদ্ধার্থী হইয়া ক্রোধভরে আমায় আহ্বান করিয়াছিল। আমি উহার আহ্বানে রাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হই। এই দারুণ ভ্রাতাও তৎকালে আমার অনুসরণ করে। অনন্তর ঐ মহাবল মায়াবী রাত্রিকালে আমাদিগকে বহি-র্গত দেখিয়া ভীতমনে ধাবমান হইল। আমরাও মহাবেগে উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। পরে সে এক ভীষণ প্রশস্ত গর্ত্তে প্রবেশ করিল। তখন আমি এই ক্রূরদর্শনকে কহিলাম, দেখ, শত্রুনিপাত না করিয়া কদাচই নগরে প্রতিগমন করিব না। যাবৎ এই কার্য্য সুসম্পন্ন না হইতেছে, তাবৎ তুমি এই বিলদ্বারে

আমার প্রতীক্ষা কর। সুগ্রীব দ্বারে থাকিল, এই বিশ্বাসে আমি ঐ দুর্গম গর্ত্তে প্রবেশ করিলাম। মায়াবীর অন্বেষণে সংবৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেল, এবং সে অনুদ্দিষ্ট বলিয়াই মনে অত্যন্ত ত্রাস জন্মিল। পরে আমি তাহার দর্শন পাইলাম এবং তদ্দণ্ডেই তাহাকে সবান্ধবে নিপাত করিলাম। তখন সে ভূতলে পড়িয়া অস্ফুট শব্দ করিতে লাগিল এবং তাহার দেহরক্তে ঐ গর্ত্তও পূর্ণ হইয়া গেল।

অনন্তর আমি ঐ পরাক্রান্ত অসুরকে অক্লেশে বিনাশ করিয়া বহির্গত হইতেছিলাম, কিন্তু গর্ত্তের দ্বার পাইলাম না, গর্ত্তের মুখ প্রচ্ছন্ন ছিল। তখন আমি সুগ্রাব সুগ্রীব রবে বারংবার আহ্বান করিতে লাগিলাম, কিন্তু প্রত্যুত্তর না পাওয়াতে অত্যন্তই দুঃখিত হইলাম। পরে পুনঃ পুনঃ পদাঘাত করাতে প্রস্তর পতিত হইল। আমিও সেই পথ দিয়া বহির্গমন পূর্ব্বক পুর প্রবেশ করিলাম। দেখ, সুগ্রীব ভ্রাতৃস্নেহ বিস্মৃত হইয়া রাজ্য লইবার চেষ্টা করিয়াছিল। ঐ ক্রূরই গর্ত্তমধ্যে আমায় রুদ্ধ করিয়া রাখে।

নির্লজ্জ বালী আমাকে এই বলিয়া এক বস্ত্রে নির্বাসিত করিয়া দিল। সে আমার ভার্য্যা হরণ পূর্ব্বক আমাকে প্রত্যাখ্যান করিল। আমি উহার ভয়ে বনগহনা সসাগরা পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছি, এবং ভার্য্যাহরণে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া

ঋষ্যমুক পর্ব্বতে আশ্রয় লইয়াছি। এই স্থানে বালী বিশেষ কারণেই আর আসিতে পায় না। সখে! কি জন্য আমাদের বৈর উপস্থিত হইল, এই আমি তোমায় সমস্তই কহিলাম। আমায় নিরপরাধে এই বিপদ সহ্য করিতে হইতেছে। আমি দুর্দ্দান্ত বালীর ভয়ে নিতান্তই কাতর। ভয়নাশন! এক্ষণে উহাকে হনন করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন কর।

তখন তেজস্বী রাম হাস্য করিয়া সুসঙ্গত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, সখে! আমার এই সকল অমোঘ প্রখর শর রোষে উন্মুক্ত হইয়া সেই দুর্বৃত্ত বালীর উপর পতিত হইবে। আমি যাবৎ তোমার সেই ভার্য্যাপহারক দুশ্চরিত্র পাপীকে না দেখিতেছি, তাবৎ তাহার জীবন। তুমি যে শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছ, আমি স্বদৃষ্টান্তে তাহা বুঝিতেছি। এক্ষণে আমি তোমাকে উদ্ধার করিব। তুমি অচিরাৎই রাজ্য ও ভার্য্যা প্রাপ্ত হইবে।

---

# একাদশ সর্গ।

অনন্তর সুগ্রীব মহাত্মা রামের এই হর্ষজনক তেজোদ্দীপক বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক উহাঁর ভূয়সী প্রশংসা করত কহিলেন, সখে! তুমি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুগান্তকালীন সূর্য্যের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ শরে সমস্ত লোক দগ্ধ করিতে পার, সন্দেহ নাই। তোমার শর মর্ম্মভেদী ও প্রদীপ্ত। এক্ষণে আমি বালীর বলবীর্য্য ও পৌরুষের কথা কহিতেছি, তুমি অনন্যমনে শ্রবণ কর। বালীর শক্তি অসাধারণ। সে প্রত্যূষে পশ্চিম সাগর হইতে পূর্ব্ব সাগরে এবং দক্ষিণ সাগর হইতে উত্তর সাগরে অবিশ্রান্তে গমন করিয়া থাকে। ঐ বীর পর্ব্বতে আরোহণ পূর্ব্বক অত্যুচ্চ শিখর সকল কন্দুকবৎ মহাবেগে উর্দ্ধে উৎক্ষেপণ ও পুনরায় গ্রহণ করে এবং স্বীয় বল প্রদর্শনের নিমিত্ত বনের অন্তঃসারযুক্ত বৃক্ষ সকল ভাঙ্গিয়া থাকে।

পূর্ব্বে দুন্দুভি নামে কৈলাসশিখরপ্রভ মহিষরূপী এক অসুর ছিল। সে সহস্র হস্তীর বল ধারণ করিত। একদা ঐ মহাকায় বরলাভে মুগ্ধ হইয়া বীর্য্যমদে তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রের নিকট গমন করিল এবং তাঁহাকে অনাদর করিয়া কহিল, তুমি আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

তখন ধর্ম্মশীল সমুদ্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ঐ আসন্নমৃত্যু অসুরকে কহিলেন, বীর! আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিব না; যে সমর্থ হইবে কহিতেছি শ্রবণ কর। মহারণ্যে হিমালয় নামে নির্ঝরপূর্ণ গহ্বরশোভিত এক পর্ব্বত আছেন। তিনি শঙ্করের শ্বশুর ও মহর্ষিগণের আশ্রয়। এক্ষণে তিনিই তোমাকে অতিমাত্র প্রীতি দান করিতে পারিবেন।

তখন দুন্দুভি মহাসাগরকে ভীত দেখিয়া প্রক্ষিপ্ত শরের ন্যায় শীঘ্র হিমালয়ের বনে উপস্থিত হইল এবং উহাঁর বৃহৎ বৃহৎ শ্বেতবর্ণ শিলা সকল ভূতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল। তখন ধবলমেঘাকার প্রিয়দর্শন শান্তমূর্ত্তি হিমাচল স্বশিখরে উপবেশন করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মবৎসল! আমি তাপসগণের আশ্রয়, যুদ্ধে সুপটু নহি। সুতরাং আমাকে ক্লেশ প্রদান করা তোমার উচিত হইতেছে না।

তখন দুন্দুভি ক্রুদ্ধ হইয়া আরক্ত চক্ষে কহিল, যদি তুমি যুদ্ধে অসমর্থ হও, অথবা আমার ভয়েই ভগ্নোৎসাহ হইয়া থাক, তবে বল, আমি যুদ্ধার্থী, এক্ষণে কে আমার সহিত সংগ্রাম করিতে পারিবে?

সুবক্তা হিমাচল কহিলেন, বীর! রমণীয় কিষ্কিন্ধা নগরীতে বালী নামে এক প্রবলপ্রতাপ বানর আছে। সে দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র। সুরপতি যেমন নমুচির সহিত, তদ্রূপ

সেই রণপণ্ডিত তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিবে। এক্ষণে যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে শীঘ্র তাহার নিকট গমন কর। সে যুদ্ধবীর এবং তাহার বীর্য্য একান্তই দুঃসহ।

তখন দুন্দুভি এই কথা শুনিয়া অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং তীক্ষ্ণশৃঙ্গ অতিভীষণ মহিষমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, বর্ষাকালে গগণ-তলে জলপূর্ণ মহামেঘের ন্যায় কিষ্কিন্ধার অভিমুখে চলিল। সে উহার পুরদ্বারে উপস্থিত হইয়া ভূবিভাগ কম্পিত করত দুন্দুভির ন্যায় নিনাদ করিতে লাগিল। কখন নিকটের বৃক্ষ ভগ্ন ও চূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইল, কখন খুরপ্রহারে ধরাতল বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল এবং কখন বা মাতঙ্গের ন্যায় সদর্পে শৃঙ্গ দ্বারা দ্বারদেশ খুঁড়িতে লাগিল। তৎকালে বালী অন্তঃপুরে ছিলেন। তিনি উহার বীরনাদ সহিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ তারাগণের সহিত চন্দ্রের ন্যায় স্ত্রীগণ সমভিব্যাহারে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

বনচর বানরগণের অধীশ্বর বহির্গত হইয়া দুন্দুভিকে সুস্পষ্ট ও পরিমিত কথায় কহিলেন, মহাবল! তুমি কি নিমিত্ত পুরদ্বার রোধ করিয়া সিংহনাদ করিতেছ? আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি। এক্ষণে পলায়ন কর।

তখন দুন্দুভি এই কথা শুনিয়া রোষরক্তনেত্রে কহিতে লাগিল, বীর! তুমি স্ত্রীলোকের সমক্ষে কিছু কহিও না। অদ্য আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, পরে তোমার বল বুঝিতে

পারিব। অথবা আমি আজিকার এই রাত্রি ক্রোধ সংবরণ করিয়া রাখি, সূর্যের উদয় কাল পর্য্যন্ত তোমার ভোগ সাধনের জন্য প্রতীক্ষা করিব। তুমি কপিকুলের অধিপতি, এক্ষণে তাহাদিগকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক প্রীতির উপহারে তৃপ্ত কর, কিষ্কিন্ধা নগরীকে মনের সুখে দেখিয়া লও এবং সুহৃৎগণকে আমন্ত্রণ ও আত্মতুল্য কোন ব্যক্তির উপর রাজ্যভার অর্পণ কর। আমি কল্য নিশ্চয়ই তোমার দর্প চূর্ণ করিব। নিরস্ত্র, অসাবধান, কৃশ ও তোমার সদৃশ মদোন্মত্তকে বধ করিলে ভ্রূণহত্যার পাপ জন্মে, সুতরাং নিরস্ত হইলাম ; তুমি সচ্ছন্দে গিয়া স্ত্রীসম্ভোগ কর।

বালী এই কথা শুনিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবংতারা প্রভৃতি স্ত্রীদিগকে বিদায় দিয়া হাস্যমুখে ঐ মূর্খকে কহিলেন, দেখ্ যদি তুই যুদ্ধে নির্ভয় হইয়া থাকিস্, তবে আর আমায় মত্ত বোধ করিস্ না ; আমার এই মত্ততা উপস্থিত যুদ্ধের বীরপান বলিয়া অনুমান কর।

বালী এই বলিয়া, পিতৃদত্ত স্বর্ণহার কণ্ঠে ধারণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইলেন এবং ঐ পর্ব্বতাকার অসুরকে শৃঙ্গে গ্রহণ ও উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। দুন্দুভির কর্ণবিবর হইতে শোণিতধারা বহিতে লাগিল। উভয়েই জিগীষার বশবর্ত্তী। তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ইন্দ্রবিক্রম বালী দুন্দুভিকে মুষ্টি, জানু, পদ, শিলা ও বৃক্ষ প্রহারে প্রবৃত্ত

হইলেন। দুন্দুভিও প্রতিপ্রহার করিতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে হীনবল হইয়া পড়িল। তখন বালী বলবিক্রমে বর্দ্ধিত হইলেন এবং উহাকে উত্তোলন পূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। দুন্দুভি চূর্ণ হইয়া গেল। উহার কর্ণ ও নাসা হইতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং সে যেমন পড়িল, অমনিই পঞ্চত্ব লাভ করিল।

অনন্তর বালী ঐ মৃত বিচেতন অসুরকে তুলিয়া, এক বেগে যোজন দূরে ফেলিয়া দিলেন। নিক্ষিপ্ত হইবার কালে উহার মুখ হইতে রক্তবিন্দু বায়ুবশাৎ মতঙ্গের আশ্রমে পতিত হইল। তদ্দর্শনে মহর্ষি সহসা ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। ভাবিলেন, এ কাহার কার্য্য? যে দুরাত্মা আমায় শোণিতস্পর্শে দূষিত করিল, সেই দুর্বৃত্ত নির্ব্বোধ মূর্খ কে?

মতঙ্গ এই চিন্তা করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং ভূতলে এক পর্ব্বতাকার মৃত মহিষকে পতিত দেখিতে পাইলেন। তিনি তপোবলে উহা বানরেরই কার্য্য বুঝিয়া, এই রূপ অভিসম্পাত করিলেন, যে বানরের এই কর্ম্ম, সে আমার আশ্রমে কদাচ আসিতে পাইবে না, আইলে তৎক্ষণাৎ মরিবে। যে, আমার আশ্রমপদ দূষিত করিয়াছে এবং এই অসুরদেহ দ্বারা বৃক্ষ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, সেই নির্ব্বোধ, যদি আমার এই তপোবনের এক যোজনের মধ্যে আইসে, তদ্দণ্ডেই মৃত্যুমুখে

পড়িবে। এই বনে তাহার যে কেহ সহচর আছে, এক্ষণে তাহা-দের আর বাস করিবার আবশ্যক নাই। তাহারা যথায় ইচ্ছা প্রস্থান করুক। নচেৎ তাহাদিগকেও অভিসম্পাত করিব। আমি এই বন পুত্রনির্বিশেষে পালন করিতেছি। বানরগণ ইহার ফল মূল পত্র ও অঙ্কুর সমস্তই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া থাকে। অতএব আমি আজিকার দিন ক্ষমা করিলাম, যদি কল্য কাহাকেও দেখিতে পাই, তবে সে আমার অভিশাপে বহুকাল পাষাণ হইয়া থাকিবে, সন্দেহ নাই।

বানরগণ মহর্ষি মতঙ্গের এই কথা শুনিয়া বন হইতে বহির্গত হইল। তখন বালী উহাদিগকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞা-সিলেন, মতঙ্গবনের বানরগণ! তোমরা কি জন্য আমার নিকট আগমন করিলে? তোমাদের কুশল ত?

অনন্তর বানরেরা বালীর নিকট, মতঙ্গ যে কারণে অভিস-ম্পাত করিয়াছেন, কহিল। তখন বালী বানরগণের মুখে তাহা শ্রবণ করিয়া, অবিলম্বে মতঙ্গের নিকট গমন করিলেন এবং কৃতা-ঞ্জলিপুটে শাপ শান্তির প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহর্ষি কিছুতেই প্রসন্ন হইলেন না। তিনি তাঁহাকে অনাদর পূর্ব্বক আশ্রম প্রবেশ করিলেন। তদবধি বালী শাপ-প্রভাবে ভীত ও অত্যন্ত বিহ্বল; তিনি এই ঋষ্যমূকে প্রবেশ করিতে বা ইহা দেখিতেও আর ইচ্ছা করেন না। বালীর

প্রবেশাধিকার নাই জানিয়া, আমি সহচরগণের সহিত প্রফুল্লমনে এই অরণ্যে বিচরণ করিতেছি। রাম! ঐ দেখ বলদর্পে নিহত দুন্দুভির শৈলশিখরাকার কঙ্কাল সকল দেখা যায়। এই শাখাপ্রশাখাযুক্ত সুদীর্ঘ সাতটি তাল বৃক্ষ। মহাবল বালী সমকালেই ইহাদিগকে কম্পিত করিয়া পত্রশূন্য করিতে পারেন। সখে! এই আমি তাঁহার অসাধারণ বল বীর্য্যের পরিচয় দিলাম। এক্ষণে তুমি কিরূপে যুদ্ধে তাঁহাকে বিনাশ করিতে পারিবে, বল।

তখন লক্ষ্মণ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, সুগ্রীব! কি হইলে তোমার বালিবধে বিশ্বাস হইবে? সুগ্রীব কহিলেন, পূর্ব্বে মহাবীর বালী এক এক সময় অনেক বার এই সাতটি তাল ভেদ করিয়াছিলেন। এক্ষণে যদি রাম এক শরে ইহার একটিকে বিদ্ধ করিতে পারেন এবং যদি এই মৃত মহিষের অস্থি এক পদে উত্তোলন পূর্ব্বক বেগে দুই শত ধনু নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে বুঝিব, বালী নিশ্চয়ই নিহত হইবে।

সুগ্রীব লোহিতপ্রান্ত লোচনে এই বলিয়া ক্ষণ কাল চিন্তা করত পুনরায় কহিলেন, দেখ, বালী বীর ও শূরাভিমানী। তাহার বল ও পৌরুষের কথা সর্ব্বত্রই প্রচার আছে। সে দুর্জয় দুর্দ্ধর্ষ ও দুঃসহ। উহার কার্য্য দৈবেরও অসাধ্য দেখা যায়। এক্ষণে আমি এই সকল ভাবিয়া, অত্যন্ত ভীত হই-

য়াছি এবং ঋষ্যমূকে প্রবেশ পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রধান হনূমান প্রভৃতি অনুরক্ত মন্ত্রীগণের সহিত এই নিবিড় বনে পর্য্যটন করিতেছি। রাম! তুমি একান্ত মিত্রবৎসল। তোমার ন্যায় সৎ ও প্রশংসনীয় মিত্রকে পাইয়া, আমি যেন হিমালয়ের আশ্রয়ে রহিয়াছি। কিন্তু বলিতে কি, সেই বলশালী দুরাচার বালীর বল আমার মনে সততই জাগিতেছে। তোমার সাংগ্রামিক বিক্রম কিরূপ, আমি কখন তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই। যাহাই হউক, এক্ষণে তোমাকে তুলনা অবমাননা বা ভয় প্রদর্শন করিতেছি না, কিন্তু বালীর ভীমকার্য্যে স্বয়ংই ভীত হইয়াছি। সখে! তোমার কথাই আমার প্রমাণ। তোমার এই আকৃতি ও সাহস ভস্মাচ্ছন্ন অনলের ন্যায় অপূর্ব্ব তেজ বিকাশ করিতেছে।

তখন রাম সহাস্যমুখে কহিলেন, সুগ্রীব! যদি আমাদের বল বিক্রমে তোমার বিশ্বাস না হইয়া থাকে, তবে তুমি যুদ্ধে যাহার শ্লাঘা করিতে পারিবে, আমি এখনই তোমার মনে এইরূপ প্রত্যয় জন্মাইয়া দিতেছি।

মহাবীর রাম সুগ্রীবকে এই রূপে প্রবোধ দিয়া, চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা অবলীলাক্রমে দুন্দুভির শুষ্ক দেহ দশ যোজন দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তখন সুগ্রীব তাহা দেখিয়া, লক্ষ্মণ ও বানরগণের সমক্ষে সূর্য্যের ন্যায় প্রখর রামকে পুনর্ব্বার সুসঙ্গত বাক্যে কহিলেন, রাম! তখন বালী মদবিহ্বল ও ক্লান্ত হইয়া রসার্দ্র

মাংসল ও অভিনব দেহ দূরে ফেলিয়া ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে ইহা শুষ্ক লঘু ও তৃণতুল্য হইয়াছে। সুতরাং তুমি অক্লেশে হাসিতে হাসিতেই নিক্ষেপ করিলে। ইহাতে তোমার কি বালীর বল অধিক, কিছুই তাহার নির্ণয় হইল না। আর্দ্র ও শুষ্ক এই উভয়ের বিলক্ষণ প্রভেদ এবং এই কারণে আমারও মনে শংসয় হইতেছে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি একটি শাল বৃক্ষ ভেদ কর, ইহাতে উভয়ের বলাবল বুঝিতে পারিব। তুমি এই করিশুণ্ডাকার শরাসনে জ্যা গুণ যোজনা করিয়া, আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক শর মোচন কর। তোমার শর উন্মুক্ত হইবামাত্র নিশ্চয়ই শাল বৃক্ষ ভেদ হইবে। রাম! আর বিবেচনায় প্রয়োজন কি, আমি দিব্য দিয়া কহিতেছি, তুমি আমার পক্ষে যাহা প্রিয় বোধ করিতেছ, তাহাই সাধন কর। যেমন তেজস্বীর মধ্যে সূর্য্য, পর্ব্বতের মধ্যে হিমাচল এবং চতুষ্পদের মধ্যে সিংহ, সেইরূপ মনুষ্যমধ্যে তুমিই বিক্রমে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

---

## দ্বাদশ সর্গ।

---

তখন রাম সুগ্রীবের বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত শরাসন ও এক ভীষণ শর গ্রহণ করিলেন এবং তাল বৃক্ষ লক্ষ্য করিয়া টঙ্কার শব্দে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করত শর ত্যাগ করিলেন। সেই স্বর্ণখচিত শর মহাবেগে পরিত্যক্ত হইবামাত্র সপ্ত তাল পরে পর্ব্বত পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া রসাতলে প্রবেশ করিল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যেই আবার তূণীরে উপস্থিত হইল। তখন সুগ্রীব অস্ত্রবিৎপ্রবর মহাবীর রামের শরবেগে সপ্ত তাল বিদীর্ণ দেখিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলেন এবং লম্বিতভূষণে সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক প্রীতমনে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, রাম! বালীর কথা দূরে থাক, তুমি শরজালে ইন্দ্রাদি দেবগণকেও যুদ্ধে বিনাশ করিতে পার। যিনি এক মাত্র শরে সপ্ত তাল, পর্ব্বত ও রসাতল পর্য্যন্ত ভেদ করিলেন, সমরে তাঁহার সম্মুখে কে তিষ্ঠিতে পারিবে? তোমার প্রভাব ইন্দ্র ও বরুণের তুল্য। তোমাকে মিত্রভাবে পাইয়া আজ আমি বীতশোক হইলাম। আজ আমার প্রীতিরও আর পরিসীমা রহিল না। এক্ষণে আমি তোমাকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতেছি,

তুমি এখন আমার হিতোদ্দেশে সেই ভ্রাতৃরূপী শত্রু বালীকে বিনাশ কর।

অনন্তর রাম প্রিয়দর্শন সুগ্রীবকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক প্রিয় বচনে কহিলেন, সখে! চল আমরা এই ঋষ্যমূক হইতে কিষ্কিন্ধ্যায় যাত্রা করি। তুমি সর্ব্বাগ্রে যাও, গিয়া সেই ভ্রাতৃগন্ধী বালীকে সংগ্রামার্থ আহ্বান কর।

তখন সকলে শীঘ্র কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হইলেন এবং কোন এক নিবিড় বনে প্রবেশ পূর্ব্বক বৃক্ষের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিলেন। ইত্যবসরে সুগ্রীব বস্ত্র দ্বারা কটিতট দৃঢ়তর বন্ধন পূর্ব্বক গগণতল ভেদ করিয়াই যেন ঘোর রবে বালীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

তখন মহাবীর বালী, সুগ্রীবের সিংহনাদ শুনিয়া অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং সূর্য্য যেমন অস্তাচল হইতে উদয়াচলে আগমন করেন, সেই রূপ শীঘ্রই বহির্গমন করিলেন। অনন্তর গগণে যেমন বুধ ও শুক্রের, সেইরূপ ঐ উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উহাঁরা ক্রোধে অধীর হইয়া, পরস্পর পরস্পরকে কখন বজ্রতুল্য মুষ্টি এবং কখন বা তল প্রহার করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাম ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক বৃক্ষের ব্যবধানে প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিলেন। তিনি উহাঁদিগকে অশ্বিনী তনয়দ্বয়ের ন্যায় অভিন্নরূপই দেখিলেন। তৎকালে উহাঁদের প্রভেদ

কিছুই তাঁহার হৃদ্বোধ হইল না এবং তিনি প্রাণান্তকর শর ত্যাগেও বিরত রহিলেন।

এই অবসরে সুগ্রীব বালীর নিকট পরাস্ত হইলেন এবং রাম রক্ষা করিলেন না বুঝিয়া, ঋষ্যমূকাভিমুখে পলায়ন করিতে লাগিলেন। বালী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাঁর অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সুগ্রীব প্রহারবেগে জর্জরীভূত ও একান্তই পরিশ্রান্ত, তিনি রক্তাক্ত দেহে এক গহন বনে প্রবেশ করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর বালী "তুই রক্ষা পাইলি" এই বলিয়া শাপভয়ে তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর রাম, লক্ষ্মণ ও হনুমানের সহিত যথায় সুগ্রীব সেই বনে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় সুগ্রীব বিলক্ষণ লজ্জিত, তিনি রামকে নিরীক্ষণ করিয়া অধোমুখে দীনবাক্যে কহিলেন, রাম! তুমি আমায় বিক্রম দেখাইলে, বালীকে আহ্বান করিতে বলিলে, পরে শত্রুর প্রহারও সহ্য করাইলে, এ তোমার কিরূপ ব্যবহার? আমি বালীকে বধ করিব না এবং এস্থান হইতেও যাইব না, তখনই এইরূপ সঠীক কথা বলা তোমার উচিত ছিল।

তখন রাম সুগ্রীবকে প্রবোধ বাক্যে কহিলেন, সখে! ক্রোধ করিও না। আমি যে কারণে শর ত্যাগ করি নাই, শুন। তুমি ও বালী, তোমরা উভয়েই দেহপ্রমাণ ও বেশে সমান ছিলে। আমি তৎকালে গতি, কান্তি, স্বর, দৃষ্টি ও বিক্রমে তোমাদের

কিছুই প্রভেদ পাইলাম না এবং এইরূপ সৌসাদৃশ্যে একান্ত মোহিত ও অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া, প্রাণান্তকর ভীষণ শর পরিত্যাগ করিলাম না। পাছে আমাদিগের মূলে আঘাত হয়, আমার মনে এই সন্দেহই হইয়াছিল। আমি না জানিয়া, চপলতা বশত তোমাকে বিনাশ করিলে, লোকে আমাকেই মূর্খ ও বালক জ্ঞান করিত। আরও শরণাগতকে বধ করা একটী মহাপাতক। সখে! অধিক আর কি, আমি, লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত তোমারই আশ্রয়ে আছি। এই অরণ্য মধ্যে তুমিই আমাদিগের গতি। এক্ষণে পুনর্ব্বার গিয়া নির্ভয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তুমি এই মুহূর্ত্তেই দেখিবে, বালী সমরে আমার একমাত্র শরে নিরস্ত হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছে। অতঃপর তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে, আমি যাহাতে তোমায় চিনিয়া লইতে পারি, এক্ষণে এইরূপ কোন এক চিহ্ন ধারণ কর, লক্ষ্মণ! তুমিঐ সুলক্ষণ বিকসিত নাগপুষ্পী লতা উৎপাটন পূর্ব্বক সুগ্রীবের কণ্ঠে সংলগ্ন করিয়া দেও।

অনন্তর লক্ষ্মণ শৈলতট হইতে কুসুমিত নাগপুষ্পী লতা আনিয়া সুগ্রীবের কণ্ঠে বন্ধন করিলেন। তখন, সন্ধ্যারাগরঞ্জিত মেঘ যেমন বকপংক্তিতে শোভিত হয়, সুগ্রীব ঐ লতাপ্রভাবে সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন এবং রামের বাক্যে উৎসাহিত হইয়া, তাঁহার সহিত কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করিতে অভিলাষী হইলেন।

---

# ত্রয়োদশ সর্গ।

অনন্তর রাম, লক্ষ্মণের সহিত স্বর্ণচিত্রিত ধনু এবং খরতেজ সমরপটু শর লইয়া, ঋষ্যমূক হইতে মহাবীর বালীর বাহুবল-পালিত কিষ্কিন্ধায় যাত্রা করিলেন। সর্ব্বাগ্রে সুগ্রীব গ্রীবা বন্ধন পূর্ব্বক চলিলেন। পশ্চাতে লক্ষ্মণ, বীর হনুমান, নল, নীল ও যূথ-পতিগণের নায়ক তেজস্বী তার যাইতে লাগিলেন। উহাঁরা গমন কালে দেখিলেন, কোথাও পুষ্পভারাবনত বৃক্ষ, নির্ম্মলসলিলা সাগরবাহিনী নদী, সুদৃশ্য গহ্বর ও শৈলশিখর রহিয়াছে। কোথাও বৈদুর্য্যবৎ স্বচ্ছ ঈষৎপ্রফুল্ল পদ্মে শোভিত ও সুপ্রশস্ত সরোবরে হংস, সারস, চক্রবাক, বঞ্জুল ও জলকুক্কুট প্রভৃতি বিহঙ্গেরা কোলাহল করিতেছে। কোথাও দ্বিরদাকার ধূলিধূসর বানর। কোন স্থানে বন্য হরিণেরা সুকোমল তৃণাঙ্কুর আহার পূর্ব্বক নির্ভয়ে বিহার করিতেছে এবং কোথাও বা শুভ্রদন্ত তড়াগশত্রু তটনাশক জঙ্গম-শৈল-সদৃশ ভীষণ একচারী বন্য হস্তী মত্ত হইয়া গিরিতটে গর্জন করিতেছে। সুগ্রীবের বশবর্ত্তী বানরগণ এই সকল আরণ্য জীব জন্তু ও খেচর পক্ষী দর্শন করত দ্রুত-পদে গমন করিতে লাগিল।

অনন্তর রাম এক নিবিড় বন দর্শন করিয়া সুগ্রীবকে জিজ্ঞাসিলেন, সখে! গগনে ঘন মেঘের ন্যায় ঐ একটী বন দৃষ্ট হইতেছে। উহার প্রান্তভাগ কদলী বৃক্ষে পরিবৃত। এক্ষণে বল, উহা কোন্ বন? শুনিতে আমার একান্তই কৌতূহল হইতেছে।

তখন সুগ্রীব গমন করিতে করিতেই কহিতে লাগিলেন, সখে! এই আশ্রম সুবিস্তীর্ণ ও শ্রান্তিনাশক। ইহাতে উৎকৃষ্ট উদ্যান আছে এবং সুস্বাদু ফলমূলও যথেষ্ট পাওয়া যায়। এই স্থানে সপ্তজন নামে ব্রতপরায়ণ সাত জন ঋষি ছিলেন। তাঁহারা অধঃশিরা হইয়া থাকিতেন এবং নিয়ত জলমধ্যে শয়ন ও সাত দিন অন্তর বায়ু ভক্ষণ করিতেন। ঐ সমস্ত অচলবাসী ঋষি সাত শত বৎসর তপস্যা করিয়া সশরীরে স্বর্গে গিয়াছেন। উহাঁদের তপঃপ্রভাবে এই তরুগহন আশ্রম ইন্দ্রাদি সুরাসুরগণেরও অগম্য হইয়া আছে। বনের পশুপক্ষী এবং অন্যান্য জীবজন্তুও ইহাতে প্রবেশ করে না। যাহারা মোহ বশত প্রবিষ্ট হয়, তাহারা কালগ্রস্ত হইয়া থাকে। এই স্থানে অপ্সরোগণের ভূষণরব, সুমধুর কণ্ঠস্বর, তূর্য্যধ্বনি ও গীতশব্দ শুনিতে পাওয়া যায় এবং দিব্য গন্ধও সতত অনুভূত হইয়া থাকে। ইহাতে গার্হপত্য প্রভৃতি ত্রিবিধ অগ্নি জ্বলিতেছে। ঐ দেখ, তাহার কপোতবৎ অরুণ বর্ণ ঘন ধূম উত্থিত হইয়া, যেন বৃক্ষের অগ্রভাগ আবৃত করি-

তেছে এবং এই সমস্ত বৃক্ষও মেঘাবৃত বৈদূর্য্য পর্ব্বতের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছে। রাম! তুমি লক্ষ্মণের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া ঐ সমস্ত শুদ্ধসত্ত ঋষিকে প্রণাম কর। যাঁহারা উহাঁদিগকে প্রণাম করেন, তাঁহাদের ব্যাধি ভয় দূর হইয়া যায়।

তখন ধর্ম্মশীল রাম, লক্ষ্মণের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া ঐ সমস্ত ঋষিকে অভিবাদন করিলেন এবং সুগ্রীব প্রভৃতি বানর গণের সহিত হৃষ্টমনে গমন করিতে লাগিলেন। উহাঁরা ঐ আশ্রম হইতে বহুদূর অতিক্রম করিলেন এবং বালিরক্ষিত দুরাক্রমণীয় কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইলেন।

---

# চতুর্দ্দশ সর্গ।

অনন্তর সকলে শীঘ্র কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইয়া, এক গহন বনে প্রবেশ পূর্ব্বক বৃক্ষের ব্যবধানে অবস্থান করিলেন। ঐ সময় প্রিয়কানন বিশালগ্রীব সুগ্রীব বনের সর্ব্বত্র দৃষ্টি প্রসারণ পূর্ব্বক একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং বানরগণে পরিবৃত হইয়া, ঘোর রবে গগনতল বিদীর্ণ করতই যেন সংগ্রামার্থ বালীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল, যেন একটি প্রকাণ্ড মেঘ বায়ুবেগ সহায় করিয়া গর্জন করিতেছে।

পরে ঐ সূর্য্যবৎ-অরুণবর্ণ গর্ব্বিত-সিংহের ন্যায় মন্থরগতি সুগ্রীব সুনিপুণ রামের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, রাম! এক্ষণে আমরা বালিনগরী কিষ্কিন্ধায় আগমন করিয়াছি। ইহা স্বর্ণখচিত যন্ত্রপূর্ণ বানরসংকুল ও ধ্বজশোভিত। বীর! তুমি পূর্ব্বে বালিবধার্থ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, উপস্থিত ঋতু যেমন লতাকে ফলবতী করে, তদ্রূপ এক্ষণে তাহা সফল কর।

তখন মহাবীর রাম সুগ্রীবের এই কথা শুনিয়া কহিলেন সখে! লক্ষ্মণ এই নাগপুষ্পী লতা উৎপাটন পূর্ব্বক তোমার কণ্ঠে বন্ধন করিয়াছেন, তুমি ইহা দ্বারা নভোমণ্ডলে

নক্ষত্রবেষ্টিত সূর্য্যের ন্যায় সমধিক শোভা পাইতেছ। এক্ষণে তোমার সেই ভ্রাতৃরূপী শত্রু আমায় দেখাইয়া দেও। আজ আমি একমাত্র শরে তোমা হইতে তাহার ভয় ও শত্রুতা দূর করিব। সে আমার দৃষ্টিপথে পড়িবামাত্র বিনষ্ট হইয়া এই অরণ্যের ধুলিতে লুণ্ঠিত হইবে। যদি বালী আমার নেত্রগোচর হইয়াও প্রাণসত্ত্বে নিবৃত্ত হয়, তুমি আমাকে দোষী করিও এবং তদ্দণ্ডে আমার নিন্দাও করিও। দেখ, আমি তোমার সমক্ষে এক শরে সপ্ত তাল ভেদ করিলাম, ইহাতেই বুঝিবে, অদ্য বালী আমার হস্তে যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছে। আমি প্রাণ সঙ্কটেও মিথ্যা কহি নাই এবং ধর্ম্মলাভ লোভেও কখন কহিব না। সুতরাং তুমি ভয় দূর কর। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিব। ইন্দ্র যেমন বৃষ্টি দ্বারা অঙ্কুরিত ধান্যক্ষেত্র ফলবৎ করেন, তদ্রূপ আমি প্রতিজ্ঞা সফল করিব। এক্ষণে সেই স্বর্ণহারশোভিত বালী যাহাতে নিষ্ক্রান্ত হয়, তুমি এইরূপে গর্জ্জন কর। বালী নির্ভয় জয়গর্বিত ও সমরপ্রিয়, তুমি তাহাকে আহ্বান করিলে, সে স্ত্রীর সংশ্রব ত্যাগ করিয়া অন্তঃপুর হইতে নিশ্চয়ই বহির্গত হইবে। দেখ, বীরেরা শত্রুকৃত অবমাননা কখন সহ্য করে না, বিশেষত যে আপনাকে প্রকৃত বীর বলিয়া জানে, সে স্ত্রীর নিকট কদাচই তাহা সহিতে পারিবে না।

অনন্তর স্বর্ণপিঙ্গল সুগ্রীব কঠোর শব্দে অকাশ ভেদ করতই

যেন গর্জন করিতে লাগিলেন। তখন কুলস্ত্রীরা যেমন রাজ-দোষে পরপুরুষ স্পৃষ্ট হইলে আকুল হয়, সেইরূপ ধেনুগণ ভীত ও নিষ্প্রভ হইয়া গেল। মৃগেরা সমরপরাঙ্মুখ অশ্বের ন্যায় দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং বিহঙ্গেরা ক্ষীণপুণ্য গ্রহের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। রামের উপর সুগ্রীবের সম্পূর্ণ বিশ্বাস এবং বিক্রম প্রকাশে তাঁহার বিলক্ষণ উৎসাহ। তিনি বায়ুবেগক্ষুভিত সাগরের ন্যায় অনবরত মেঘগম্ভীর রবে গর্জন করিতে লাগিলেন।

---

# পঞ্চদশ সর্গ।

অসহিষ্ণু স্বর্ণকান্তি বালী অন্তঃপুর হইতে ভ্রাতা সুগ্রীবের সর্ব্বজনভীষণ গর্জ্জন শুনিতে পাইলেন। শুনিবামাত্র তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া গেল, রোষে সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি রাহুগ্রস্ত সূর্য্যের ন্যায় তৎক্ষণাৎ নিষ্প্রভ হইলেন। তাঁহার দন্ত বিকট এবং ক্রোধে নেত্রযুগল জ্বলন্ত অঙ্গারবৎ আরক্ত, সুতরাং যে হ্রদে পদ্মশ্রীশূন্য মৃণাল থাকে, তাহার ন্যায় উহাঁর শোভা হইল। তিনি পদভরে পৃথিবীকে বিদীর্ণ করিয়াই যেন বেগে বহির্গমন করিতে লাগিলেন।

এই অবসরে তারা তাঁহাকে আলিঙ্গন ও স্নেহাবেশে প্রীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক ক্ষুভিত ও ভীত হইয়া হিত বচনে কহিলেন, বীর! লোকে যেরূপ প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক উপভুক্ত মাল্য পরিত্যাগ করিয়া থাকে, সেইরূপ তুমি এই নদীবেগবৎ আগত ক্রোধ এখনই দূর কর। কল্য সুগ্রী-বের সহিত যুদ্ধ করিও। যদিও তোমার বিপক্ষ অপেক্ষাকৃত প্রবল নহে, যদিও তোমার কোন অংশে লঘুতা নাই, তথাচ আমি তোমাকে সহসা নির্গত হইতে নিবারণ করি। বীর!

যে কারণে এইরূপ নিষেধ করিতেছি, তাহাও শুন। পূর্ব্বে সুগ্রীব আসিয়া, ক্রোধের সহিত তোমায় সংগ্রামার্থ আহ্বান করিয়াছিল, তুমি নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাহাকে নিরস্ত কর। সেও প্রহারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পলাইয়া যায়। যে একবার তোমার বলে নিরস্ত ও নিপীড়িত হইয়া পলাইয়াছিল, সেই আসিয়া আবার আহ্বান করিতেছে, এইই আমার আশঙ্কা। উহার যেরূপ দর্প, যেরূপ উৎসাহ এবং যেরূপ গর্জ্জনের বৃদ্ধি, ইহার কোন নিগূঢ় কারণ আছে। বোধ হয়, সুগ্রীব নিঃসহায় হইয়া আইসে নাই। সে কাহারও আশ্রয় লইয়াছে এবং তাহারই বলে বীরনাদ করিতেছে। সুগ্রীব বুদ্ধিমান ও সুদক্ষ, সে যাহার শক্তির পরীক্ষা লয় নাই, তাহার সহিত কদাচই সখ্যতা করিবে না।

বীর! পূর্ব্বে আমি কুমার অঙ্গদের মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম, আজ তোমার নিকট সেই কথার উল্লেখ করি, শ্রবণ কর। একদা অঙ্গদ বনে গিয়াছিল। সে চরপ্রমুখাৎ শুনিয়া আমায় আসিয়া কহিল, অযোধ্যার রাজপুত্র রাম, লক্ষ্মণকে লইয়া বনবাসী হইয়াছেন। ইক্ষ্বাকুবংশে উহাঁদের জন্ম, উহাঁরা বীর ও দুর্জ্জয়; এক্ষণে সুগ্রীবের প্রিয়কামনায় ঋষ্যমূকে আসিয়াছেন। নাথ! শুনিলাম, সেই মহাবল পরাক্রান্ত রামই তোমার ভ্রাতাকে যুদ্ধে সাহায্য করিবেন। তিনি যেন সাক্ষাৎ প্রলয়ের অগ্নি উত্থিত হই-

য়াছেন। রাম সাধুর আশ্রয় ও বিপন্নের পরম গতি। যশ একমাত্র তাঁহাতেই রহিয়াছে। তিনি জ্ঞানী, বিজ্ঞ ও পিতার আজ্ঞাবহ। হিমালয় যেমন ধাতুর আকর, সেইরূপ তিনি সমস্ত গুণেরই আধার স্বরূপ। জগতে তাঁহার তুলনা নাই। এক্ষণে সেই মহাত্মার সহিত বিরোধ করা তোমার উচিত হইতেছে না।

বীর! আমি তোমার ক্রোধ উদ্দীপন করিবার ইচ্ছা করি না, কিন্তু আমার আরও কিছু বলিবার আছে, শুন। তুমি শীঘ্রই সুগ্রীবকে যৌবরাজ্যে অভিষেক কর। তিনি তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, তাঁহাকে প্রতিপালন করা তোমার কর্ত্তব্য। তিনি দূরে বা নিকটেই থাকুন, তোমার বন্ধু সন্দেহ নাই। আমি তাঁহার তুল্য বন্ধু পৃথিবীতে তোমার আর কাহাকেও দেখি না। তুমি শত্রুতা দূর করিয়া, দানে মানে তাঁহাকে আপনার করিয়া লও। তাঁহার সহিত বিরোধ করা তোমার শ্রেয় নহে। তিনি এক্ষণে তোমার পার্শ্বে থাকুন। ভ্রাতৃসৌহার্দ ভিন্ন তোমার গত্যন্তর নাই। নাথ! যদি তুমি আমার কোন প্রিয় সাধন করিতে চাও, যদি তুমি আমাকে তোমার হিতকারী বলিয়া জানিয়া থাক, তবে আমি তোমার হিতের জন্যই কহিতেছি, তুমি আমার কথা রক্ষা কর, প্রসন্ন হও। রাম ইন্দ্রপ্রভাব, তাঁহার সহিত বিবাদ করিও না।

বালীর মৃত্যুকাল অতি আসন্ন, তিনি তারার এই হিত জনক শ্রেয়স্কর কথা শুনিয়া কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

# ষোড়শ সর্গ।

---

তখন বালী চন্দ্রাননা তারাকে ভৎ সনা করত কহিতে লাগিলেন, ভীরু! আমার ভ্রাতা বিশেষত এক জন শত্রু গর্জন করিতেছে, এক্ষণে আমি কি কারণে তাহার ক্রোধ সহ্য করিব? যে বীরগণ রণস্থল হইতে পলায়ন করেন না এবং কখনই পরাভূত হন নাই, অপমান সহ্য করা তাঁহারা মৃত্যু হইতেও অধিক বোধ করিয়া থাকেন। এক্ষণে সুগ্রীব যুদ্ধার্থী, বল আমি উহার গর্জন কিরূপে সহি। প্রিয়ে! অতঃপর তুমি রামের ভয়ে আমার জন্য বিষন্ন হইও না। তিনি ধর্ম্মজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ, পাপ কর্ম্মে কেন তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে? তুমি সহচরীগণের সহিত নিবৃত্ত হও, আর কেন আমার সঙ্গে আইস। আমি তোমার প্রীতি ও ভক্তির যথেষ্টই পরিচয় পাইলাম। তুমি কিছুতেই ভীত হইও না। আমি গিয়া সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিব এবং তাহাকে বধ না করিয়া কেবল তাহার দর্প চূর্ণ করিব। তোমার যেরূপ সংকল্প কিছুতেই তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবে না। সুগ্রীব মুষ্টি ও বৃক্ষ প্রহারে পীড়িত হইয়া পলায়ন করিবে। সেই দুরাত্মা আমার দন্ত ও সুদৃঢ় যুদ্ধযত্ন কোনক্রমে সহিতে পারিবে না।

প্রিয়ে! তুমি আমাকে সৎপরামর্শ দিলে এবং আমার প্রতি স্নেহও দেখাইলে। এক্ষণে আমার দিব্য, এই সমস্ত স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া নিবৃত্ত হও। নিশ্চয় কহিতেছি, আমি সুগ্রীবকে কেবল পরাস্ত করিয়া আসিব।

তখন প্রিয়বাদিনী তারা বালীকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক মন্দ মন্দ অশ্রু বিসর্জন করত প্রদক্ষিণ করিলেন। তিনি উহাঁর জয়শ্রী লাভার্থ মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন এবং শোকে মোহিত হইয়া সহচরীদিগের সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর বালী ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ক্রোধভরে নগরী হইতে বেগে বহির্গমন করিলেন এবং সুগ্রীবের সন্দর্শনার্থ সর্ব্বত্র দৃষ্টি প্রসারণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, স্বর্ণপিঙ্গল সুগ্রীব কটিতট সুদৃঢ় বন্ধন পূর্ব্বক জ্বলন্ত অনলের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তখন ঐ মহাবাহু মহাবীর বালী, গাঢ় বন্ধনে বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ মুষ্টি উত্তোলন করিয়া, উহাঁর দিকে ধাবমান হইলেন। সুগ্রীবও ক্রোধভরে বজ্রমুষ্টি উদ্যত করিয়া, আরক্তলোচনে উহাঁর অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন।

তখন বালী উহাঁকে কহিলেন, দেখ্, আমি অঙ্গুলি সংশ্লিষ্ট করিয়া সুদৃঢ় মুষ্টি বন্ধন করিয়াছি। আজ মহাবেগে ইহা প্রহার করিয়া তোর প্রাণ সংহার করিব। তখন সুগ্রীবও

ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, আজ আমিও এই মুষ্টি দ্বারা তোর মস্তক চূর্ণ করিয়া, এই দণ্ডেই তোকে মৃত্যুমুখে ফেলিব।

অনন্তর বালী সুগ্রীবকে বেগে আক্রমণ পূর্ব্বক প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন পর্ব্বত হইতে জলপ্রপাতের ন্যায় সুগ্রীবের সর্ব্বাঙ্গ হইতে শোণিতপাত হইতে লাগিল। তিনি নির্ভয় হইয়া, তৎক্ষণাৎ মহাবেগে এক শাল বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক, যেমন পর্ব্বতের উপর বজ্র নিক্ষেপ করে, সেইরূপ বালীর উপর তাহা নিক্ষেপ করিলেন। তখন বালী বৃক্ষ প্রহারে ভগ্ন হইয়া সাগরমধ্যে গুরুভারাক্রান্ত নৌকার ন্যায় বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। উভয়ে ভীমবল ও পরাক্রান্ত, উভয়ের বেগ গরুড়ের তুল্য প্রবল, উভয়ে ভীমমূর্ত্তি ও রণদক্ষ এবং উভয়েই পরস্পরের রন্ধ্রান্বেষণে তৎপর। তৎকালে উহাঁরা আকাশের চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন এবং তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, শাখাবহুল বৃক্ষ, শৈলশৃঙ্গ, বজ্রকোটিপ্রখর নখ, মুষ্টি, জানু, পদ ও হস্ত দ্বারা পরস্পরকে বারংবার প্রহার করিতে লাগিলেন। বোধ হইল যেন, ইন্দ্র ও বৃত্রাসুর যুদ্ধ করিতেছেন। দুই জনেরই দেহ ক্ষতবিক্ষত ও শোণিত ধারায় সিক্ত। উহাঁরা মহা মেঘবৎ গর্জ্জন করিয়া পরস্পরকে তর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে মহাবীর বালীর বৃদ্ধি এবং সুগ্রীবের হীনতা দৃষ্ট হইল। তাঁহার দর্প চূর্ণ হইয়া গেল। তিনি বালীর প্রতি যৎপরোনাস্তি ক্রোধা-

বিষ্ট হইলেন এবং ইঙ্গিতে রামকে অপনার হীনতা দেখাইতে লাগিলেন।

সুগ্রীব হীনবল হইয়া, মুহুর্মুহু চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন মহাবীর রাম তাহা দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাকে অতিশয় কাতর বোধ করিয়া, বালিবধার্থ ভুজঙ্গভীষণ শর লক্ষ্য করি- লেন। পরে তিনি উহা শরাসনে সন্ধান পূর্ব্বক কৃতান্ত যেমন কালচক্র আকর্ষণ করেন, সেইরূপে তাহা আকর্ষণ করিলেন। তখন পক্ষিগণ রামের জ্যাশব্দে একান্ত ভীত হইল এবং প্রলয়মোহে মোহিত হইয়াই যেন পলায়ন করিতে লাগিল। ঐ প্রদীপ্ত বজ্রতুল্য শর বজ্রের ন্যায় ঘোর রবে উন্মুক্ত হইবা মাত্র বালীর বক্ষঃস্থলে গিয়া পড়িল। মহাবীর বালী রামের শরে মহাবেগে আহত ও হতচেতন হইয়া, অশ্বিনী পূর্ণিমায় উত্থিত শক্রধ্বজের ন্যায় ধরাশায়ী হইলেন। বাস্পভরে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া- গেল এবং ক্রমশ স্বরও কাতর হইয়া আসিল।

মনুষ্যপ্রবীর কৃতান্তসদৃশ রাম, ভগবান রুদ্র যেমন ললাট- নেত্র হইতে সধূম অগ্নি উদ্গার করেন, সেইরূপ ঐ স্বর্ণরৌপ্য- জড়িত শত্রুনাশক প্রদীপ্ত শর পরিত্যাগ করিলেন। বালীও তদ্দ্বারা আহত ও শোণিতধারায় সিক্ত হইয়া, পর্ব্বতজাত পুষ্পিত অশোক বৃক্ষের ন্যায় ধরাশায়ী হইলেন।

---

# সপ্তদশ সর্গ।

---

স্বর্ণালঙ্কারশোভিত বালী দেহ প্রসারণ পূর্ব্বক ছিন্ন বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলে, কিষ্কিন্ধা শশাঙ্কহীন আকাশের ন্যায় মলিন হইল। উহাঁর কণ্ঠে ইন্দ্রদত্ত রত্নখচিত স্বর্ণহার, উহার প্রভাবে তখনও তাঁহার দেহকান্তি, প্রাণ, তেজ ও পরাক্রম পরিত্যাগ করে নাই। যে মেঘের প্রান্তভাগ সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত হইয়াছে, ঐ মহাবীর ঐ স্বর্ণহার দ্বারা তাহারই ন্যায় শোভিত হইতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার মালা, দেহ ও মর্ম্মঘাতী শর এই তিন স্থানে শ্রী যেন বিভক্ত হইয়া রহিল। রামনির্ম্মুক্ত স্বর্গসাধন শর হইতে তাঁহার পরম গতি লাভ হইল। ঐ সময় তিনি নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নির ন্যায় সমরাঙ্গনে পতিত; যেন রাজা যযাতি পুণ্যক্ষয় হওয়াতে দেবলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন। কালই যেন প্রলয়কালে সূর্য্যকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়াছেন। বালী ইন্দ্রের ন্যায় দুঃসহ। তাঁহার বক্ষ বিশাল, বাহু আজানুলম্বিত, মুখ উজ্জ্বল ও নেত্র হরিদ্বর্ণ। রাম, লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন এবং বহুমান পূর্ব্বক মৃদুপদে তাঁহার সন্নিহিত হইলেন।

তখন বালী রণগর্ব্বিত রাম ও মহাবল লক্ষ্মণকে অবলোকন পূর্ব্বক ধর্ম্মানুকূল সুসঙ্গত বাক্যে কঠোরার্থে কহিতে লাগিলেন, রাম! আমি যুদ্ধার্থ অন্যের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম, আমাকে বিনাশ করিয়া তোমার কি লাভ হইল? তুমি সদ্বংশীয় মহাবীর তেজস্বী ও দয়ালু, ব্রতপালনে তোমার দৃঢ় নিষ্ঠা আছে, তুমি উৎসাহশীল এবং প্রজাগণের হিত চেষ্টা করিয়া থাক, কাল ও অকাল তোমার অবিদিত নাই, পৃথিবীর তাবৎ লোকই এই বলিয়া তোমার যশ কীর্ত্তন করিয়া থাকে। আরও দেখ, জিতেন্দ্রিয়তা, বীরত্ব, ক্ষমা, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য ও দোষার দণ্ডবিধান এই গুলি রাজগুণ, তোমার এই সমস্ত গুণ ও উৎকৃষ্ট আভিজাত্য আছে বলিয়াই আমি তারার নিবারণ না শুনিয়া সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমি যখন তোমাকে দেখি নাই, তখন এইরূপ মনে করিয়াছিলাম যে, আমি অন্যের সহিত যুদ্ধ ব্যাপারে অসাবধান আছি. এ সময় রাম আমাকে কখন মারিবেন না; কিন্তু বুঝিলাম, তুমি অতি দুরাত্মা ধর্ম্মধ্বজী ও অধার্ম্মিক, তুমি ধর্ম্মের আবরণ ধারণ পূর্ব্বক তৃণাচ্ছন্ন কূপ ও ভস্মাবৃত অগ্নির ন্যায় রহিয়াছ। তুমি দুরাচার ও পাপিষ্ঠ; কিন্তু সাধুর আকার পরিগ্রহ করিতেছ। তুমি যে ধর্ম্ম-কপটে সংবৃত, আমি তাহা জানিতাম না। আমি তোমার গ্রাম বা নগরে কখন কোন অনিষ্ট করি নাই এবং তোমাকে কোনরূপ অবজ্ঞাও করিতেছি না।

আমি ফলমূলাহারী, বনের বানর এবং একান্তই নির্দোষ। আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করি নাই, অন্যের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম, সুতরাং তুমি কি কারণে আমাকে বধ করিলে? তুমি রাজপুত্র প্রিয়দর্শন ও সুবিখ্যাত, তোমার অঙ্গে ধর্ম্মচিহ্নও দেখিতেছি; কিন্তু কোন্ ব্যক্তি ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন জ্ঞানী ও সংশয়শূন্য হইয়া, ধর্ম্মচিহ্ন ধারণ পূর্ব্বক এইরূপ ক্রূরাচরণ করিয়া থাকে? শুনিয়াছি, তুমি সৎবংশীয় ও ধার্ম্মিক, কিন্তু বুঝিলাম, তোমা অপেক্ষা অসাধু আর নাই। বল, তুমি কি কারণে সাধুর বেশে বিচরণ করিতেছ? নৃপতির সাম দান প্রভৃতি অনেক গুলি গুণ থাকে, কিন্তু তোমাতে তাহার কিছুই নাই। আমরা বানর, বনে বনে ভ্রমণ ও ফল মূল ভক্ষণ করা আমাদের স্বভাব, কিন্তু তুমি পুরুষ হইয়া কি কারণে আমাকে বিনাশ করিলে? ভূমি ও স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি লোভনীয় পদার্থই বধ করিবার হেতু, কিন্তু আমাদিগের বন্য ফলমূলে কিরূপে তোমার লোভ সম্ভবিতে পারে? নীতি, বিনয়, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ বিষয়ে রাজার অসঙ্কোচ ব্যবহার আবশ্যক, স্বেচ্ছাচার তাহাঁর কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু রাম! তুমি উচ্ছৃঙ্খল, অব্যবস্থিত, উগ্র এবং রাজকার্য্যে নিতান্তই অনুদার; তোমার নিকট ধর্ম্মের গৌরব নাই, তুমি অর্থকেও তুচ্ছ কর, এবং কামপরতন্ত্র হইয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা নিরন্তর আকৃষ্ট হইতেছ। এক্ষণে বল দেখি, তুমি আমায় বিনা-

পরাধে বিনাশ করিয়া সাধুগণ মধ্যে কি বলিবে? রাজহন্তা, ব্রহ্মঘাতক, গোঘ্ন, চৌর, লোকনাশক, নাস্তিক, পরিবেত্তা, খল, কদর্য্য, মিত্রঘ্ন ও গুরুদারগামী ইহারা নরকস্থ হইয়া থাকে। আমি বানরগণের রাজা, সুতরাং আমাকে বধ করাতে তোমায় অবশ্যই পাপ স্পর্শিবে।

রাম! আমার চর্ম্ম, লোম, অস্থি ও মাংস তোমার তুল্য ধার্ম্মিকের অব্যবহার্য্য। শল্যক, শ্বাবিৎ, গোধা, শশ ও কূর্ম্ম এই পাঁচটি জন্তু পঞ্চনখী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে; ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ ইহাদিগকে ভক্ষণ করিতে পারেন, কিন্তু আমার নখ যদিও পাঁচটী, তথাচ আমার মাংস ভোজন শাস্ত্রসম্মত হই-তেছে না, সুতরাং আমাকে বিনাশ করা তোমার সম্পূর্ণ বিফল হইল। হা! সর্ব্বজ্ঞা তারা আমাকে হিত ও সত্য কথাই কহিয়াছিলেন, আমি মোহাবেশে তাহা অবহেলা করিয়া কালের বশবর্ত্তী হইলাম! কোন সুশীলা প্রমদা যেমন বিধর্ম্মী পতি সত্ত্বেও অনাথা, সেইরূপ বসুমতী তুমি বিদ্যমানেও অনাথা হই-য়াছেন। তুমি ধূর্ত্ত শঠ ও ক্ষুদ্র, রাজা দশরথ হইতে তোমার তুল্য পাপিষ্ঠ কিরূপে জন্ম গ্রহণ করিল? তোমার চরিত্র অতি দূষিত, তুমি সাধুসেবিত ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছ। হা! আমি তোমার ন্যায় লোকের হস্তেই বিনষ্ট হইলাম! রাম! বল দেখি, তুমি এই অশুভ অনুচিত নিন্দিত কার্য্য করিয়া

ভদ্রলোকের সাক্ষাতে কি বলিবে? আমরা তোমার কোন সংশ্রবে ছিলাম না, তুমি আমাদের উপরই এইরূপ বিক্রম প্রকাশ করিলে, কিন্তু যাহারা তোমার প্রকৃত অপকারী তাহাদের উপর ত কিছুই দেখিতেছি না? বলিতে কি, যদি তুমি আমার সহিত সম্মুখযুদ্ধ করিতে, তবে অদ্যই আমার হস্তে তোমায় মৃত্যুমুখ দেখিতে হইত। আমাকে আক্রমণ করা অত্যন্ত সুকঠিন, কিন্তু সর্প যেমন নিদ্রিত ব্যক্তিকে দংশন করিয়া থাকে, তদ্রূপ তুমি অদৃশ্য হইয়া আমাকে বধ করিলে, সুতরাং এই কার্য্যে অবশ্যই তোমায় পাপ অর্শিতেছে। তুমি সুগ্রীবের প্রিয় সাধনোদ্দেশে আমাকে বিনাশ করিয়াছ, কিন্তু যদি পূর্ব্বে জানকীর আনয়নার্থ আমায় কহিতে, তবে আমি এক দিবসেই তাঁহাকে আনিয়া দিতে পারিতাম। আমি তোমার সেই ভার্য্যাপহারী দুরাত্মা রাবণকে কণ্ঠে বন্ধন পূর্ব্বক জীবন্ত তোমার হস্তে সমর্পণ করিতে পারিতাম। হয়গ্রীব যেমন শ্বেতা-শ্বতরী রূপিণী শ্রুতিকে আনিয়া ছিলেন, সেইরূপ আমি তোমার আদেশে জানকীকে সাগরগর্ভ বা পাতালতল হইতে আনিতে পারিতাম। আমি লোকান্তরিত হইলে, সুগ্রীব যে রাজ্যাধিকার করিবে ইহা উচিতই হইতেছে, কিন্তু তুমি যে অধর্ম্মত আমাকে বিনষ্ট করিলে, ইহা নিতান্তই অন্যায় হইল। দেখ, প্রাণি মাত্রই মৃত্যুর বশীভূত, সুতরাং মৃত্যুতে আমার কিছুমাত্র ক্ষোভ নাই,

কিন্তু আমাকে বধ করিয়া তোমার যে কি লাভ হইল, এক্ষণে তুমি ইহারই প্রকৃত উত্তর স্থির কর।

মহাত্মা বালীর মুখ শুষ্ক, সর্ব্বাঙ্গ শরাঘাতে কাতর, তিনি ভাস্করের ন্যায় খরতেজ রামকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তুষ্ণীংভাব অবলম্বন করিলেন।

---

# অষ্টাদশ সর্গ।

মহাবীর বালী নিষ্প্রভ সূর্য্যের ন্যায় জলশূন্য মেঘের ন্যায় এবং নির্ব্বাণ অনলের ন্যায় পতিত আছেন, রাম তাঁহার ধর্ম্মার্থপূর্ণ বিনীত হিতকর ও কঠোর বাক্যে এইরূপ তিরস্কৃত হইয়া কহিতে লাগিলেন, বালি! তুমি ধর্ম্ম অর্থ কাম ও লৌকিক আচার না জানিয়া বালকত্ব নিবন্ধন আজ কেন আমার নিন্দা করিতেছ? তুমি কুলগুরু বুদ্ধিমান বৃদ্ধগণের নিকট কিছু শিক্ষা না করিয়া, আমাকে ভৎসনা করিতে সাহসী হইয়াছ। দেখ, এই শৈলকাননপূর্ণ ভূবিভাগ ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজগণের অধিকৃত, এই স্থানের মৃগ পক্ষী ও মনুষ্যগণের দণ্ড পুরস্কার তাঁহারাই করিয়া থাকেন। এক্ষণে সত্যশীল সরলস্বভাব রাজা ভরত এই ভূমির রক্ষাভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি নীতিনিপুণ বিনয়ী, দুষ্ট দমন ও শিষ্ট পালনে সুপটু, তিনি দেশ কাল জানেন, ধর্ম্ম কাম ও অর্থের যাথার্থ্য বুঝিয়াছেন, এক্ষণে সেই মহাবীরই পৃথিবীর রাজা, আমরা এবং অন্যান্য নৃপতিরা তাঁহার আদেশে ধর্ম্মবৃদ্ধির অভিলাষে সমগ্র ভূমণ্ডল পর্য্যটন করিতেছি। যখন সেই রাজাধিরাজ ধর্ম্মবৎসল পৃথিবী পালন করিতেছেন, তখন ধর্ম্মবিপ্লব আর কে করিবে?

আমরা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, এক্ষণে রাজনিয়োগে ধর্ম্মভ্রষ্টকে অনুরূপ নিগ্রহ করিব। তুমি বিধর্ম্মী দুশ্চরিত্র ও কামপ্রধান, এবং তোমা হইতে রাজধর্ম্মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতা ও অধ্যাপক, ইহাঁরা পিতা; কনিষ্ঠ ভ্রাতা, পুত্র ও গুণবান শিষ্য, ইহারা পুত্র; এইরূপ ব্যবস্থার ধর্ম্মই মুল কারণ। সাধুগণের ধর্ম্ম একান্ত সূক্ষ্ম, তাহা সহজে বুঝা যায় না, কিন্তু একমাত্র পরমাত্মাই সকলের হৃদয়ে থাকিয়া শুভাশুভ সম্যক জানিতেছেন। তুমি অস্থির, তোমার সহচর বানরেরাও চপল ও মুর্খ, সুতরাং জন্মান্ধ যেমন জন্মান্ধকে পথ দেখাইতে পারে না, সেইরূপ তুমি তাহাদের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কি প্রকারে ধর্ম্ম বুঝিতে পারিবে। তুমি ক্রোধভরে কেবল আমার নিন্দা করিও না, এক্ষণে আমি যে কারণে তোমাকে বধ করিলাম, কহিতেছি শুন।

তুমি সনাতন ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক ভ্রাতৃজায়া রুমাকে গ্রহণ করিয়াছ। মহাত্মা সুগ্রীব জীবিত আছেন, ইহাঁর পত্নী রুমা শাস্ত্রানুসারে তোমার পুত্রবধূ, তাঁহাকে অধিকার করিয়া তোমায় পাপ অর্শিয়াছে। তুমি ধর্ম্মভ্রষ্ট ও স্বেচ্ছাচারী, এই জন্যই আমি তোমাকে দণ্ড প্রদান করিলাম। যে ব্যক্তি লোকবিরুদ্ধ ও লোকমর্য্যাদার অতীত, বধদণ্ড ব্যতীত তাহার অন্য কোন রূপ নিগ্রহ দেখিতে পাই না। আমি সদ্বংশীয় ক্ষত্রিয়,

বল, কিরূপে তোমার পাপে উপেক্ষা করিব? যে ব্যক্তি কাম-প্রভাবে ঔরসী কন্যা, ভগিনী ও ভ্রাতৃবধূতে আসক্ত হয়, তাহার প্রতি বধদণ্ড বিহিত হইয়া থাকে। এক্ষণে ভরত পৃথিবীর অধীশ্বর, আমরা তাঁহার অধিকৃত, তুমিও ধর্ম্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছ, সুতরাং আমরা তোমাকে কিরূপে উপেক্ষা করিব। ভরত ধর্ম্মত রাজ্য পালনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যে ব্যক্তি ঘোরতর অধর্ম্মী, সেই ধীমান তাহার দণ্ড বিধান করিতেছেন। তিনি কামপরায়ণদিগের নিগ্রহে উদ্যত। আমরা তাঁহারই আদেশে তোমার ন্যায় অধার্ম্মিকদিগকে দণ্ড করিতেছি। যেমন লক্ষ্মণের সহিত আমার সৌহার্দ আছে, সুগ্রীবের সহিতও তদ্রূপ; সুগ্রীব রাজ্য ও স্ত্রীলাভ উদ্দেশ করিয়া আমার কার্য্য সাধনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমিও বানরগণের সমক্ষে তাহার সংকল্প সিদ্ধির জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম; এক্ষণে মাদৃশ লোক প্রতিজ্ঞা করিয়া কিরূপে তাহা উপেক্ষা করিবে? কপিরাজ! তুমি নিশ্চয় বুঝিও, আমি এই সকল ধর্ম্মানুগত মহৎ কারণেই তোমায় সমুচিত শাসন করিলাম। তোমাকে নিগ্রহ করাই ধর্ম্ম। দেখ, যাঁহারা ধার্ম্মিক, বয়স্যের উপকার তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। আরও তুমি যদি ধর্ম্মের অপেক্ষা রাখিতে, তাহা হইলে তোমায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই এই দণ্ড ভোগ করিতে হইত। মহর্ষি মনু-

চরিত্রশোধক দুইটী শ্লোক কহিয়াছেন, ধার্ম্মিকেরা তাহাতে আস্থা প্রদর্শন করেন, আমিও সেই ব্যবস্থাক্রমে এইরূপ করিলাম। মনু কহিয়াছেন, মনুষ্যেরা পাপাচরণ পূর্ব্বক রাজদণ্ড ভোগ করিলে বীতপাপ হয় এবং পুণ্যশীল সাধুর ন্যায় স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। নিগ্রহ বা মুক্তি যেরূপে হউক, পাপী শুদ্ধ হয়, কিন্তু যে রাজা দণ্ডের পরিবর্ত্তে মুক্তি দিয়া থাকেন, পাপ তাঁহাকেই স্পর্শে। কপিরাজ! কোন এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তোমারই অনুরূপ পাপ অনুষ্ঠান করিয়াছিল, আমার কুলপুরুষ আর্য্য মান্ধাতা তাহাকে বিলক্ষণ দণ্ড করেন এবং অন্যান্য মহীপালও অসতকে সংশোধনার্থ সমুচিত শাসন করিয়াছিলেন। রাজদণ্ড ব্যতীত পাপীর পক্ষে প্রায়শ্চিত্তেরও বিধান আছে, তদ্দ্বারা পাপের এককালে শান্তি হইয়া থাকে। এক্ষণে তুমি আর অনুতাপ করিও না, আমি ধর্ম্মানুরোধেই তোমায় বধ করিলাম। আমরা স্বাধীন নহি, ধর্ম্মেরই পরতন্ত্র।

বীর! আমার আরও কিছু বলিবার আছে শুন, কিন্তু ক্রোধ করিও না। আমি তোমাকে প্রচ্ছন্ন-বধ করিয়া কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন নহি, এবং তজ্জন্য শোকও করি না। লোকে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে থাকিয়া বাগুরা পাশ প্রভৃতি নানাবিধ কূট উপায় দ্বারা মৃগকে ধরিয়া থাকে। মৃগ ভীত বা বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত হউক,

অন্যের সহিত বিবাদ করুক বা ধাবমান হউক, সতর্ক বা অসাবধানই থাকুক, মাংসাশী মনুষ্য তাহাকে বধ করে, ইহাতে অণুমাত্র দোষ নাই। দেখ, ধর্ম্মজ্ঞ নৃপতিরা অরণ্যে মৃগয়া করিয়া থাকে ; সুতরাং, তুমি শাখামৃগ—বানর, যুদ্ধ কর বা নাই কর, মৃগ বলিয়াই আমি তোমাকে বধ করিয়াছি। বীর! রাজা প্রজাগণের দুর্লভ ধর্ম্ম রক্ষা করেন, শুভ সম্পাদন করিয়া থাকেন এবং উহাদের জীবনও উহাঁর সম্পূর্ণ আয়ত্ত। রাজা দেবতা, মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছেন। সুতরাং তাঁহার হিংসা নিন্দা ও অবমাননা করা এবং তাঁহাকে অপ্রিয় কথা বলা উচিত নহে। আমি কুলধর্ম্ম পালন করিলাম, কিন্তু তুমি ধর্ম্ম না বুঝিয়া কেবল ক্রোধভরে আমায় অকারণ দোষী করিতেছ।

অনন্তর বালীর দিব্য জ্ঞান লাভ হইল, তিনি যার পর নাই ব্যথিত হইলেন, ভাবিলেন, রাম একান্তই নির্দ্দোষ। তখন তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, রাম! তোমার বাক্য অপ্রামাণিক নহে। তুমি উৎকৃষ্ট, আমি অপকৃষ্ট হইয়া কিরূপে তোমার কথায় প্রত্যুত্তর দিব? যাহাই হউক, এক্ষণে প্রমাদ বশত তোমায় যে সমস্ত অসঙ্গত ও অপ্রিয় কহিয়াছি, তাহাতে আমার দোষ নাই। দেখ, ধর্ম্মতত্ত্ব তোমার পরীক্ষাসিদ্ধ, তুমি প্রজাগণের হিতসাধনে তৎপর ; পাপ প্রমাণ ও দণ্ডবিধান

বিষয়ে তোমার অনশ্বর বুদ্ধি প্রসন্নই আছে, কিন্তু আমি অধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য ; ধর্ম্মজ্ঞ ! অতঃপর তুমি ধর্ম্মসঙ্গত উপদেশ দিয়া আমায় রক্ষা কর।

ঐ সময় বাষ্পভরে বালীর কণ্ঠরোধ হইল, স্বর কাতর হইতে লাগিল, তিনি পঙ্কনিমগ্ন মাতঙ্গের ন্যায় মৃতকল্প হইয়া রামকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ক্ষীণকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, রাম ! আমি আপনার জন্য দুঃখিত নহি, তারার নিমিত্ত শোকাকুল হই নাই এবং বান্ধবগণের জন্যও কিছুমাত্র ভাবি না, এক্ষণে কেবল স্বর্ণাঙ্গদ-শোভী অঙ্গদের চিন্তাই আমাকে ব্যাকুল করিতেছে। আমি তাহাকে বাল্যাবধি লালন পালন করিয়াছি, এখন সে আমায় না দেখিলে অতি দীন হইয়া জলাশয়ের ন্যায় শুষ্ক হইয়া যাইবে। সবেমাত্র অঙ্গদই আমার পুত্র, সে বালক, আজিও তাহার বুদ্ধির পরিণতি হয় নাই, আমি তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসি, এক্ষণে তুমি তাহাকে রক্ষা করিও। সুগ্রীব ও অঙ্গদের প্রতি যেন তোমার সুমতি থাকে। তুমি উহাদের কার্য্য-রক্ষক ও অকার্য্যে প্রতিষেধক হইলে। ভরত ও লক্ষ্মণকে যেরূপ, উহাদিগকেও তদ্রূপ বুঝিবে। তপস্বিনী তারা আমার জন্যই সুগ্রীবের নিকট অপরাধিনী আছেন, সুগ্রীব যেন তাঁহার অবমাননা না করে। যে ব্যক্তি তোমার বশম্বদ হয়, সে তোমার প্রসাদে রাজ্য অধিকার করিতে পারে,

সমগ্র পৃথিবী শাসন করিতে সমর্থ হয়, স্বর্গও তাহার পক্ষে সুলভ হইয়া থাকে। রাম! অতঃপর তোমায় আর কি বলিব, তারা আমাকে নিবারণ করিলেও, আমি তোমার হস্তে মৃত্যু কামনা করিয়া, সুগ্রীবের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। বালী এই বলিয়া তৎকালে মৌনাবলম্বন করিলেন।

তখন রাম বালীকে ছিন্নসংশয় দেখিয়া সাধুসম্মত ধর্ম্মপ্রমাণ বাক্যে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, তুমি আমাদিগকে দোষী বোধ করিও না, আপনাকেও অপরাধী বুঝিও না। আমরা তোমা অপেক্ষা ধর্ম্মের মর্ম্ম অনুধাবন করিয়াছি, সুতরাং আমি যাহা কহি, অনন্যমনে শ্রবণ কর। যে, দণ্ডনীয়কে দণ্ড করে এবং যে দণ্ডিত হয়, তাহারা কার্য্যকারণ-গুণে সিদ্ধসংকল্প হইয়া আর অবসন্ন হয় না। এক্ষণে তুমি এই দণ্ডসম্পর্কে নিষ্পাপ হইয়াছ, এবং দণ্ডশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত উদ্বোধ হওয়াতে স্বীয় ধর্ম্মানুগত প্রকৃতিও অধিকার করিয়াছ। অতঃপর তুমি ভয় শোক ও মোহ দূর কর, কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। অঙ্গদ যেমন তোমার নিকট স্নেহে প্রতিপালিত হইতেছে, আমার নিকট তদ্রূপই হইবে, এবং সুগ্রীবও তাহাকে কখন অনাদর করিবেন না।

অনন্তর বালী সমরপ্রমাথী রামের এই মধুর কথা শ্রবণ পূর্ব্বক যুক্তিসঙ্গত বাক্যে কহিলেন, বীর! আমি শরপীড়িত

ও হতজ্ঞান হইয়া অজানত তোমায় যাহা কহিয়াছিলাম, তজ্জন্য প্রসন্ন করিতেছি, ক্ষমা কর।

বালীর সর্ব্বাঙ্গ বৃক্ষ ও প্রস্তরাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন, তিনি রামের শর প্রহারে অতিমাত্র কাতর হইয়া বিমোহিত হইলেন।

# উনবিংশ সর্গ।

---

এদিকে তারা রামশরে বালীর মৃত্যু হইয়াছে, এই কথা শ্রবণ করিলেন। তিনি এই নিদারুণ অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণে যার পর নাই উৎকণ্ঠিত হইয়া, অঙ্গদ সমভিব্যাহারে কিষ্কিন্ধা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ঐ সময় অঙ্গদের সহচর মহাবল বানরেরা ধনুর্দ্ধর রামকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক চকিত মনে পলাইতেছিল, পথি-মধ্যে তারা তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। যূথপতি বিনষ্ট হইলে মৃগেরা যেমন যূথভ্রষ্ট হইয়া যায়, উহারা সেই রূপ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াই বেগে যাইতেছিল। সকলে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত এবং রামের ভয়ে অতিমাত্র ভীত, প্রত্যেকের সংশয় হইতেছে, যেন রামের শর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে।

তখন তারা সকাতরে উহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, বানর-গণ! তোমরা যে রাজাধিরাজের অগ্রে অগ্রে গিয়া থাক, আজ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া ভীতমনে এরূপ দুরবস্থায় কেন পলাইতেছ? শুনিলাম, ক্রূর সুগ্রীব রাজ্যের জন্য রামের সাহায্য লইয়াছিল, রাম উহার অনুরোধে দূর হইতে মহা-বেগে শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক বালীকে বধ করিয়াছেন; রাম দূরস্থ, সুতরাং তোমরা কেন তাঁহা হইতে এরূপ ভীত হইতেছ?

তখন কামরূপী বানরগণ একবাক্যে কহিল, জীবিতপুত্রে! ফিরিয়া চল, পুত্র অঙ্গদকে রক্ষা কর, যম রামরূপ ধারণ পূর্ব্বক বালীকে বধ করিয়া লইয়া যাইতেছে। রামের শর বৃক্ষ ও বিশাল শিলা সকল বিদ্ধ করিয়াছে। বালী ঐ বজ্রসম শর দ্বারা যেন বজ্র দ্বারাই নিহত হইলেন। সেই ইন্দ্র-প্রভাব বিনষ্ট হওয়াতে এই বানরসৈন্য যেন অভিভূত হইয়াই বেগে পলায়ন করিতেছে। অতঃপর বীরগণ কিষ্কিন্ধা রক্ষার্থ যত্নবান হউন, অঙ্গদকে রাজ্যে অভিষেক করুন; বালীর পুত্র রাজা হইলে সকলেই তাঁহার অনুগত হইবে। কিন্তু রাজমহিষি! আমাদের বোধ হয়, এস্থানে বাস করা আর তোমার উচিত হইতেছে না। এক্ষণে হনুমান প্রভৃতি বানরেরা অবিলম্বে দুর্গে প্রবেশ করিবে; যাহারা সস্ত্রীক এবং যাহাদের স্ত্রী নাই, তাহারাও আসিবে। পূর্ব্বে আমরা উহাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছিলাম, উহারা অত্যন্ত লুব্ধ, এক্ষণে উহাদের হইতেই আমরা সবিশেষ ভয় সম্ভাবনা করিতেছি।

অনন্তর তারা বানরগণের এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া অনুরূপ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, আমার স্বামী মহাত্মা বালী দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, এক্ষণে আর আমার পুত্রে কি হইবে? রাজ্যে কাজ নাই, আত্মরক্ষারই বা প্রয়োজন কি? যিনি রামের শরে বিনষ্ট হইয়াছেন, অতঃপর আমি তাঁহারই চরণে শরণ লইব। এই বলিয়া তারা শোকে একান্ত অধীরা হইয়া দুঃখভরে বক্ষঃস্থল ও

মস্তকে করাঘাৎ পূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে ধাবমান হইলেন। দেখিলেন, যিনি অপরাঙ্মুখ-যোধী বানরগণের বিনাশক, যিনি বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত সকল নিক্ষেপ করিয়া থাকেন, যিনি বায়ুর ন্যায় অক্লেশে রণস্থলে প্রবেশ করেন, যাঁহার গর্জ্জন মহামেঘের ন্যায় সুগভীর, যিনি ইন্দ্রের ন্যায় মহাবলপরাক্রান্ত, যিনি সকলের অপেক্ষা ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে পারেন, সেই বীর একজন বীরের হস্তে নিহত হইয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছেন, যেন মৃগরাজ সিংহ মাংসলোলুপ ব্যাঘ্র দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে, যেন মেঘ জলধারা বর্ষণ করিয়া প্রশান্ত আছে, যেন বিহগরাজ গড়ুর ভুজঙ্গ ভক্ষণার্থ পতাকা ও বেদিশোভিত চতুষ্পথবর্ত্তী বল্মীক মন্থন করিয়াছেন। অদূরে রাম এক প্রকাণ্ড শরাসনে দেহভার অর্পণ পূর্ব্বক লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সহিত দণ্ডায়মান ছিলেন; তারা উহাঁদিগকে দর্শন ও অতিক্রম করিয়া বালীর সন্নিহিত হইলেন এবং তাঁহাকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক দুঃখ ও আবেগে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে আর্য্যপুত্র! এই বলিয়া যেন নিদ্রা হইতে পুনরায় উত্থিত হইলেন এবং বালীকে মৃত দর্শন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন সুগ্রীব তারাকে কুররীর ন্যায় রোরুদ্যমানা এবং অঙ্গদকে উপস্থিত দেখিয়া যার পর নাই দুঃখিত ও বিষণ্ণ হইলেন।

---

## বিংশ সর্গ।

অনন্তর চন্দ্রাননা তারা পর্ব্বতপ্রমাণ মাতঙ্গতুল্য বালীকে রামনিক্ষিপ্ত প্রাণান্তকর শরে নিহত এবং উন্মূলিত বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত দেখিয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক শোকসন্তপ্ত মনে কাতর বচনে বিলাপ করিতে লাগিলেন, ভীমবিক্রম! বীর! তুমি আজ এই অপরাধিনীর সহিত কেন বাক্যালাপ করিতেছ না? উঠ, উৎকৃষ্ট শয্যায় গিয়া আশ্রয় লও, তোমার তুল্য মহীপাল কখন ভূতলে শয়ন করেন না। বোধ হয়, তুমি আমা অপেক্ষাও বসুমতীকে অধিক ভাল বাস, কারণ আমায় ছাড়িয়া দেহান্তেও ইহাঁকে আলিঙ্গন করিতেছ। নাথ! বুঝি আজ ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নিশ্চয়ই স্বর্গে কিষ্কিন্ধার ন্যায় কোন এক রমণীয় পুরী নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবে, নচেৎ ইহার মমতা কিরূপে পরিত্যাগ করিলে? তুমি মধুগন্ধী অরণ্যমধ্যে আমাদিগকে লইয়া নানারূপ বিহার করিতে, এক্ষণে তাহার শান্তি হইল। আমি তোমার বিনাশে নিরাশ নিরানন্দ ও শোকাকুল হইলাম। বলিতে কি, আজ তোমায় ধরাশায়ী দেখিয়াও যখন আমার এই শোকাক্রান্ত হৃদয় বিদীর্ণ হইল না, তখন ইহা নিতান্তই কঠিন সন্দেহ

নাই। তুমি সুগ্রীবের পত্নী হরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছ, এখন সেই কার্য্যেরই পরিণাম এইরূপ ঘটিল। আমি তোমার হিতৈষিণী, আমি শুভ সংকল্পে তোমায় যাহা কহিয়াছিলাম, তুমি বুদ্ধিমোহে তাহাতে উপেক্ষা কর। নাথ! বোধ হইতেছে, তুমি আজ রূপযৌবনগর্ব্বিত রসালাপচতুর অপ্সরাদিগের মন উন্মত্ত করিয়া তুলিবে। হা! এক্ষণে কালই তোমাকে বিনাশ করিল, তুমি অন্যের আয়ত্ত না হইলেও সে বল পূর্ব্বক তোমাকে সুগ্রীবের নিকট আনিল। দেখ, তুমি অপর এক ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিতেছিলে, কিন্তু রাম তোমার বধসাধন রূপ গর্হিত আচরণ করিয়া কিছু মাত্র ক্ষুব্ধ নন, ইহা তাঁহার নিতান্তই অন্যায়। আমি পূর্ব্বে কখন ক্লেশ পাই নাই, এখন আমাকে কৃপাপাত্র ও দীন হইয়া অনাথার ন্যায় বৈধব্য-যন্ত্রণা ও শোক তাপ সহিতে হইবে। এই মহাবীর অঙ্গদ সুকুমার ও সুখী, আমি অনেক যত্নে ইহাঁকে লালন পালন করিয়াছি, জানি না, এখন ক্রোধান্ধ পিতৃব্যের নিকট ইনি কিরূপ অবস্থায় থাকিবেন। অঙ্গদ! তুমি এই ধর্ম্মবৎসল পিতাকে মনের সহিত দেখিয়া লও, ইহাঁর দর্শন তোমার ভাগ্যে আর ঘটিবে না। নাথ! তুমি প্রবাসে চলিলে, এখন অঙ্গদকে মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক প্রবোধ দেও এবং আমাকে যাহা বলিবার থাকে বল। দেখ, তোমাকে বধ করিয়া রামের একটী মহৎ

কার্য্য সম্পন্ন হইল, তিনি সুগ্রীবের নিকট যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে মুক্ত হইলেন। সুগ্রীব! তোমার কামনা পূর্ণ হউক, তুমি রুমাকে পাইবে, তোমার শত্রু নিপাত হইয়াছে, এখন তুমি নিরুদ্বেগে রাজ্যভোগ কর। নাথ! আমি তোমার প্রেয়সী, এইরূপ করুণভাবে রোদন করিতেছি, এক্ষণে তুমি কেন আমায় সম্ভাষণ করিতেছ না? এখানে তোমার এই সমস্ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী পত্নী আছেন, তুমি ইহাঁদিগের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর।

তখন বানরীগণ তারার এইরূপ বিলাপ বাক্যে অতিমাত্র কাতর হইয়া অঙ্গদকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন পূর্ব্বক দুঃখিতমনে রোদন করিতে লাগিল।

তারা কহিতে লাগিলেন, নাথ! তুমি কি অঙ্গদকে রাখিয়া চিরদিনের জন্য প্রবাসে চলিলে? অঙ্গদ সুদর্শন ও সুবেশ, ইনি গুণে প্রায় তোমারই অনুরূপ, তুমি ইহাঁকে ফেলিয়া যাইও না। বীর! আমি যদি কখন অসাবধানে তোমার কিছু অপ্রিয় আচরণ করিয়া থাকি, তবে চরণে ধরি, আমাকে ক্ষমা কর।

তারা বানরীগণের সহিত এইরূপ সকরুণ রোদন করিতে করিতে বালীর অদূরে প্রায়োপবেশনের সংকল্প করিলেন।

# একবিংশ সর্গ।

অনন্তর যূথপ্রধান হনুমান তারাকে গগনস্খলিত তারকার ন্যায় ভূতলে নিপতিত দেখিয়া মৃদুবাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাজমহিষি! জীব স্বীয় গুণদোষে পুণ্যপাপজনক যে যে কর্ম্ম করে, দেহান্তে ব্যগ্র না হইয়া তাহার ফলাফল ভোগ করিয়া থাকে। তুমি স্বয়ং শোচনীয়, কিন্তু বল, কোন্ শোকার্হ ব্যক্তির জন্য শোক করিতেছ? তুমি নিজেই দীন, কিন্তু কোন্ দীনের প্রতি দয়া করিতেছ? জানি না, এই জলবিম্বপ্রায় দেহে কে কাহার জন্য দুঃখিত হইতে পারে। জীবিতপুত্রে! এক্ষণে তুমি এই কুমার অঙ্গদকে দেখ, এবং বালীর দেহান্তে কি কর্ত্তব্য, তাহাই চিন্তা কর। জানই ত, এই জীবলোকে জীবের জন্মমৃত্যু এইরূপ অব্যবস্থিত, সুতরাং পতিপুত্রবিয়োগে যাহা শুভ তাহাই করিবে, শোক করা নিতান্তই অনুচিত। যাঁহার সন্নিধানে বহুসংখ্য বানর নানা আশয়ে কাল যাপন করিত, আজ তিনিই প্রাণত্যাগ করিলেন। এই বীর নীতিনির্দ্দিষ্ট প্রণালীক্রমে রাজকার্য্য করিয়াছেন এবং সাম দান ক্ষমা প্রভৃতি রাজগুণে ভূষিত ছিলেন, এক্ষণে ইহাঁর রাজলোক লাভ হইল, সুতরাং ইহাঁর জন্য আর শোক

করিও না। এই সকল কপিপ্রবীর, এই অঙ্গদ এবং এই বানররাজ্য, এ সমস্তই তোমার। এক্ষণে সুগ্রীব ও অঙ্গদ অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছেন, তুমি বালীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য ইহাঁদিগকে নিয়োগ কর। কুমার অঙ্গদ তোমার মতে থাকিয়া রাজ্য শাসন করুন। যে জন্য পুত্রকামনা করিয়া থাকে, সম্প্রতি যে কার্য্য উপস্থিত, বালীর উদ্দেশে তাহা অনুষ্ঠিত হউক, অতঃপর ইহা অপেক্ষা আর কিছুই করিবার নাই। তারা! তুমি অঙ্গদকে রাজ্যে অভিষেক কর, ইহাঁকে রাজ-সিংহাসনে বসিতে দেখিলে অবশ্যই সুখী হইবে।

তখন তারা ভর্ত্তৃশোকে নিতান্ত কাতরা হইয়া কহিলেন, আমি অঙ্গদের অনুরূপ শত পুত্রও চাহি না, এক্ষণে এই মৃত বীরের সহমরণই আমার শ্রেয় বোধ হইতেছে। কপিরাজ্য ও অঙ্গ-দের অভিষেক ইহাতে আমার কি প্রভুতা আছে, সুগ্রীব অঙ্গদের পিতৃব্য, সুতরাং এই বিষয়ে ইহাঁরই অধিকার। আমি স্বতপ্রবৃত্ত হইয়া অঙ্গদকে যে রাজ্য দিব, তুমি এরূপ মনে করিও না; পুত্রের পক্ষে পিতাই প্রভু, মাতা নহে। এক্ষণে বালীর চরণাশ্রয় ব্যতীত উভয় লোকের শুভ আমার আর কিছু নাই, সুতরাং আমি এই মৃত মহাবীরের পার্শ্বে শয়ন করাই ভাল বুঝিতেছি।

# দ্বাবিংশ সর্গ।

ঐ সময় বালী মৃতকল্প হইয়া অল্প অল্প নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, দেখিলেন, সুগ্রীব সম্মুখে দণ্ডায়মান। তিনি ঐ বিজয়ী বীরকে স্পষ্টবাক্যে সম্ভাষণ করিয়া সস্নেহে কহিলেন, সুগ্রীব! আমি পাপবশাৎ অবশ্যম্ভাবী বুদ্ধিমোহে বল পূর্ব্বক আকৃষ্ট হইতেছিলাম, সুতরাং তুমি আমার অপরাধ লইও না। আমাদের ভ্রাতৃ-সৌহার্দ ও রাজ্যসুখ ভাগ্যে বুঝি যুগপৎ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, নচেৎ ইহার কেন এইরূপ বৈপরীত্য ঘটিবে? যাহা হউক, তুমি আজ এই বনবাসীদিগের শাসনভার গ্রহণ কর, আমি এখনই প্রাণত্যাগ করিব;—জীবন, রাজ্য, মহতী শ্রী ও নির্ম্মল যশ এখনই ছাড়িয়া যাইব। বীর! অতঃপর আমার কিছু বলিবার আছে, কিন্তু তাহা দুষ্কর হইলেও তোমায় করিতে হইবে। এই দেখ, আমার পুত্র অঙ্গদ সজলনয়নে ভূতলে পতিত আছেন, ইনি অল্পবয়স্ক বালক, সুখের উপযুক্ত এবং সুখেই প্রতিপালিত হইয়াছেন, ইনি আমার প্রাণাধিক প্রিয়, এক্ষণে ইহাঁকে রাখিয়া চলিলাম, তুমি সকল অবস্থায় ইহাঁকে পুত্র নির্ব্বিশেষে রক্ষা করিবে এবং যখন যাহা প্রার্থনা

করেন, তাহাই দিবে। এক্ষণে তুমি ইহাঁর রক্ষক, তুমিই ইহাঁর পিতা ও দাতা। ভয় উপস্থিত হইলে তুমি আমারই ন্যায় ইহাঁকে অভয় দান করিবে। এই শ্রীমান তোমার তুল্য মহাবীর, ইনি রাক্ষসবধে তোমার অগ্রসর হইবেন। এই যুবা ও তেজস্বী, বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক রণস্থলে আমারই অনুরূপ কার্য্য করিতে পারিবেন। সুষেণতনয়া তারা সূক্ষ্মার্থ নির্ণয় করিতে এবং বিপদে সৎপরামর্শ দিতে বিলক্ষণ সুপটু, ইনি যাহা শ্রেয় বলিবেন, নিঃসংশয়ে তাহার অনুষ্ঠান করিও। ইহাঁর মত কিছুমাত্র অন্যথা হয় না। দেখ, রামের কার্য্য অশঙ্কিত মনে অনুষ্ঠান করা তোমার উচিত, নচেৎ প্রত্যবায় ঘটিবে এবং ইনি অপমানিত হইলে নিশ্চয়ই তোমার অনিষ্ট করিবেন। এক্ষণে তুমি এই দিব্য স্বর্ণহার কণ্ঠে ধারণ কর, ইহাতে উদার জয়শ্রী বিরাজমান, কিন্তু আমার দেহান্তে শবস্পর্শ নিবন্ধন এই শ্রী বিলুপ্ত হইবে।

বালী ভ্রাতৃস্নেহে এইরূপ কহিলে সুগ্রীবের বৈরানল নির্ব্বাণ হইল, তিনি জয়লাভের হর্ষ পরিত্যাগ করিয়া রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় একান্ত বিষণ্ন হইলেন এবং ঐ স্বর্ণহার গ্রহণ পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠের তৎকালোচিত শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বালী মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া সম্মুখীন অঙ্গদকে স্নেহভরে কহিলেন, বৎস! এক্ষণে দেশ কাল বুঝিবার চেষ্টা

করিবে, ইষ্ট ও অনিষ্টে উপেক্ষা এবং সুখ ও দুঃখ সহ্য করিয়া সেবার সময় সুগ্রীবের একান্ত বশম্বদ হইয়া থাকিবে। আমি নিরবচ্ছিন্ন তোমাকে লালন পালন করিলাম, এখন তোমার সেবা করিবার কাল উপস্থিত, সুতরাং সেবার ব্যতিক্রম ঘটিলে সুগ্রীব কদাচ তোমায় সমাদর করিবেন না। যাহারা সুগ্রীবের শত্রু, তুমি তাহাদিগের হইতে অন্তরে থাকিবে এবং লোভাদি প্রবৃত্তি নিরোধ পূর্ব্বক একান্ত বশ্যভাবে প্রভুর কার্য্য সাধন করিবে। সুগ্রীবের সহিত অতি প্রণয় বা অপ্রণয় করিও না, এই উভয়ই অতিশয় দোষের, সুতরাং ইহার মধ্যপথ আশ্রয় করিয়া চলিবে।

ইত্যবসরে বালীর নেত্র উদ্বর্ত্তিত হইয়া গেল, বিকট দন্ত বিবৃত হইয়া পড়িল, তিনি শর-প্রহারে যারপর নাই কাতর হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

তখন বানরগণ যূথপতি বালীর মৃত্যু হইল দেখিয়া সজল-নয়নে কহিতে লাগিল, হা! কপিরাজ স্বর্গারোহণ করিলেন, আজ কিষ্কিন্ধা অন্ধকার হইল, বন উদ্যান ও পর্ব্বত সকল শূন্য হইল এবং আমরাও প্রভাহীন হইয়া গেলাম। যে মহাবীর দিবা রাত্রি অবিশ্রান্তে পঞ্চদশ বর্ষ যুদ্ধ করিয়া ষোড়শ বর্ষে গোলভ নামক দুর্ব্বিনীত গন্ধর্ব্বকে বিনাশ ও আমাদিগকে নির্ভয় করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যু কিরূপে ঘটিল!

বানরেরা অত্যন্ত অসুখী হইল, বৃষ বিনষ্ট হইলে সিংহসঙ্কুল মহারণ্যে বন্য গো-সকল যেমন অশান্ত হইয়া উঠে, উহারা তদ্রূপই হইতে লাগিল। তৎকালে তারা মৃত পতির মুখ নিরীক্ষণ করিয়া শোকার্ণবে নিমগ্ন হইলেন এবং আশ্রিত লতা যেমন ছিন্ন বৃক্ষকে বেষ্টন করিয়া থাকে, তিনি সেইরূপ উহাঁকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিলেন।

# ত্রয়োবিংশ সর্গ।

অনন্তর সুবিখ্যাত তারা বালির মুখ আঘ্রাণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, নাথ! তুমি আমার কথা না শুনিয়া, এই উন্নতানত ক্লেশকর প্রস্তরখণ্ডপূর্ণ ভূমির উপর কষ্টে শয়ন করিয়া আছ। বোধ হয়, বসুন্ধরাতেই তোমার অপেক্ষাকৃত অধিক অনুরাগ, কারণ তুমি ইহাঁকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক শয়ান রহিয়াছ, আর আমাকে সম্ভাষণও করিতেছ না। সাহসিক! রাম যে সুগ্রীবের আয়ত্ত হইলেন, ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্য, সুতরাং অতঃপর সুগ্রীবই বীর বলিয়া গণ্য হইবেন! যে সকল ভল্লূক ও বানর তোমার সেবা করিত, এখন তাহারা বিলাপ করিতেছে, অঙ্গদ শোকাকুল হইয়া কাঁদিতেছে এবং আমিও পরিতাপ করিতেছি, আমাদের রোদনশব্দে তুমি কেন জাগরিত হইতেছ না? হা! ইহা সেই বীরশয্যা, পূর্ব্বে তুমিই ইহাতে শত্রুদিগকে শয়ন করাইতে, এখন স্বয়ং নিহত হইয়া শয়ান রহিয়াছ। বিশুদ্ধ বংশে তোমার জন্ম, তুমি একান্ত যুদ্ধপ্রিয়, এখন এই অনাথাকে একাকিনী রাখিয়া কোথায় গেলে? হা! বিচক্ষণ ব্যক্তি যেন আর বীর পুরুষকে কন্যা দান না করেন, আমি বীরপত্নী, দেখ আমি

সদ্যই বিধবা হইলাম; আমার সম্মান গেল এবং সুখও নষ্ট হইল, আমি অগাধ শোকার্ণবে নিমগ্ন হইলাম। বোধ হয়, আমার এই কঠিন হৃদয় প্রস্তরের সারাংশ দিয়া নির্ম্মিত, কারণ আজ ভর্ত্তৃবিনাশ দেখিয়াও ইহা শতধা বিদীর্ণ হইল না। নাথ! তুমি আমার সুহৃৎ, পতি ও প্রকৃতই প্রিয়, এক্ষণে অন্যে আক্রমণ করিয়া তোমায় বধ করিল! যে নারী পতিহীনা, সে পুত্রবতী হউক বা ধনধান্যে সুসম্পন্নই হউক, পণ্ডিতেরা তাহাকে বিধবা বলিয়া থাকেন। বীর! তুমি আপনার দেহস্রুত রক্তপ্রবাহে পতিত আছ, বোধ হইতেছে যেন, লাক্ষারাগরঞ্জিত আস্তরণে শয়ন করিয়াছ। তোমার সর্ব্বাঙ্গে ধূলি ও শোণিত, এক্ষণে আমি এই ক্ষীণ হস্তে তোমায় আলিঙ্গন করিতে পারিতেছি না। হা! আজ রামের একমাত্র শরে সুগ্রীবের ভয় দূর হইল, সুতরাং এই নিদারুণ শত্রুতায় তিনিই কৃতকার্য্য হইলেন। বীর! তোমার হৃদয়ে শর বিদ্ধ রহিয়াছে, গাত্র স্পর্শ করিলে পাছে তুমি ব্যথিত হও, এই জন্য অন্যে তদ্বিষয়ে আমায় নিবারণ করিতেছে, এক্ষণে আমি কেবল তোমায় চক্ষে দেখিতেছি।

অনন্তর নল বালির দেহ হইতে গিরিগুহাপ্রবিষ্ট ভীষণ উরগের ন্যায় শর উদ্ধার করিয়া লইলেন। শর শোণিতরাগে লিপ্ত, যেন অস্তগামী সূর্য্যের রশ্মিজালে রঞ্জিত হইয়াছে।

উহা উদ্ধার করিবামাত্র পর্ব্বত হইতে গৈরিকদ্রববাহী জল-ধারার ন্যায় ব্রণমুখ দিয়া অনর্গল রক্ত বহিতে লাগিল। বালির সর্ব্বাঙ্গ সংগ্রামের ধূলিজালে আচ্ছন্ন, তারা তাহা মার্জ্জনা করিয়া উহাঁকে নেত্রজলে অভিষেক করিতে লাগিলেন, পরে পিঙ্গলচক্ষু অঙ্গদকে কহিলেন, বৎস! দেখ, মহারাজের এই নিদারুণ শেষ দশা উপস্থিত। আজ ইহাঁর পাপসঞ্চিত শত্রুতার অবসান হইয়া গেল। এক্ষণে এই তরুণসূর্য্যপ্রকাশ বীর লোকান্তরে চলিলেন, তুমি ইহাঁকে অভিবাদন কর।

তখন অঙ্গদ এইরূপ আদিষ্ট হইবামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া, আপনার নামোল্লেখ পূর্ব্বক স্থূল ও বর্ত্তুল বাহুদ্বয়ে পিতার চরণ গ্রহণ করিলেন। তদ্দর্শনে তারা কহিলেন, নাথ! অঙ্গদ তোমাকে প্রণাম করিতেছে, কিন্তু পূর্ব্বে তুমি যেমন দীর্ঘায়ু হও বলিয়া ইহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে, এক্ষণে কেন সেরূপ করিলে না? হা! সিংহনিহত বৃষের সমীপে যেমন সবৎসা ধেনু থাকে, সেইরূপ আমি পুত্রের সহিত তোমার নিকটস্থ আছি। তুমি রণযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলে, কিন্তু আমাব্যতীত রামের অস্ত্র-জলে কিরূপে যজ্ঞান্তস্নান করিলে? ইন্দ্র যুদ্ধে সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে যে স্বর্ণহার দিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা আর কেন দেখি-তেছিনা? সূর্য্য অস্তগত হইলেও প্রভা যেমন অস্তাচল পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ তুমি বিনষ্ট হইলেও রাজশ্রী তোমায়

ত্যাগ করিতেছেন না। তুমি আমার হিতকর বাক্যে উপেক্ষা করিয়াছিলে, আমিও তৎকালে তোমায় নিবারণ করিতে পারি নাই, সুতরাং এক্ষণে আমায় অঙ্গদের সহিত নিহত হইতে হইল, এবং শ্রী তোমারই সহিত আমাকে ত্যাগ করিল।

# চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

তারা অতি গভীর প্রবল শোকে আক্রান্ত হইয়া রোদন করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে সুগ্রীব অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন এবং ভ্রাতৃবিনাশে যার পর নাই সন্তপ্ত হইয়া ভৃত্যগণের সহিত রামের নিকট গমন করিলেন। উদারস্বভাব রামের হস্তে ভুজগ-ভীষণ শর ও শরাসন এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গে রাজচিহ্ন বিরাজমান। সুগ্রীব তাঁহার সন্নিহিত হইলেন, কহিলেন, রাজন্! তোমার প্রতিজ্ঞা সফল হইল, আমি রাজ্য পাইলাম এবং বালিও বিনষ্ট হইলেন, কিন্তু আজ এই হতভাগ্যের মন ভোগে একান্তই উদাস। রাজমহিষী তারা নিরবচ্ছিন্ন রোদন করিতেছেন, পুরবাসিরা কাতরস্বরে চীৎকার করিতেছে, রাজার মৃত্যু হইল এবং রাজকুমার অঙ্গদেরও প্রাণসঙ্কট উপস্থিত, সুতরাং রাজ্য লইয়া আর আমার কি হইবে? আমি পূর্ব্বে অপমানিত হইয়া ক্রুদ্ধ ও অসহিষ্ণু হইয়াছিলাম, তন্নিবন্ধন ভ্রাতৃবধ আমার অভিমতই ছিল, কিন্তু এক্ষণে আমি তাঁহার মৃত্যুতে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতেছি। অতঃপর চিরদিনের জন্য ঋষ্যমূক আশ্রয় করিয়া থাকাই আমার শ্রেয়। আমি

তথায় স্বজাতিবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক যে কোন রূপে দিন-পাত করিব, কিন্তু ভ্রাতৃবধ পূর্ব্বক স্বর্গও আমার স্পৃহনীয় হইতেছে না। এই ধীমান আমাকে কহিয়াছিলেন, "তুমি যাও, আমি তোমায় বধ করিব না," বলিতে কি, একথা ইহাঁ-রই অনুরূপ হইয়াছিল, কিন্তু আমার বাক্য ও কার্য্য আমারই সমুচিত হইল। যে ব্যক্তির ভোগবাসনা প্রবল, সে কি রাজ্য এবং বধদুঃখের তারতম্য অনুধাবন পূর্ব্বক গুণবান ভ্রাতার মৃত্যু কামনা করিতে পারে? পাছে প্রভাব খর্ব্ব হয়, এই জন্য আমায় বধ করিতে বালির কিছুমাত্র অভিলাষ ছিল না, কিন্তু আমি দুর্বুদ্ধি নিবন্ধন কি গর্হিত কার্য্যই করিলাম! যখন আমি বৃক্ষশাখা প্রহারে পলায়ন পূর্ব্বক তোমাকে লক্ষ্য করিয়া ক্ষণকাল আক্রোশ করিতেছিলাম, তখন বালি আমাকে সান্ত্বনা করিয়া কহেন, "দেখ, তুমি এরূপ কার্য্য আর করিও না।" বস্তুত বালি ভ্রাতৃত্ব, সাধু-ভাব ও ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু আমি কাম ক্রোধ ও কপিত্ব প্রদর্শন করিলাম। বয়স্য! সুররাজ ইন্দ্র যেমন বিশ্বরূপবধে পাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ আমি ভ্রাতৃবধ করিয়া এই অচিন্ত্য পরিহার্য্য অপ্রার্থনীয় ও অদৃশ্য পাপে লিপ্ত হইয়াছি। কিন্তু পৃথিবী জল বৃক্ষ ও স্ত্রীজাতি ইন্দ্রের পাপ অংশ করিয়া লয়, এক্ষণে বানরের পাপ কে গ্রহণ করিবে এবং কেইবা

সহিবে? আমি এই কুলক্ষয়কর অধর্ম্মের কর্ম্ম করিয়াছি, সুতরাং প্রজাগণের নিকট সম্মান লাভ আর আমার উচিত হয় না, এবং রাজ্যের কথা দূরে থাক, যৌবরাজ্যও আমার যোগ্য নহে। আমি লোকনিন্দিত পরমার্থনাশক জঘন্য পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছি, এক্ষণে জলবেগ যেমন নিম্নপ্রবণ হয়, সেইরূপ প্রবল শোকবেগ আমায় আক্রমণ করিতেছে। ভ্রাতৃবিনাশ যাহার দেহ, সন্তাপ যাহার শুণ্ড, মস্তক, চক্ষু ও শৃঙ্গ, সেই পাপময় গর্ব্বিত প্রকাণ্ড হস্তী নদীকুলবৎ আমাকে আঘাত করিতেছে। হা! অগ্নিশুদ্ধি-কালে বিবর্ণ স্বর্ণ হইতে যেমন মল নির্গত হয়, সেইরূপ এই দুঃসহ পাপসংসর্গে আমা হইতে পুণ্য দূর হইল। এক্ষণে আমারই জন্য এই সকল মহাবল বানর ও অঙ্গদের জীবন শোকে তাপে অর্দ্ধেক বাহির হইয়া গেল। সুজন ও সুবশ্য পুত্র সুলভ, কিন্তু বলিতে কি, অঙ্গদের অনুরূপ পুত্র কুত্রাপি নাই। হা! যথায় সহোদরকে পাওয়া যায়, এমন স্থান আর কোথায় আছে?

সখে! আজ বীরবর অঙ্গদ কখন বাঁচিবে না, যদি জীবিত থাকে, তবে তারা ইহার প্রতিপালনের জন্য বাঁচিবেন, নচেৎ ইনিও পুত্রশোকে কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। অতএব আমি সপুত্র ভ্রাতার সহিত তুল্যতা লাভের ইচ্ছায় অগ্নি প্রবেশ করিব। এই সমস্ত বানর তোমার

নিদেশের বশীভূত থাকিয়া জানকীর অন্বেষণ করিবে। আমি লোকান্তরিত হইলেও তোমার এই কার্য্য অবশ্য সিদ্ধ হইবে। এক্ষণে এই কুলনাশক অপরাধীর প্রাণ ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র, অতএব তুমি আমার বাক্যে অনুমোদন কর।

ভুবনপালক রাম শোকাকুল সুগ্রীবের এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল বিমনা হইলেন। তাঁহার নেত্রযুগল বাষ্পে পূর্ণ হইল, তিনি অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া, শোকনিমগ্না সজলনয়না তারার প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

তখন মৃগলোচনা তেজস্বিনী তারা বালিকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক শয়ান ছিলেন, মন্ত্রিপ্রধান বানরগণ তাঁহাকে তথা হইতে তুলিয়া অন্যত্র লইয়া চলিল। অদূরে রাম শর ও শরাসন হস্তে দণ্ডায়মান, তিনি স্বতেজে সূর্য্যের ন্যায় জ্বলিতে ছিলেন. তারা তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি ঐ রাজলক্ষণাক্রান্ত অদৃষ্টপূর্ব্ব পুরুষ-প্রধানকে দেখিয়া রাম বলিয়াই বুঝিলেন। শোকে তাঁহার শরীর-ভাব সম্পূর্ণই উপেক্ষিত, তিনি স্খলিতপদে সেই শুদ্ধসত্ত্ব ইন্দ্রপ্রভাব মহানুভাবের সন্নিহিত হইলেন এবং দুঃখ শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া কহিলেন, বীর! তুমি পরম ধার্ম্মিক, তোমার গুণের সীমা নাই, তোমাকে পাওয়া অত্যন্ত সুকঠিন, তুমি জিতেন্দ্রিয় ও বিচক্ষণ, তোমার অক্ষয় কীর্ত্তি সর্ব্বত্র বিরাজমান আছে, তুমি পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল, তোমার অঙ্গ সুদৃঢ় ও নেত্রযুগল রক্তবর্ণ,

তুমি মর্ত্ত্যদেহের শ্রীবৃদ্ধিসুখ অতিক্রম করিয়া দিব্য দেহের সৌষ্ঠব লাভ করিয়াছ। তোমার হস্তে শর ও শরাসন, এক্ষণে তুমি যে বাণে বালিকে বধ করিলে, তাহা দ্বারাই আমাকে বিনাশ কর, আমি নিহত হইয়া ইহাঁর নিকটস্থ হইব; ইনি আমা ব্যতীত অন্য রমণীর সহিত কখন আলাপ করিবেন না। পদ্মপলাশলোচন! সুর-লোকে অপ্সরা সকল রক্তপুষ্পে কেশপাশ অলঙ্কৃত করিয়া উজ্জ্বল বেশে বালির নিকট আসিবে, বালি আমার অদর্শনে কাতর হইয়া আছেন, এক্ষণে উহাদিগকে দেখিয়া এবং উহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া কদাচ সুখী হইবেন না। বীর! তুমি যেমন এই রমণীয় শৈল-শৃঙ্গে জানকীর জন্য ব্যাকুল হইয়াছ, বালি সেইরূপ স্বর্গেও আমার বিরহে শোকাকুল ও বিবর্ণ হইবেন। সুরূপ পুরুষ স্ত্রীবিচ্ছেদে যেরূপ দুঃখিত হয়, তুমি ত তাহা জান, আমি সেই জন্যই তোমাকে কহি-তেছি, তুমি আমাকে বিনাশ কর, দেখ, বালি আমার অদর্শনক্লেশ কখন সহ্য করিতে পারিবেন না। মহাত্মন্! আমায় বধ করিলে যে, তোমার স্ত্রীহত্যা দোষ ঘটিবে, তুমি এরূপ বোধ করিও না, আমি বালির আত্মা, এক্ষণে এই ভাবিয়াই আমাকে বিনাশ কর, ইহাতে তোমার স্ত্রীবধের পাতক কখন বর্ত্তিবে না। দেখ, পতি ও পত্নী উভয়েই অভিন্ন, ইহা যজ্ঞে অধিকার ও বেদ-প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। আরও ইহলোকে স্ত্রীদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান জ্ঞানিদিগের পক্ষে আর কিছুই নাই,

তুমি ধর্মের অনুরোধে আমাকে প্রিয়তমের হস্তে প্রদান করিবে, সুতরাং এই দানবলে স্ত্রীবধের অধর্ম তোমায় স্পর্শিবে না। বীর! আমি অনাথা ও একান্তই শোকার্ত্তা, এক্ষণে ভর্ত্তার নিকট হইতে আমায় অন্যত্র লইয়া যাইতেছে, সুতরাং তুমি আমার বিনাশে কিছুতেই ঔদাস্য করিও না। হা! যিনি মাতঙ্গবৎ মন্থরগামী, যিনি প্রধানের ধারণযোগ্য স্বর্ণহারে শোভিত হইতেছেন, আমি সেই ধীমান বালির বিরহে কখনই প্রাণ রক্ষা করিব না।

তখন রাম তারাকে হিতকর প্রবোধ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, বীরপত্নি! তুমি এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি করিও না, বিধাতা জীবকে সৃষ্টি করিয়াছেন, শাস্ত্রে বলে, তিনিই উহাদিগকে সুখ দুঃখের সহিত সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। ত্রিলোকের তাবৎ লোক তাঁহারই অধীন, বিধাতৃ-বিহিত বিধান অতিক্রম করা একান্ত অসাধ্য। এক্ষণে তুমি তাঁহার ইচ্ছাক্রমে প্রীত হইবে এবং তোমার পুত্র অঙ্গদও যৌবরাজ্য লাভ করিবেন। তুমি বীরের পত্নী, সুতরাং এইরূপ শোক করা তোমার উচিত হইতেছে না।

তারা অনবরত অশ্রুপাত করিতেছিলেন, তিনি সেই মহাপ্রভাব রামের এইরূপ বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া শোক তাপ পরিত্যাগ করিলেন।

# পঞ্চবিংশ সর্গ।

অনন্তর রাম, সমশোকে আক্রান্ত হইয়া, প্রবোধ বচনে সুগ্রীব তারা ও অঙ্গদকে কহিতে লাগিলেন, দেখ, শোক তাপ করিলে মৃত ব্যক্তির শুভ সংসাধিত হয় না; অতঃপর যে কার্য্য আবশ্যক, তোমরা তাহারই অনুষ্ঠানে যত্নবান হও। লোকাচার উপেক্ষা করিতে নাই, কিন্তু অশ্রুপাত পূর্ব্বক তোমরা তাহা রক্ষা করিয়াছ, এক্ষণে আর কালাতিপাত করিও না, ইহাতে বিহিত কর্ম্মের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। দেখ, কালের প্রভাব অতি অদ্ভুত, কাল সৃষ্টি করিতেছে, কাল কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে এবং কালই এই জীবলোকে সকলকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়া রাখিতেছে। ফলতঃ কালনিরপেক্ষ হইয়া কেহ কোন কার্য্য করিতে পারে না। লোক প্রাক্তন কর্ম্মের অধীন, কিন্তু কাল আবার সেই প্রাক্তন কর্ম্মের সহকারী। ঈশ্বর স্বয়ং কালকে অতিক্রম করিতে পারেন না; কাল অক্ষয়, কালের নিকট পক্ষপাত নাই, হেতু নাই এবং পরাক্রমও নাই, মিত্র ও জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ উহাকে প্রতিরোধ করিতে পারে না; কাল সম্পূর্ণই অনায়ত্ত, কিন্তু বিচক্ষণ লোক কালকৃত স্ব স্ব

কর্ম্মের পরিণাম প্রত্যক্ষ করিবেন। ধর্ম্ম অর্থ ও কাম কাল-প্রভাবেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। বালি সাম দান প্রভৃতি রাজগুণে সঞ্চিত ঐশ্বর্য্যে ভোগসুখ লাভ করিয়াছিলেন; এক্ষণে লোকান্তরিত হইয়া আপনার প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি ধর্ম্মবলে স্বর্গ জয় করেন, এখন যুদ্ধে দেহত্যাগ পূর্ব্বক তাহা অধিকার করিলেন। সেই মহাত্মার অদৃষ্টে যাহা ঘটিল, ইহাই কালকৃত উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা, সুতরাং তজ্জন্য পরি-তাপ করা সঙ্গত নহে, কালোচিত কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানই শ্রেয় হইতেছে।

তখন বীর লক্ষ্মণ শোকে হতচেতন সুগ্রীবকে বিনয় বাক্যে কহিলেন, সুগ্রীব! তুমি, তারা ও অঙ্গদকে লইয়া বালির অগ্নি-সংস্কার কর। প্রচুর শুষ্ক কাষ্ঠ ও দিব্য চন্দন আনয়নের আজ্ঞা দেও। অঙ্গদ পিতৃশোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছেন, ইহাঁকে সান্ত্বনা কর। এই পুরী তোমারি, তুমি আর জড়প্রায় হইয়া থাকিও না। এক্ষণে অঙ্গদ মাল্য, বস্ত্র, ঘৃত, তৈল ও গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি উপকরণ আহরণ করুন। তার! তুমিও অবিলম্বে শিবিকা লইয়া আইস, এসময় সবিশেষ ত্বরাই আব-শ্যক। বাহক বানরেরা সুসজ্জিত হউক। যাহারা সুপটু, তাহারাই বালিকে বহন করিবে। তৎকালে লক্ষ্মণ এই কথা বলিয়া রামের নিকটে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

তখন তার লক্ষ্মণের আদেশে সসম্ভ্রমে গুহা প্রবেশ করিল এবং শিবিকা লইয়া পুনরায় আইল। বলবান বানরেরা ঐ শিবিকা বহন করিতেছে ; উহার মধ্যে রাজযোগ্য বহুমূল্য আসন, চতুর্দ্দিকে বৃক্ষ পক্ষী ও পদাতির প্রতিকৃতি অঙ্কিত আছে, উহা রথাকার ও প্রকাণ্ড, উহার সন্ধি সকল সুশ্লিষ্ট এবং নির্ম্মাণ-সন্নিবেশ অতি সুন্দর, উহাতে দারুময় ক্ষুদ্রপর্ব্বত ও জালবেষ্টিত গবাক্ষ আছে, উহা উৎকৃষ্ট কারুকার্য্যে খচিত, রক্তচন্দনে চর্চ্চিত এবং পুষ্প মাল্যে সুশোভিত, উহা রক্তবর্ণ পরম শোভন পদ্মের মাল্য ও বিবিধ ভূষায় সুসজ্জিত এবং উহার উপরিভাগে পঞ্জর প্রসারিত আছে। রাম ঐ শিবিকা দর্শন করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এক্ষণে বালিকে শীঘ্র শ্মশানে লইয়া যাও, এবং ইহাঁর প্রেতকার্য্য অনুষ্ঠান কর।

তখন সুগ্রীব অঙ্গদের সহিত রোদন করিতে করিতে বালিকে লইয়া শিবিকায় তুলিলেন এবং তাঁহাকে বসন ভূষণ ও মাল্যে সজ্জিত করিয়া বাহকগণকে কহিলেন, এক্ষণে তোমরা নদীকূলে গিয়া আর্য্যের অন্ত্যেষ্টি কার্য্য অনুষ্ঠান কর। বানরগণ ভূরি পরিমাণে রত্ন বৃষ্টি করত শিবিকার অগ্রে অগ্রে যাক এবং পৃথিবীতে রাজাদিগের যেরূপ সমৃদ্ধি দেখা যায়, সেইরূপ সমারোহ সহকারে প্রভুর সৎকার করুক।

অনন্তর বাহকেরা শিবিকা লইয়া চলিল। নিরাশ্রয় বানরেরা

সজলনয়নে যাইতে লাগিল। বালির আশ্রিত বানরীরা হা বীর! হা বীর! কেবল এই বলিয়া কাতরস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তারা প্রভৃতি রাজপত্নীরা আর্ত্তনাদ পূর্ব্বক অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। উহাঁদের ক্রন্দন শব্দে বন পর্ব্বত সমস্তই যেন রোদন করিতে লাগিল।

অনন্তর সকলে নদীকুলে উপস্থিত হইল। বন্য বানরেরা সলিলপরিবৃত পবিত্র পুলিনে চিতা প্রস্তুত করিয়া দিল। বাহকগণ স্কন্ধ হইতে শিবিকা অবরোহন পূর্ব্বক শোকাকুল মনে প্রান্তভাগে গিয়া দাঁড়াইল। তখন তারা শিবিকাতলশায়ী বালিকে দর্শন ও তাঁহার মস্তক স্বীয় অঙ্কদেশে গ্রহণ পূর্ব্বক দুঃখিত মনে এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা কপিরাজ! হা বীর! হা নাথ! তুমি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তুমি আমায় অত্যন্ত স্নেহ করিতে, এখন আমি শোকে অতিশয় কাতর হইয়াছি, আমার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর। তুমি প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছ, তথাচ তোমার মুখ খানি যেন হাস্য করিতেছে, এবং জীবিত কালের ন্যায় এখনও অরুণবর্ণ দৃষ্ট হইতেছে। এক্ষণে কৃতান্ত স্বয়ংই রামরূপ গ্রহণ পূর্ব্বক তোমায় লইয়া চলিলেন, ইনি এক শরে আমাদের সকলকে বিধবা করিলেন। হা! এই সমস্ত চন্দ্রাননা বানরী তোমার একান্তই প্রিয়। ইহারা প্লুতগতি কিরূপ জানে না, এক্ষণে পাদচারে অতি দূর-

পথ আসিয়াছে, তুমি ইহা কি বুঝিতেছ না ? বীর ! তুমি সুগ্রী-বকে অবলোকন কর। এই তার প্রভৃতি সচিব ঐ সমস্ত পুরবাসী তোমায় বেষ্টন পূর্ব্বক বিষণ্ণভাবে রহিয়াছে, এক্ষণে তুমি ইহাঁ-দিগকে পূর্ব্ববৎ বিদায় দেও, ইহাদিগকে বিদায় দিলে আমরা কামোন্মাদে অরণ্য বিহার করিব।

তারা শোকভরে এইরূপ বিলাপ করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে বানরীগণ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে স্থানান্তর করিল। তখন অঙ্গদ সুগ্রীবের সহিত সজলনয়নে পিতাকে চিতার উপর শয়ন করাইলেন এবং বিধানানুসারে অগ্নি প্রদান করিয়া ব্যাকুল মনে ঐ সুদূরপ্রস্থিত মহাবীরকে দক্ষিণাবর্ত্তে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বানরগণ বিধি পূর্ব্বক বালির অগ্নি-সংস্কার করিয়া পুণ্যসলিলা স্রোতস্বতীতে তর্পণার্থ গমন করিল এবং অঙ্গদকে অগ্রে রাখিয়া, সুগ্রীব ও তারার সহিত তর্পণ করিতে লাগিল।

এইরূপে মহাবল রাম সুগ্রীবের ন্যায় নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, বালির অগ্নিসংস্কার প্রভৃতি সমস্ত প্রেতকার্য্য সমাপন করা-ইলেন।

# ষড়্‌বিংশ সর্গ।

সুগ্রীব শোকে নিতান্ত অভিভূত, দাহান্তে আর্দ্র বসন ধারণ করিতেছেন, ইত্যবসরে প্রধান প্রধান বানর তাঁহাকে বেষ্টন করিল, এবং মহর্ষিগণ যেমন ব্রহ্মার নিকট কৃতাঞ্জলি থাকেন, সকলে রামের নিকট গিয়া সেইরূপই রহিল। তখন কনক-শৈলকান্তি অরুণমুখ হনুমান রামকে বিনীতভাবে কহিতে লাগিলেন, রাম! তোমারই প্রসাদে সুগ্রীব এই বিস্তীর্ণ পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। সুদৃশ্যদশন বলবান বানরগণের আধি-পত্য ইহাঁর নিতান্তই দুর্লভ ছিল, আজ তোমার প্রভাবে তাহা আয়ত্ত হইল। এক্ষণে তুমি অনুমতি কর, ইনি সবান্ধবে নগরে গিয়া রাজকার্য্য করিবেন। ইনি স্নান করিয়াছেন, তোমাকে গন্ধ মাল্য ওষধি ও বিবিধ রত্নে অর্চ্চনা করিবেন। তুমি ঐ সুরম্য গহ্বরে চল এবং ইহাঁর হস্তে রাজ্যের ভারার্পণ ও ইহাঁর স্বামিত্ব স্থাপন পূর্ব্বক বানরগণকে পুলকিত কর।

তখন ধীমান রাম হনুমানকে কহিলেন, দেখ, যাবৎ আমি পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিব, তাবৎ গ্রাম বা নগরে যাইব না।

এক্ষণে সুগ্রীব সমৃদ্ধিপূর্ণ গুহায় গমন করুন এবং তুমিই ইহাঁকে বিধি পূর্ব্বক শীঘ্র রাজ্যে অভিষেক কর।

রাম, হনুমানকে এই কথা বলিয়া সুগ্রীবকে কহিলেন, সখে! তুমি এই মহাবল অঙ্গদকে যৌবরাজ্য প্রদান কর। এই তেজস্বী সুশীল রাজকুমার, যৌবরাজ্য লাভের যোগ্য হইয়াছেন। ইনি বালির জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং বলবীর্য্যে তাঁহারই অনুরূপ, সুতরাং রাজ্যের ভার বহনে অবশ্যই সমর্থ হইবেন। এক্ষণে বর্ষাকাল উপস্থিত। বর্ষার চারি মাসের মধ্যে এই ধারাবাহী শ্রাবণই প্রথম হইতেছে, এ সময় যুদ্ধযাত্রা করা নিষিদ্ধ। অতএব তুমি কিষ্কিন্ধায় গমন কর, আমরা এই পর্ব্বতেই বাস করিব। এই গিরিগুহা সুবিস্তীর্ণ ও সুরম্য, ইহাতে জল সুলভ, বায়ুর অপ্রতুল নাই এবং পদ্মও যথেষ্ট। আমরা এই স্থান আশ্রয় করিয়া থাকিব, তুমি গৃহে যাও, রাজ্য গ্রহণ ও সুহৃদ্‌গণের আনন্দ বর্দ্ধন কর, পরে কার্ত্তিক মাস আইলে রাবণবধের উদ্যোগ করিও। সখে! এক্ষণে আমাদিগের এই সংকল্পই স্থির রহিল।

তখন সুগ্রীব রামের অনুজ্ঞা পাইয়া, বালিরক্ষিত কিষ্কিন্ধায় গমন করিলেন। বানরগণ তাঁহাকে বেষ্টন পূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। প্রজারা কপিরাজকে দেখিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে লাগিল। তিনি উহাদিগকে সম্ভাষণ ও উত্থাপন পূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর সুহৃদ্‌গণ তাঁহার রাজ্যাভিষেকে প্রবৃত্ত হইল। স্বর্ণখচিত শ্বেত ছত্র এবং স্বর্ণদণ্ডশোভিত শ্বেত চামর আনীত হইল। ষোড়শটী কুমারী বিবিধ রত্ন, বিবিধ বীজ, সর্ব্বৌষধি, ক্ষীর বৃক্ষের অঙ্কুর ও পুষ্প, শুক্ল বস্ত্র, শ্বেত চন্দন, সুগন্ধি মাল্য, স্থলজ ও জলজ পুষ্প, প্রভৃত গন্ধদ্রব্য, অক্ষত, কাঞ্চন, প্রিয়ঙ্গু, ঘৃত, মধু, দধি, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, পাদুকা, কুঙ্কুম ও মনঃশিলা লইয়া হৃষ্ট মনে আইল। তখন সুহৃদ্‌গণ বসন ভূষণ ও ভক্ষ্য ভোজ্য দ্বারা বিপ্রগণকে পরিতুষ্ট করিয়া সুগ্রীবের অভিষেক আরম্ভ করিল। মন্ত্রজ্ঞেরা কুশাস্তরণে প্রদীপ্ত বহ্নি স্থাপন করিয়া, মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন।

পরে গয়, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ, হনুমান ও জাম্ববান ইহাঁরা মাল্য-শোভিত প্রাসাদশিখরে উৎকৃষ্ট আস্তরণ-মণ্ডিত স্বর্ণময় পীঠে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক পূর্ব্বাস্যে সুগ্রীবকে উপবেশন করাইলেন। নদ নদী তীর্থ ও সপ্তসমুদ্রের স্বচ্ছ ও সুগন্ধি জল স্বর্ণকলসে আহৃত ছিল, তাঁহারা সেই জলপূর্ণ কলস ও বৃষশৃঙ্গ দ্বারা মহর্ষিনির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি ও শাস্ত্র অনুসারে, বসুগণ যেমন ইন্দ্রকে, সেইরূপ সুগ্রীবকে অভিষেক করিতে লাগিলেন। বানরগণ যার পর নাই সন্তুষ্ট হইল।

অনন্তর সুগ্রীব রামের নিদেশক্রমে অঙ্গদকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন। তদ্দর্শনে সকলে উহাঁর সাধুবাদ আরম্ভ করিল এবং প্রীতমনে রাম ও লক্ষ্মণকে উদ্দেশে বারংবার স্তব করিতে লাগিল। তৎকালে কিষ্কিন্ধার সকলেই হৃষ্ট পুষ্ট। সর্ব্বত্র ধ্বজ ও পতাকা দৃষ্ট হইতে লাগিল।

এইরূপে অভিষেক ব্যাপার সুসম্পন্ন হইলে, কপিরাজ সুগ্রীব মহাত্মা রামকে এই সংবাদ প্রদান করিলেন এবং ভার্য্যা রুমাকে গ্রহণ পূর্ব্বক রাজ্য স্বহস্তে লইলেন।

# সপ্তবিংশ সর্গ।
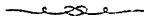
এদিকে রাম লক্ষ্মণের সহিত প্রস্রবণ পর্ব্বতে গমন করিলেন। উহা মেঘবৎ নীলবর্ণ এবং তরুলতা গুল্মে নিতান্ত গহন। তথায় শার্দ্দূল ও সিংহ ভীষণ রবে গর্জ্জন করিতেছে; ভল্লূক, বানর, গোপুচ্ছ ও মার্জ্জার সকল ইতস্তত দৃষ্ট হইতেছে। রাম বাসার্থ উহার এক গুহা আশ্রয় করিলেন এবং তৎকালোচিত বাক্যে বিনীত লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন, বৎস! এই গিরিগুহা সুবিস্তীর্ণ ও সুদৃশ্য, ইহাতে বিলক্ষণ বায়ু সঞ্চার আছে, আমরা ইহাতে বর্ষাকাল অতিবাহন করিব। দেখ, এই শৃঙ্গ কেমন উৎকৃষ্ট! ইহাতে নানা বিধ ধাতু আছে এবং শ্বেত রক্ত ও কৃষ্ণ বর্ণের শিলা সকল শোভা পাইতেছে। ইহাতে বিস্তর নদীজাত দর্দ্দুর; বৃক্ষ ও মনোহর লতা; মালতী, কুন্দ, সিন্দুবার, শিরীষ, কদম্ব, অর্জ্জুন ও সাল পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে এবং বিহঙ্গের কূজন ও ময়ূরের কেকারব শুনা যাইতেছে। বৎস! ঐ দেখ, এই গুহার অদূরে একটী সরোজশোভিত সুরম্য সরোবর। এই গুহা ঈষাণ দিকে ক্রমশঃ সন্নত হইয়াছে এবং ইহার পশ্চাৎ ভাগ উচ্চ, সুতরাং পূর্ব্ব

দিকের বায়ু ইহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। গুহাদ্বারে এক সমতল সুপ্রশস্ত শিলা আছে, উহা দলিত অঞ্জনস্তূপের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। এই গুহার উত্তরে ঐ একটী সুন্দর শৃঙ্গ দেখা যায়, উহা কজ্জলের ন্যায় নীলোজ্জ্বল, বোধ হয়, যেন গগণে গাঢ় মেঘ উত্থিত হইয়াছে। দেখ, দক্ষিণেও আর একটী শৃঙ্গ, উহা রজত-ধবল ও বিবিধ ধাতুশোভিত, উহা যেন কৈলাসশিখরের আভা বিস্তার করিতেছে। এই গুহার সম্মুখে, চিত্রকূটে মন্দাকিনীর ন্যায়, একটী নদী পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত আছে। উহা কর্দ্দমশূন্য; উহার তীরে চন্দন, তিলক, সাল, অতিমুক্ত, পদ্মক, সরল, অশোক, বানীর, স্তিমিদ, বকুল, কেতক, হিন্তাল, তিনিশ, কদম্ব, বেতস ও কৃতমালক প্রভৃতি বৃক্ষ শোভা পাই-তেছে। ঐ নদী সুবেশা প্রমদার ন্যায় রমণীয়, ইহার পুলিন অতি সুন্দর, ইহাতে চক্রবাকমিথুন অনুরাগভরে বিচ-রণ করিতেছে, হংস ও সারসগণ দৃষ্ট হইতেছে, এবং সর্ব্বত্র নানা প্রকার রত্ন, বোধ হয়, যেন নদী হাসিতেছে। ইহার কোথাও নীলোৎপল, কোথাও রক্তোৎপল, কোথাও শ্বেত পদ্ম, এবংকোথাও বা কুমুদকলিকা, ইহাতে ময়ূর ও ক্রৌঞ্চ দৃষ্ট হইতেছে এবং মুনিগণ স্নানার্থ অবগাহন করিতেছেন।

বৎস! ঐ দেখ, সুচারু চন্দন তরু, ঐ সমস্ত ককুভ বৃক্ষ

যেন মনের বেগে উত্থিত হইয়াছে। এই স্থান অতি অপূর্ব্ব, আমরা এস্থানে বাস করিয়া সুখী হইব। ইহার অদূরে কানন-পূর্ণ কিষ্কিন্ধা। ঐ শুন, গীতরব উত্থিত হইতেছে, এবং মৃদঙ্গধ্বনির সহিত বানরগণের কলরব শুনা যাইতেছে। সুগ্রীব রাজ্য ও ভার্য্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, এক্ষণে সুহৃদ্গণকে লইয়া আমোদ আহ্লাদে কাল যাপন করিতেছেন। এই বলিয়া রাম ঐ পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলেন। উহার নিকুঞ্জ ও গহ্বর মধ্যে অনেক প্রীতিকর পদার্থ আছে, উহা বস্তুতই সুখজনক; কিন্তু রাম উহাতে বাস করিয়া কোনও মতে সুখী হইতে পারিলেন না। প্রাণাধিক জানকী অপহৃত হইয়াছেন, ইহা বারংবার তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল, চন্দ্র উদিত হইতেছেন, তাহাও দেখিতে লাগিলেন, তিনি শয্যায় শয়ন করিলেন, কিন্তু তাঁহার নিদ্রা হইল না. শোকানল জ্বলিয়া উঠিল এবং তিনি অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন সমদুঃখ লক্ষ্মণ তাঁহাকে অনুনয় পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, বীর! আপনি শোকাকুল হইবেন না। শোক প্রভাবে সমস্তই নষ্ট হয়, ইহা আপনার অবিদিত নাই। আপনি দেবপূজকও উদ্যোগশীল, নিত্যকর্ম্মে আপনার নিষ্ঠা আছে। এক্ষণে আপনি যদি শোকে উৎসাহশূন্য হন,

তাহা হইলে যুদ্ধে সেই কুটিল রাক্ষসকে কখন বিনাশ করিতে পারিবেন না; সুতরাং আপনি শোক দূর করুন, উৎসাহ রক্ষা করা আপনার আবশ্যক, ইহাতে সেই রাক্ষসকে সপরিবারে সংহার করিতে পারিবেন। তাহার কথা দূরে থাক, এই শৈল-কাননপরিবৃত সসাগরা পৃথিবীকেও বিপর্য্যস্ত করিতে সমর্থ হইবেন। এক্ষণে বর্ষার প্রাদুর্ভাব, আপনি শরতের প্রতীক্ষায় থাকুন; শরৎ উপস্থিত হইলে, রাবণকে সরাষ্ট্র ও সগণে বিনাশ করিবেন। আর্য্য! হোমকালে আহুতি দ্বারা যেমন ভস্মাচ্ছন্ন অনলকে প্রদীপ্ত করে, তদ্রূপ আমি কেবল আপনার প্রচ্ছন্ন শক্তি উত্তেজিত করিতেছি, জানিবেন।

তখন রাম, লক্ষ্মণের এই শ্রেয়স্কর বাক্যে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া কহিলেন, বৎস! হিতকারী অনুরক্ত বীরের যাহা বলিবার, তুমি তাহাই বলিলে। আমি এই কার্য্যনাশক শোক পরিত্যাগ করিলাম। বিক্রম প্রকাশের সময় অপ্রতিহত তেজ সন্ধুক্ষিত করা আবশ্যক সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি শরতের প্রতীক্ষায় থাকিলাম, তুমি আমায় যেরূপ কহিলে, আমি তাহাতে সম্মত হইলাম। অতঃপর সুগ্রীব প্রসন্ন হউন, উপকৃত বীরেরা প্রত্যুপকার কখন বিস্মৃত হন না, যদি অকৃতজ্ঞ হইয়া তদ্বিষয়ে পরাঙ্মুখ হন, ইহাতে সাধুগণের মন একান্ত উদাস হইয়া থাকে।

তখন লক্ষ্মণ প্রিয়দর্শন রামের বাক্য সঙ্গত বুঝিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে উঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন এবং স্বীয় শুভ বুদ্ধি প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্য! সুগ্রীব হইতে শীঘ্রই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। আপনার শত্রু নির্ম্মূল হইয়া যাইবে। এক্ষণে আপনি শরতের প্রতীক্ষায় বর্ষাগম সহ্য করুন। ক্রোধ সম্বরণ আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে। আপনি এই সিংহ-সেবিত পর্ব্বতে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক আমার সহিত বর্ষার কএক মাস বাস করুন।

# অষ্টাবিংশ সর্গ।

অনন্তর রাম কহিলেন, বৎস! এই ত বর্ষাকাল উপস্থিত। আকাশ পর্ব্বতপ্রমাণ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছে। উহা সূর্য্যরশ্মি দ্বারা সমুদ্রের রস পান করিয়া নয় মাস গর্ভ ধারণ করিয়াছিল, এক্ষণে জল প্রসব করিতেছে। এই মেঘরূপ সোপান দিয়া আকাশে আরোহণ পূর্ব্বক কুটজ ও অর্জুন পুষ্পের মাল্য দ্বারা সূর্য্যকে সজ্জিত করিতে পারা যায়। দেখ, মেঘ হইতে সন্ধ্যারাগ নিঃসৃত হইতেছে, উহার প্রান্তভাগ পাণ্ডুবর্ণ এবং উহা একান্তই স্নিগ্ধ, এই মেঘরূপ ছিন্ন বস্ত্র দ্বারা গগনের ব্রণমুখ যেন সংযত রহিয়াছে। আকাশ যেন বিরহী, মৃদুল বায়ু উহার নিশ্বাস, সন্ধ্যা চন্দন এবং জলদশ্রী পাণ্ডুতা। পৃথিবী উত্তাপ সহ্য করিতে ছিলেন, এক্ষণে নূতন জলে সিক্ত হইয়া উষ্মা ত্যাগ করিতেছেন। বায়ু একান্ত মৃদু ও মন্দ, কেতক-গন্ধী ও কর্পূরদলবৎ শীতল, এখন ইহা অঞ্জলি দ্বারা অনায়া-সেই পান করা যায়। পর্ব্বতে অর্জুন ও কেতকী পুষ্প ফুটিয়াছে, উহা নিঃশত্রু সুগ্রীবের ন্যায় বৃষ্টিজলে অভিষিক্ত

হইতেছে। পর্ব্বতের মেঘরূপ কৃষ্ণাজিন, ধারারূপ যজ্ঞসূত্র, গুহামুখ বায়ুসংযোগে ধ্বনিত হইতেছে, সুতরাং উহাকে অধ্যয়নশীল বিপ্রের ন্যায় বোধ হয়। নভোমণ্ডল বিদ্যুৎ-রূপ কনক কশাপ্রহারে অশ্বের ন্যায় মেঘরবে গর্জ্জন করিতেছে। বিদ্যুৎ সুনীল জলদে বিরাজমান, যেন রাবণের অঙ্কদেশে জানকী স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। গ্রহ ও চন্দ্র আর দৃষ্ট হয় না, ভোগীর প্রিয় দিঙ্মণ্ডল মেঘে লিপ্ত হইয়া আছে।

ঐ দেখ, গিরিশৃঙ্গে কুটজ পুষ্প বিকসিত, উহা পৃথিবীর উষ্মায় আবৃত হইয়া, যেন বর্ষার আগমনে পুলকিত হইতেছে। আমি এক্ষণে জানকীর শোকে অভিভূত আছি, ঐ পুষ্প দৃষ্টে আমার মন একান্ত বিচলিত হইতেছে। কুত্রাপি ধূলি নাই, বায়ু অতিমাত্র শীতল, গ্রীষ্মের উত্তাপদোষ প্রশান্ত, রাজগণ যুদ্ধযাত্রায় এককালে ক্ষান্ত, প্রবাসিরা স্বদেশে যাইতেছে। এখন চক্রবাক সকল মানস সরোবরবাসে লোলুপ হইয়া প্রিয়া সহভিব্যাহারে চলিয়াছে। পথে বিলক্ষণ কর্দম, সুতরাং এসময় যানের আর গমনাগমন নাই। আকাশ কোথাও সুপ্রকাশ, কোথাও বা মেঘাচ্ছন্ন, সুতরাং উহা শৈলনিরুদ্ধ প্রশান্ত সাগরের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। গিরি-নদী অত্যন্ত খরবেগ, সর্জ ও কদম্ব পুষ্প প্রবাহে ভাসি-তেছে, জল ধাতু সংযোগে অতিশয় রক্তবর্ণ, ময়ূরগণ তীরে

কেকারব করিতেছে। ঐ সমস্ত রসপূর্ণ ভৃঙ্গতুল্য জম্বূফল, ঐ সকল সুপক্ক নানাবর্ণ আম্র পবনবেগে পতিত হইতেছে।

এই দেখ, গিরি শৃঙ্গাকার মেঘ বিদ্যুৎরূপ পতাকা ও বক-শ্রেণীরূপ মালায় শোভিত হইয়া, যুদ্ধস্থিত হস্তীর ন্যায় গভীর রবে গর্জন করিতেছে। অপরাহ্ণে বনের কি শোভা, ভূমি তৃণাচ্ছন্ন, বর্ষার জলে সিক্ত, এবং ময়ূরেরা নৃত্য করিতেছে। মেঘ জলভারে পূর্ণ হইয়া, পর্ব্বতের অত্যুচ্চ শৃঙ্গে পুনঃপুনঃ বিশ্রাম পূর্ব্বক গভীর গর্জ্জন সহকারে গমন করিতেছে। ঐ সকল বক মেঘে অনুরাগ বশত আহ্লাদের সহিত উড্ডীন হইয়া, গগনে পবনচলিত পদ্মমালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। ভূমি তৃণাচ্ছন্ন, স্থানে স্থানে ইন্দ্রগোপ কীট, উহা শুকশ্যামল লাক্ষারঞ্জিত কম্বল দ্বারা রমণীর ন্যায় সুদৃশ্য হইয়াছে। নিদ্রা নারায়ণকে, নদী সমুদ্রকে, হৃষ্ট বকশ্রেণী মেঘকে এবং কান্তা প্রিয়তমকে প্রাপ্ত হইতেছে। বন মধ্যে ময়ূরের নৃত্য, কদম্ব প্রস্ফুটিত হইয়াছে, ধেনুর প্রতি বৃষের প্রগাঢ় অনুরাগ, শস্যক্ষেত্র একান্ত মনোহর হইয়াছে। ইতস্তত মদমত্ত হস্তীর গর্জন, বিরহিগণ চিন্তাকুল হইতেছে এবং বানরেরা যার পর নাই হৃষ্ট। মাতঙ্গগণ নির্ঝরশব্দে আকুল হইয়া, কেতকী পুষ্পের গন্ধ আঘ্রাণ পূর্ব্বক ময়ূরের সহিত সগর্ব্বে নৃত্য করিতেছে। ভৃঙ্গেরা কদম্বশাখায় লম্বিত হইয়া, উৎসব-

ভরে সমধিক পুষ্পরস পান পূর্ব্বক উদ্গার আরম্ভ করিয়াছে। জম্বূ বৃক্ষে অঙ্গারখণ্ডতুল্য রসাল জম্বূ ফল, শাখায় লম্বমান, যেন ভৃঙ্গেরা শাখা পান করিতেছে। মেঘে বিদ্যুৎরূপ পতাকা, দেখিলে উহা সমরোৎসুক হস্তীর ন্যায় বোধ হয়। ঐ একটী মাতঙ্গ বনপ্রবেশ করিতেছিল, ইত্যবসরে মেঘগর্জ্জন শ্রবণে প্রতিদ্বন্দ্বীর আগমন আশঙ্কা করিয়া যুদ্ধার্থ তৎক্ষণাৎ ফিরিল। এক্ষণে এই বনের নানা ভাব, কোথাও ভৃঙ্গের গুণ গুণ স্বর, কোথাও ময়ূরের নৃত্য এবং কোথাও বা হস্তী সকল প্রমত্ত হইয়াছে। এই স্থান জলে পূর্ণ; কদম্ব, সর্জ্জ, অর্জ্জুন ও কন্দল পুষ্প বিকসিত হইতেছে, ইতস্তত ময়ূরের নৃত্য গীত, বোধ হয়, যেন ইহাই পানভূমি।

বিহঙ্গগণের পক্ষ বৃষ্টিজলে বিবর্ণ হইয়াছে, উহারা তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পল্লবদললগ্ন মুক্তাকার জলবিন্দু হৃষ্টমনে পান করিতেছে। ঐ শুন, অরণ্যে যেন সঙ্গীতলহরী উত্থিত হইয়াছে। ভৃঙ্গরব উহার মধুর বীণা, ভেকের ধ্বনি কণ্ঠতাল এবং মেঘগর্জ্জনই মৃদঙ্গ। ময়ূরগণ পুচ্ছ বিস্তার করিয়া, কখন নৃত্য কখন গান এবং কখন বা বৃক্ষাগ্রে শরীরভার অর্পণ করিতেছে। নানারূপ নানাবর্ণের ভেক মেঘরবে ব্যাপক কালের নিদ্রা দূর করিয়া, ধারাপ্রহারে নানা প্রকার শব্দ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। নদীতে চক্রবাক প্রবাহিত, তীরদেশ স্খলিত হইতেছে, নদী

সগর্ব্বে সমুদ্রে যাইতেছে। সজল নীল মেঘে ঐরূপ মেঘ সংলগ্ন, যেন জ্বলন্ত শৈলে জ্বলন্ত শৈল আসক্ত হইয়াছে। ভৃঙ্গেরা ধৌতকেসর পদ্মকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কেসরশোভিত কদম্বে গিয়া বসিতেছে। মাতঙ্গ মদমত্ত, বৃষ সকল হৃষ্ট, পর্ব্বত রমণীয়, রাজগণ নিশ্চেষ্ট, এ সময় ইন্দ্র মেঘ লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। মেঘ জলভারে গগণতলে লম্বিত, সমুদ্রবৎ গভীররবে গর্জ্জন করিতেছে এবং জলধারায় নদী, তড়াগ, দীর্ঘিকা, সরোবর ও সমস্ত পৃথিবীকে প্লাবিত করিয়া দিতেছে। বৃষ্টির অত্যন্ত বেগ, বায়ু অতিশয় প্রবল, নদী তট উৎপাটন ও পথরোধ পূর্ব্বক খরপ্রবাহে চলিতেছে। পর্ব্বত নৃপতির ন্যায় ইন্দ্রপ্রদত্ত পবনোপনীত মেঘরূপ জলকুম্ভ দ্বারা অভিসিক্ত হইয়া যেন আপনার সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধি প্রদর্শন করিতেছে। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, গ্রহ নক্ষত্র আর কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না। পৃথিবী নূতন জলধারায় তৃপ্ত, দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারে লিপ্ত হইয়া একান্ত অপ্রকাশ আছে। পর্ব্বতশৃঙ্গ ধৌত, প্রবল জলপ্রপাত মুক্তামালার ন্যায় উহাতে শোভা পাইতেছে। নির্ঝরবেগ প্রস্তরখণ্ডে স্খলিত হইয়া, ছিন্ন হারের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। চতুর্দ্দিকে জলধারা, ক্রীড়াকালে স্বর্গরমণীগণের মুক্তাহার ছিন্ন হইয়াই যেন পড়িতেছে। বিহঙ্গেরা বৃক্ষে লীন, পদ্মদল মুকুলিত এবং মালতী পুষ্প বিকসিত, বোধ হইতেছে, সূর্য্য

অস্তাচলে চলিলেন। এক্ষণে রাজগণ যুদ্ধযাত্রায় পরাঙ্মুখ, সেনাগণ গমনপথেই অবস্থিত আছে, বলিতে কি, বৃষ্টি, শক্রতা ও পথ এককালে রোধ করিয়া রাখিয়াছে। যে সমস্ত সামগ ব্রাহ্মণ ভাদ্র মাসের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এই তাঁহাদের বেদপাঠ করিবার সময়। এখন কোশলরাজ ভরত গৃহসংস্কারকার্য্য সমাপন পূর্ব্বক সাংসারিক দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া, আষাঢ় মাসে ব্রতনিষ্ঠ হইয়া আছেন। সরযূ বৃষ্টিজলে পরিপূর্ণ, প্রবাহবেগ বর্দ্ধিত হইতেছে; বোধ হয়, অযোধ্যা স্বয়ংই যেন আমায় প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া আনন্দনাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বর্ষার বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি; এ সময় সুগ্রীব সুখভোগ করিতেছেন। তাঁহার জয়াশা পূর্ণ, তিনি সস্ত্রীক, বিস্তীর্ণ রাজ্য অধিকার করিয়াছেন। কিন্তু বৎস! আমার জানকী নাই, আমি রাজ্যচ্যুত, এক্ষণে জীর্ণ নদীকূলের ন্যায় ক্রমশই অবসন্ন হইতেছি। আমার শোক অতিমাত্র প্রবল; বর্ষাকাল শীঘ্র যাইতেছে না এবং রাবণও দুর্দ্দান্ত শত্রু, সুতরাং আমি যে বৈরনির্য্যাতন করিব, এরূপ সম্ভাবনা করি না। সুগ্রীব আমার বশীভূত বটে, কিন্তু আমি বর্ষানিবন্ধন এই অযাত্রা এবং পথ নিতান্ত দুর্গম বলিয়া সীতার অনুসন্ধান মুখাগ্রেও আনি নাই। সুগ্রীব সবিশেষ ক্লেশ পাইয়া বহুদিনের পর ভার্য্যা লাভ করিয়াছেন, এদিকে আমার কার্য্য অত্যন্ত গুরুতর, তজ্জন্য আমি তাঁহাকে কিছু

বলিতে চাহি না। তিনি স্বয়ংই বিশ্রামসুখ সম্ভোগ পূর্ব্বক প্রকৃত সময়ে সীতার অন্বেষণ করিবেন। তিনি কৃতজ্ঞ, উপকার কখন বিস্মৃত হইবেন না। লক্ষ্মণ! এই জন্য আমি সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছি। এক্ষণে সুগ্রীবের প্রসন্নতা ও শরদাগম আবশ্যক। উপকৃত বীরেরা প্রত্যুপকার কখন বিস্মৃত হন না, যদি অকৃতজ্ঞ হইয়া তদ্বিষয়ে পরাঙ্মুখ হন, ইহাতে সাধু-গণের মন একান্ত উদাস হইয়া থাকে।

তখন লক্ষ্মণ প্রিয়দর্শন রামের বাক্য সঙ্গত বুঝিয়া কৃতা-ঞ্জলিপুটে উহার যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন এবং স্বীয় শুভ বুদ্ধি প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্য! সুগ্রীব হইতে শীঘ্রই আপনার অভিষ্ট সিদ্ধ হইবে, আপনার শত্রু নির্ম্মূল হইয়া যাইবে। এক্ষণে আপনি শরতের প্রতীক্ষায় এই বর্ষাগম সহ্য করুন।

# একোনত্রিংশ সর্গ।

এদিকে সুগ্রীব বালিকে বধ করিয়া রাজ্য লইয়াছেন। তাঁহার মনোরথ পূর্ণ, তিনি প্রিয়তমা রুমা ও তারা প্রভৃতি মহিলাকে লইয়া দিনযামিনী সুখে আছেন। যেন সুররাজ অপ্সরোগণমধ্যে বিরাজ করিতেছেন। স্বয়ং নিশ্চিন্ত, রাজ্য-ভার মন্ত্রিহস্তে ন্যস্ত, তিনি উঁহাদের কার্য্যপরীক্ষায় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইয়া, বিশ্বাসে নিঃশংসয় হইয়া আছেন। ধর্ম্ম ও অর্থ সংগ্রহে তাঁহার দৃষ্টি নাই, তিনি ভোগপথ আশ্রয় করিয়া, নিরন্তর নির্জনবাসই অভিলাষ করিতেছেন।

অনন্তর হনুমান, শরৎকাল উপস্থিত অনুমান করিয়া, বিশ্বাসপ্রবণ সুগ্রীবের নিকট গমন করিলেন এবং উহাঁকে সুসঙ্গত ও সুমধুর বচনে প্রসন্ন করিয়া, সামাদিগুণসম্পন্ন হিত ও সত্য বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! তুমি রাজ্য যশ ও স্থায়িনী কুলশ্রী অধিকার করিয়াছ, এক্ষণে মিত্র সংগ্রহ অবশিষ্ট, সুতরাং তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা তোমার উচিত হইতেছে। দেখ, যে ব্যক্তি প্রকৃত সময়ে মিত্রের কার্য্য করেন, তাঁহার রাজ্য, কীর্ত্তি ও প্রভাব বর্দ্ধিত হয়। যাহাঁর কোশ, দণ্ড, মিত্র ও বুদ্ধিবৃত্তি স্বাধীন, তিনি বিস্তীর্ণ রাজ্য ভোগে সমর্থ হইয়া থাকেন। কপিরাজ!

তুমি ধর্ম্মপরায়ণ ও সুশীল, অঙ্গীকৃত মিত্রকার্য্যের অনুষ্ঠান তোমার উচিত হইতেছে। যে ব্যক্তি অনন্যকর্ম্মা হইয়া মিত্রকার্য্য না করে, তাহার নানা অনর্থ ঘটিয়া থাকে। কাল ব্যবধানে কার্য্য করা নিরর্থক, ইহাতে মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও কোন ফল দর্শে না। বীর! আমাদিগের মিত্রকার্য্য সাধনের বিলম্ব ঘটিতেছে, সুতরাং এক্ষণে তুমি জানকীর অন্বেষণে যত্নবান হও। কিন্তু রাম কালজ্ঞ, তিনি কাল অতীত দেখিয়াও তোমায় কিছু কহিতেছেন না এবং সবিশেষ ত্বরা সত্ত্বেও তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তিনি তোমার কুলবৃদ্ধির হেতু ও ব্যাপক দিনের বন্ধু, তাঁহার গুণের পরিসীমা নাই এবং স্বভাবও অলৌকিক। পূর্ব্বে তিনি তোমার যথেষ্ট করিয়াছেন, এক্ষণে তুমি তাঁহার উপকার কর, এবং প্রধান বানরদিগকে জানকীর অন্বেষণের নিমিত্ত আজ্ঞা দেও। না বলিতে, কাল বিলম্ব দোষের হইবে না, কিন্তু বলিবার পর বিলম্ব দোষাবহ হইবে। রাজন্! যে তোমার উপকারী নয়, তুমি তাহারও কার্য্য করিয়া থাক, কিন্তু যিনি শত্রু সংহার করিয়া তোমায় রাজ্য অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে আর বক্তব্য কি আছে। তুমি মহাবীর, রামের প্রীতি সম্পাদন উদ্দেশে আদেশ অপেক্ষা করা তোমার উচিত নহে। রাম অস্ত্রপ্রভাবে সুরাসুর ও উরগগণকে বশীভূত করিতে পারেন, কেবল তোমার প্রতিজ্ঞাত কাল প্রতীক্ষা

করিতেছেন। তিনি বালিবধে লোকের বিরাগভয় না করিয়া তোমার বিলক্ষণ উপকার করিয়াছেন, অতএব এক্ষণে আমরা পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ পর্য্যটন পূর্ব্বক জানকীর অনুসন্ধান করিব। রামের শক্তি অদ্ভুত, রাক্ষসের কথা কি, দেবাসুর পর্য্যন্ত তাঁহার বিক্রমে ভীত হইয়া থাকে। তুমি প্রাণপণে তাঁহার প্রিয় সাধন কর। এস্থানে বহুসংখ্য দুর্নিবার বানর আছে, তোমার আজ্ঞা পাইলে, উহাদের গতি স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতালেও প্রতিহত হইবে না। এক্ষণে বল, কে কোথায় গিয়া কি করিবে?

তখন ধীমান সুগ্রীব হনুমানের এই সুসঙ্গত কথায় সম্মত হইলেন এবং উৎসাহশীল নীলকে নানাস্থান হইতে বানরসৈন্য সংগ্রহে অনুমতি দিয়া কহিলেন, আমার সৈন্য ও যুথপতিগণ যাহাতে সেনাধ্যক্ষের সহিত শীঘ্র আগমন করে, তুমি তাহাই কর। দূরপথের বানরেরা দ্রুতপদে আসিয়া উপস্থিত হউক। উহারা আইলে তুমি স্বয়ং গিয়া উহাদিগকে গণনা করিয়া লও। পঞ্চদশ দিবসের মধ্যে যে এখানে না আসিবে, আমি অকুণ্ঠিত মনে তাহার প্রাণ দণ্ড করিব। অতঃপর তুমিও বৃদ্ধ বানরগণকে আনয়নার্থ অঙ্গদকে লইয়া প্রস্থান কর। মহাবীর সুগ্রীব নীলকে এই রূপ আদেশ দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

---

# ত্রিংশ সর্গ।

এদিকে রাম একান্ত কামার্ত্ত; শরতের পাণ্ডুবর্ণ আকাশ, নির্ম্মল চন্দ্রমণ্ডল ও জ্যোৎস্নাধবল রজনী দর্শন করিলেন; সুগ্রীবের সুখভোগে আসক্তি এবং জানকীর অনুদ্দেশের কথা চিন্তা করিলেন; বুঝিলেন, সৈন্যের উদ্যোগকাল অতীত হইয়াছে। তিনি যারপর নাই কাতর হইয়া মোহিত হইলেন এবং ক্ষণবিলম্বে সংজ্ঞা লাভ করিয়া হৃদয়বাসিনী সীতাকে ভাবিতে লাগিলেন। পরে পাণ্ডুবর্ণ-ধাতুস্তূপে শোভিত শৈলশৃঙ্গে উপবেশন পূর্ব্বক শরতের সৌন্দর্য্য দর্শনে দীন-মনে কহিলেন, হা! যিনি স্বয়ং সারসস্বরে আশ্রম মধ্যে সারস-গণকে কলরব করাইতেন, যিনি কাঞ্চন-কান্তি পুষ্পিত অসন বৃক্ষ নিরীক্ষণ করিতেন, যিনি কলহংসের মধুর ও অস্ফুট শব্দে প্রবোধিত হইতেন, জানি না, আজ তিনি, আমায় না দেখিয়া কিরূপ আছেন! হা! সেই পদ্মপলাশলোচনা দ্বন্দ্বচর চক্রবাকের রব শুনিয়া কিরূপে জীবিত থাকিবেন! আমি আজ তাঁহার বিরহে নদ নদী সরোবর ও কাননে পর্য্যটন করিয়াও সুখী হইতেছি না। তিনি একান্ত সুকুমার

ও বিরহে নিতান্ত কাতর, সুতরাং এখন অনঙ্গ শরৎগুণে বর্দ্ধিত হইয়া, তাঁহাকে অত্যন্তই কষ্ট দিবেন।

চাতক মেঘের নিকট জলবিন্দু পাইবার প্রত্যাশায় যেমন ব্যাকুল হয়, তৎকালে রাম সীতার জন্য সেইরূপই হইলেন।

ঐ সময় শ্রীমান লক্ষ্মণ ফল সংগ্রহের জন্য গিরিশৃঙ্গ পর্য্যটন করিয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দেখিলেন, রাম নির্জ্জনে দুর্বিসহ চিন্তায় আক্রান্ত হইয়া শূন্য মনে রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে তিনি যারপর নাই বিষণ্ণ হইলেন, কহিলেন, আর্য্য! কামের অধীনতায় কি হইবে, পৌরুষই বা কেন পরাভূত হয়, এক্ষণে কর্ম্মযোগে মনঃসমাধান করুন। শোক আপনার সমাধি নষ্ট করিতেছে, এই সমাধিবলে অবশ্যই দুঃখের হ্রাস হইবে। আপনি উৎসাহী হইয়া সতত প্রসন্ন মনে থাকুন, এবং স্বকার্য্য সাধনের হেতু সহায় ও সামর্থ্য আশ্রয় করুন। বীর! জানকী আপনার পত্নী, অন্যে তাঁহাকে কখন গ্রহণ করিতে পারিবে না, জ্বলন্ত অগ্নিশিখা স্পর্শ করিলে কে না দগ্ধ হইয়া থাকে?

রাম লক্ষ্মণের এই রূপ অপরিহার্য্য সিদ্ধান্ত শ্রবণে কহিলেন, বৎস! তোমার বাক্য নীতিসঙ্গত, ধর্ম্মার্থপূর্ণ ও শান্ত, এই হিতকর কথায় অনুমোদন করা আবশ্যক।

সমাধি দ্বারা তত্ত্ব দর্শন এবং কর্ম্ম যোগের অনুষ্ঠান বিহিত হইতেছে; ইহা ত্যাগ করিয়া দুর্লভ কর্ম্মফল অনুসন্ধান উচিত বোধ হয় না।

রামের জানকী-চিন্তা সততই জাগরূক, তাঁহার মুখ সহসা শুষ্ক হইয়া গেল, তিনি কহিলেন, বৎস! ইন্দ্রদেব বৃষ্টি দ্বারা পৃথিবীর তৃপ্তি সাধন এবং শস্য উৎপাদন পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ঘনঘটা গভীর গর্জনে সর্ব্বত্র বর্ষণ করিয়া ক্ষান্ত, উহা নীলোৎপলবৎ শ্যামরাগে দশদিক অন্ধকার করিত, এক্ষণে নির্ম্মদ মাতঙ্গবৎ শান্ত। বায়ু কুটজ ও অর্জুন পুষ্পের গন্ধ বহন এবং মহাবেগে বিচরণ পূর্ব্বক নিবৃত্ত হইয়াছে। হস্তীর বৃংহিত ধ্বনি, ময়ূরের কেকারব এবং নির্ঝরের ঝর ঝর শব্দ আর শুনিতে পাওয়া যায় না। রম্য-শিখর পর্ব্বত সকল বৃষ্টিজলে ক্ষালিত ও একান্তই নির্ম্মল, এক্ষণে জ্যোৎস্নায় লিপ্ত হইয়াই যেন শোভিত হইতেছে। অদ্য শরৎ সপ্তপর্ণ বৃক্ষের শাখায়, চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্রের প্রভায় এবং হস্তীর লীলায় শ্রী বিভাগ করিয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। কমলদল সূর্য্যকিরণস্পর্শে বিকসিত, এক্ষণে শ্রী, শরৎ গুণে অনেক পদার্থ আশ্রয় করিয়া ইহাতেই সমধিক বিরাজমান আছেন। সপ্তপর্ণের সুগন্ধ বিস্তৃত হইতেছে, চতুর্দ্দিকে ভৃঙ্গের রব এবং বৃষ ও মাতঙ্গগণ গর্ব্বিত হইয়াছে।

ঐ দেখ, চক্রবাকেরা মানস সরোবর হইতে আসিয়াছে, উহাদিগের সর্ব্বাঙ্গ পদ্মপরাগে রঞ্জিত, উহারা বৃহৎ ও সুন্দর পক্ষ প্রসারণ পূর্ব্বক পুলিনে হংসের সহিত বিচরণ করিতেছে। নদীর জল নির্ম্মল। আজ ময়ূরগণ আকাশ মেঘশূন্য দেখিয়া, পুচ্ছরূপ আভরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিন্তিত ও নিরানন্দ হইয়া আছে। প্রিয়তমা ময়ূরীর প্রতি উহাদের একান্তই বিরাগ এবং ভোগেও আর স্পৃহা নাই। স্বর্ণবর্ণ অসন বৃক্ষের শাখাগ্র পুষ্পভরে অবনত হইয়া কুসুমগন্ধ বিস্তার করিতেছে। দেখ, এই সমস্ত সুদৃশ্য বৃক্ষে বন বিভাগের কি শোভাই হইয়াছে। মাতঙ্গগণ মদমত্ত ও মদলালস হইয়া, করিণীর সহিত কখন পদ্মবনে, কখন অরণ্যে, কখন বা সপ্তপর্ণের গন্ধ আঘ্রাণ পূর্ব্বক মন্দগমনে বিচরণ করিতেছে। আকাশ অসিশ্যামল, নদী ক্ষীণপ্রবাহ, বায়ু কহ্লার পুষ্পে সুগন্ধি ও শীতল হইয়া বহিতেছে এবং দিক সকল অন্ধকারমুক্ত ও সুপ্রকাশ। অদ্য রৌদ্রের উত্তাপে পথের পঙ্ক শুষ্ক হইয়া গিয়াছে এবং বহু দিনের পর, ঘনীভূত ধূলিজাল উত্থিত হইতেছে। যে সমস্ত নৃপতি পরস্পরের প্রতি বদ্ধবৈর, এক্ষণে তাঁহাদের যুদ্ধযাত্রার সময় উপস্থিত। শরতের প্রভাবে বৃষদিগের রূপ ও শোভা বর্দ্ধিত হইয়াছে। উহারা মদমত্ত হৃষ্ট ও ধূলিতে লুণ্ঠিত হইয়া যুদ্ধলোভে গোসমূহের মধ্যে নিনাদ করিতেছে। করিণী

অরণ্য মধ্যে প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত মন্মথাবেশে মৃদুগমনে উন্মত্ত মাতঙ্গের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ময়ূরগণ পুচ্ছ-রূপ রমণীয় আভরণ শূন্য হইয়া নদীতটে আসিয়াছিল, এক্ষণে যেন সারসগণের ভৎর্সনায় বিমনা হইয়া, দীন ভাবে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। মদবারিবর্ষী করি সকল ভীম রবে হংস ও চক্রবাকগণকে চকিত করিয়া, প্রফুল্লকমলশোভিত সরোবর আলোড়ন পূর্ব্বক জলপান করিতেছে। নদীতে পঙ্ক নাই, বালুকা বিকীর্ণ, জল স্বচ্ছ, হংস ও সারসগণ হৃষ্টমনে কলরব করিয়া বিচরণ করিতেছে। এখন ভেকেরা নীরব, প্রস্রবণ শুষ্ক প্রায় এবং বায়ু মৃদুগতি। ঘোরবিষ নানা বর্ণের ভুজঙ্গ বর্ষার প্রারম্ভে আহারাভাবে মৃতকল্প হই-য়াছিল, এক্ষণে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বহু দিনের পরে গর্ত্ত হইতে নির্গত হইতেছে। সন্ধ্যা, রাগরঞ্জিত হইয়া গগনতল পরি-ত্যাগ করিতেছে এবং চন্দ্রের রমণীয় রশ্মিসংস্পর্শে তারকা বিকাস পাইতেছে। চন্দ্রই রজনীর সুন্দর মুখ, তারাগণ উন্মীলিত নেত্র এবং জ্যোৎস্না বস্ত্র, সুতরাং উহা শুক্লবসন-শোভিত রমণীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। সারসেরা সুপক্ক ধান্য আহারে পরিতৃপ্ত, এক্ষণে আকাশে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া হৃষ্টমনে মহা বেগে পবন কম্পিত মালার ন্যায় যাইতেছে। দেখ, ঐ বিস্তীর্ণ হ্রদের কি শোভা, উহাতে একটি হংস নিদ্রিত, কুমুদ

প্রস্ফুটিত হইয়াছে; উহা পূর্ণশশাঙ্কলাঞ্ছিত নক্ষত্রচিত্রিত নির্ম্মল নভোমণ্ডলের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। অদ্য সরসী উজ্জ্বল-বেশা বারযুবতীর ন্যায় বিরাজমান, চপল হংসশ্রেণী উহার মেখলা এবং প্রফুল্ল পদ্মই মালা। গিরিগহ্বর ও বৃষের রব প্রাভাতিক বায়ুসংযোগে উৎপন্ন এবং বেণুস্বরে মিলিত হইয়া, যেন পরস্পরের বৃদ্ধিকল্পে সহায়তা করিতেছে। নদী-তটে কাশ কুসুমের অভিনব বিকাস, উহা মৃদুমন্দ বায়ুহিল্লোলে তরঙ্গিত হইয়া, ধবল পট্টবস্ত্রের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। ভৃঙ্গেরা মধুপানে উন্মত্ত ও পদ্মপরাগে গৌরবর্ণ হইয়া, সস্ত্রীক হৃষ্টমনে গর্ব্বিতগমনে বায়ুর অনুসরণ করিতেছে। জল স্বচ্ছ, পুষ্প প্রস্ফু-টিত হইতেছে, নিরবচ্ছিন্ন ক্রৌঞ্চের রব, ধান্য সুপক্ক হইয়াছে, বায়ু মৃদুগতি এবং চন্দ্র একান্তই নির্ম্মল। বৎস! এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্টে বোধ হয়, যেন বর্ষার প্রভাব আর নাই। নদী মৎস্যরূপ মেখলা ধারণ পূর্ব্বক প্রত্যূষে সম্ভোগকৃশা কামিনীর ন্যায় অলসগমনে যাইতেছে। উহা দুকূলবৎ কাস পুষ্পে আচ্ছন্ন এবং চক্রবাক ও শৈবালে আকীর্ণ, সুতরাং পত্ররচনা ও গোরোচনায় অলঙ্কৃত বধূমুখের ন্যায় শোভিত হইতেছে। দেখ, আজ অরণ্যে অনঙ্গদেবের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব, ইনি প্রচণ্ড শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক বিরহিগণকে দণ্ড করিতেছেন। মেঘাবলী সুবৃষ্টি দ্বারা সকলকে তুষ্ট, নদী সরোবর পূর্ণ, এবং

অবনীকে শস্যশালিনী করিয়া অদৃশ্য হইয়াছে। যেমন কোন রমণী নবসঙ্গমে লজ্জিত হইয়া, অল্পে অল্পে জঘনদেশ প্রদর্শন করে, সেই রূপ নদী পুলিনদেশ ক্রমশ প্রকাশ করিতেছে। লক্ষ্মণ! বদ্ধবৈর বিজিগীষু রাজগণের ইহাই যুদ্ধের প্রকৃত সময়। কিন্তু আমি সংগ্রামের তাদৃশ উদ্যোগ এবং সুগ্রীব-কেও আর দেখিতেছি না। বর্ষার এই চারি মাস আমার শত বৎসর জ্ঞান হইতেছিল, এক্ষণে তাহা অতীত এবং শরৎকাল উপস্থিত; শৈলশৃঙ্গে অসন, সপ্তপর্ণ, কোবিদার, বন্ধুজীব ও তমাল পুষ্পিত হইতেছে। নদীপুলিনে হংস সারস প্রভৃতি জলচর বিহঙ্গেরা বিচরণ করিতেছে। কিন্তু হা! আমি সীতার বিরহে একান্ত কাতর। যিনি দুর্গম দণ্ডকারণ্যে উদ্যানবৎ সুখে প্রবেশ করিয়াছিলেন, যিনি পতির পশ্চাৎ চক্রবাকবধূর ন্যায় আমার অনুসরণ করিতেন, তিনি এক্ষণে কোথায়। লক্ষ্মণ! আমি ভার্য্যাহীন রাজ্যভ্রষ্ট নির্বাসিত ও দুঃখার্ত্ত, তথাচ সুগ্রীব আমায় কৃপা করিতেছেন না। রাম দূরদেশীয়, অনাথ, দরিদ্র ও কাতর, রাবণ উহারে পরাভব করিয়াছে, এবং সে আমার শরণাপন্ন; বোধ হয়, ঐ দুরাত্মা এই ভাবিয়াই আমার বিমাননা করিতেছে। সে জানকীরে অন্বেষণ করি-বার জন্য অঙ্গীকার করিয়াছিল, কিন্তু স্বয়ং কৃতকার্য্য হইয়া বিস্মৃত হইয়াছে। এক্ষণে ভাই! তুমি কিষ্কিন্ধ্যায় যাও,

গিয়া সেই গ্রাম্যসুখাসক্ত মূর্খকে আমার বাক্যে বলিও, যে, যে ব্যক্তি পূর্ব্বোপকারী বলিষ্ঠ অর্থীর স্বার্থসাধনে প্রতিশ্রুত হইয়া পশ্চাৎ বিমুখ হয়, সে অতি পামর। বাক্য, ভাল বা মন্দ যেরূপই হউক, একবার ওষ্ঠের বাহির হইলে, তাহা রক্ষা করাই উৎকৃষ্ট বীরের লক্ষণ। যে নিজে পূর্ণকাম হইয়া অকৃত-কার্য্য মিত্রের প্রতি একান্ত উদাসীন হইয়া থাকে, ঐ কৃতঘ্ন মরিলেও মাংসাশী শৃগাল কুক্কুরেরা তাহাকে ভক্ষণ করে না। এক্ষণে তুমি নিশ্চয়ই আমার স্বর্ণপৃষ্ঠ আকৃষ্ট শরা-সনের বিদ্যুদাকার রূপ দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছ এবং রোষ-বিজৃম্ভিত বজ্রনির্ঘোষসদৃশ ঘোর জ্যাতলশব্দ শুনিতে অভিলাষী হইয়াছ।

লক্ষ্মণ! তোমার ন্যায় মহাবীর যাহার সহায়, তাহার বিক্রমের পরিচয় পাইয়াও সুগ্রীব যে নিশ্চিন্ত আছে, ইহাই আশ্চর্য্য। আমি জানকীর অন্বেষণের জন্য তাহার সহিত সখ্যতা করিলাম, কিন্তু সে পূর্ণমনোরথ হইয়া অঙ্গীকার পালনের কথা আর মনেও আনে না। বর্ষার অন্তে আমাদিগের সঙ্কেত-কাল নির্দ্দিষ্ট ছিল, কিন্তু চার মাস অতীত হইল, সুগ্রীব ভোগাশক্তি বশত তাহা জানিতেই পারিল না। ঐ দুর্বৃত্ত, পারিষদ্গণকে লইয়া মদ্যপানে উন্মত্ত আছে; আমরা শোকার্ত্ত, তথাচ উহার হৃদয়ে কৃপার

সঞ্চার হইতেছে না। বীর! তুমি যাও, তাহার নিকট আমার ক্রোধের উল্লেখ করিও এবং ইহাও কহিও, বালি বিনষ্ট হইয়া যে পথে গিয়াছে, তাহা সঙ্কীর্ণ নহে। সুগ্রীব! অঙ্গীকার রক্ষা কর, জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করিও না। আমি সমরে বালিকেই সংহার করিয়াছি, কিন্তু তুমি যদি সত্য পালনে পরাঙ্মুখ হও, তবে তোমাকেও সবান্ধবে বিনাশ করিব। বৎস! এই উপস্থিত বিষয়ে যাহা হিতকর, তুমি তাহাই কহিবে। নিশ্চয় বুঝিও, কাল বিলম্ব দেখিয়াই আমি এইরূপ ব্যগ্র হইতেছি।

# একত্রিংশ সর্গ।

তখন লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, আর্য্য! সুগ্রীবের বুদ্ধি প্রীতিপ্রবণ নহে। এক্ষণে যদি সে সদাচার রক্ষা না করে, সৌভাগ্য যে সখ্যতামূলক, যদি তাহা না মানে, তবে রাজলক্ষ্মী উহার বহুকাল ভোগের হইবে না। আপনি সুপ্রসন্ন, তজ্জন্যই উহার মতবৈপরীত্য ঘটিয়াছে, এবং প্রত্যুপ-কারের ইচ্ছাও আর নাই। অতএব সে বিনষ্ট হইয়া, জ্যেষ্ঠ বালিকে গিয়া সন্দর্শন করুক। ঐরূপ গুণধর পুরুষের হস্তে রাজ্যভার রক্ষা করা উচিত নহে। আর্য্য! আমি ক্রোধবেগ সংবরণ করিতেছি না, অদ্য সেই মিথ্যাবাদীকে বিনাশ করিব, এক্ষণে বালির পুত্র অঙ্গদ বানরগণকে লইয়া জানকীর অন্বেষণ করুন। খরকোপ লক্ষ্মণ এই বলিয়া শর ও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক উত্থিত হইলেন।

তদ্দর্শনে রাম বিনয় বচনে কহিলেন, বৎস! ভবাদৃশ লোক কখন এইরূপ গর্হিত আচরণ করেন না। যিনি বিবেকবলে কোপ উন্মূলন করিতে পারেন, তিনিই সাধু। অতএব তুমি মিত্রের বিনাশসঙ্কল্প করিও না। এক্ষণে সদ্ভাব সহকারে

প্রীতির অনুসরণ এবং পূর্ব্বকার্য্য ও সখ্যতা স্মরণ কর। তুমি রুক্ষতা পরিহার পূর্ব্বক সুগ্রীবকে গিয়া সান্ত্ববাক্যে এইমাত্র কহিও, সখে! জানকীর অন্বেষণ কাল অতীত হইয়া যায়।

লক্ষ্মণ রামের হিতার্থী ও আজ্ঞাবহ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার বাক্য তৎক্ষণাৎ শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন এবং ক্রোধভরে এক কৃতান্তভীষণ ইন্দ্রশরাসনতুল্য প্রকাণ্ড ধনু গ্রহণ করিলেন। বোধ হইল, তিনি যেন উচ্চশিখর মন্দর পর্ব্বত। রামের নৈরাশ্যজনিত প্রবল রোষানল উহাঁর অন্তরে জ্বলিতে লাগিল। ঐ বৃহস্পতিপ্রতিম ধীমান, উত্তর প্রত্যুত্তর সমস্ত সংকলন করিয়া লইলেন এবং অপ্রসন্নমনে খরচরণে কিষ্কিন্ধ্যার দিকে যাইতে লাগিলেন। তাঁহার গতিবেগে সাল, তাল ও অশ্বকর্ণ প্রভৃতি বৃক্ষ পতিত এবং গিরিশৃঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি পদতলে শিলা সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া, কার্য্যগৌরবে এক এক পদ দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক দ্রুতচর করিরাজের ন্যায় চলিলেন। অদূরে পর্ব্বতোপরি কিষ্কিন্ধ্যা নগরী; উহা বানরসৈন্যসঙ্কুল ও নিতান্ত দুর্গম। লক্ষ্মণ দেখিতে দেখিতে ক্রমশ উহার সন্নিহিত হইলেন।

ঐ সময় কুঞ্জরাকার বানরগণ কিষ্কিন্ধ্যার বহির্ভাগে বিচরণ করিতেছিল। উহারা লক্ষ্মণকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক শৈলশৃঙ্গ ও অত্যুচ্চ বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া লইল। তদ্দর্শনে মহাবীর লক্ষ্মণ

ক্রোধবেগে প্রচুর কাষ্ঠসংযোগে অগ্নির ন্যায় দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিলেন, উহাঁর ওষ্ঠ অনবরত কম্পিত হইতে লাগিল।

অনন্তর বানরগণ ঐ কালদর্শন যুগান্তভীষণ লক্ষ্মণকে কুপিত দেখিয়া, ভীতমনে পলায়ন করিতে লাগিল। কেহ কেহ সুগ্রীবের বাসভবনে গিয়া, উহাঁর আগমন ও ক্রোধের কথা নিবেদন করিল। তৎকালে কপিরাজ তারার সহিত ভোগসুখে আসক্ত ছিলেন, সুতরাং তিনি উহাদের বাক্যে কর্ণপাতও করিলেন না।

পরে ঐ সকল মেঘাকার বানর সচিবগণের সঙ্কেতে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। উহারা বিকৃতদর্শন ও শার্দূলদশন, নখ ও দন্তই উহাদের অস্ত্র। উহাদের মধ্যে কেহ দশ হস্তীর, কেহ শত হস্তীর, এবং কেহ বা সহস্র হস্তীর বল ধারণ করিতেছে। বীর লক্ষ্মণ ঐ মহাবল কপিবলে কিষ্কিন্ধা পরিপূর্ণ ও নিতান্ত দুর্গম দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইলেন। পরে বানরগণ প্রাকারের অদূরে পরিখা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক প্রকাশ্যে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। তখন লক্ষ্মণ সুগ্রীবের প্রমাদ এবং রামের কার্য্যগৌরব চিন্তা করিয়া, ক্রোধে প্রলয়-হুতাশনের ন্যায় জ্বলিতে লাগিলেন। তাঁহার নেত্র আরক্ত হইয়া উঠিল, ঘন ঘন দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি যেন পঞ্চমুখ ভীষণ ভুজঙ্গ, তৎকালে বাণের

অগ্রভাগ উহাঁর লোল জিহ্বা, শরাসন দেহ, এবং স্বীয় তেজই তীক্ষ্ণ বিষ বলিয়া অনুমান হইতে লাগিল।

অনন্তর অঙ্গদ ভয়ে যার পর নাই বিষণ্ণ হইয়া, উহাঁর নিকট আগমন করিলেন। লক্ষ্মণ রোষারুণ লোচনে উহাঁকে কহিলেন, বৎস! তুমি গিয়া শীঘ্র সুগ্রীবকে আমার আগমনসংবাদ দেও। বলিও, লক্ষ্মণ ভ্রাতৃদুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন। এক্ষণে যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত কর। বৎস! তুমি সুগ্রীবকে এই কথা বলিয়া অবিলম্বে আমার নিকট আইস।

লক্ষ্মণের এইরূপ কঠোর বাক্যে অঙ্গদের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল, মুখশ্রী ম্লান হইয়া গেল, তিনি সুগ্রীবের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে, এবং রুমা ও তারাকে প্রণাম করিয়া সমস্তই কহিলেন। সুগ্রীব মদমত্ত ও কামমোহিত হইয়া ঘোর নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন, অঙ্গদ কি কহিলেন তিনি তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিলেন না। তখন বানরগণ লক্ষ্মণকে প্রসন্ন করিবার আশয়ে ভয়ে কিল্‌কিলা রব আরম্ভ করিল, এবং সুগ্রীবের নিদ্রাভঙ্গ করিবার নিমিত্ত বজ্রের ন্যায় ভীষণ স্বরে প্রবাহবৎ গম্ভীর সিংহনাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর সুগ্রীব ঐ শব্দে জাগরিত হইলেন। তাঁহার

নেত্রযুগল মদবিহ্বল ও আরক্ত, তিনি এই কোলাহল শুনিয়া ব্যাকুল হইতে লাগিলেন।

ঐ সময় যক্ষ ও প্রভাব নামে ধীমান উদারদর্শন দুই জন মন্ত্রী অঙ্গদের মুখে সমস্ত শুনিয়া উহাঁরই সহিত তথায় আসিয়াছিল। উহারা ইন্দ্রতুল্য সুগ্রীবের সম্মুখে গিয়া বসিল এবং উহাঁকে প্রসন্ন করিয়া সুসঙ্গত বাক্যে কহিল, রাজন্! মনুষ্যপ্রকৃতি রাম ও লক্ষ্মণ রাজপ্রভাব ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। উহাঁরা আপনাকে রাজ্য দান করিয়াছেন; এক্ষণে ঐ উভয় ভ্রাতার মধ্যে বীর লক্ষ্মণ শরাসনহস্তে আপনার দ্বারে দণ্ডায়মান। উহাঁরই ভয়ে বানরগণ কম্পিত হইয়া কলরব করিতেছে। তিনি রামের বাক্যে আপনাকে ধর্ম্মার্থসংক্রান্ত কিছু বলিবার জন্য আসিয়াছেন। অঙ্গদ তাঁহারই উত্তেজনায় আপনার নিকট উপস্থিত। তিনি পুরদ্বারে রোষলোহিত নেত্রে যেন বানরদিগকে দগ্ধ করিতেছেন। অতএব আপনি শীঘ্র গিয়া পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত তাঁহাকে প্রণিপাত করুন, অদ্য তাঁহার ক্রোধ শান্তি হউক। ধর্ম্মশীল রাম যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, তাহাই করুন এবং প্রতিজ্ঞা পালনে যত্নবান হউন।

# দ্বাত্রিংশ সর্গ ।

তখন সুগ্রীব, লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, শুনিবামাত্র আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং উপস্থিত বিষয়ের গৌরব ও লাঘব অবধারণ করিয়া মন্ত্রিগণকে কহিলেন, দেখ, আমি লক্ষ্মণকে অনুচিত কথা কহি নাই এবং তাঁহার সহিত অসৎ ব্যবহারও করি নাই, তিনি যে কি জন্য ক্রোধাবিষ্ট হইলেন, ইহাই আমার চিন্তা। বোধ হয়, কোন ছিদ্রান্বেষী শত্রু আমার মিথ্যা দোষ তাঁহার কর্ণগোচর করিয়া থাকিবে। এক্ষণে তোমরা স্বস্ব বুদ্ধি বিবেচনানুসারে তাঁহার ক্রোধের প্রকৃত কারণ নির্ণয় কর। আমি, রাম কি লক্ষ্মণ, কাহাকেও শঙ্কা করি না, কিন্তু মিত্র অকারণ কুপিত হইয়াছেন, ইহাই আমার ভয়। দেখ, মিত্রতা অনায়াসে হয়, উহা রক্ষা করাই কঠিন ব্যাপার; চিত্তের চাঞ্চল্য হেতু অল্প কারণেই প্রীতির বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে। মন্ত্রিগণ! আমি রামের নিকট উপকৃত, কিন্তু অদ্যাপি তাঁহার কিছুই প্রত্যুপকার করিতে পারি নাই, এক্ষণে ইহাতেই আমার মনে নানা আশঙ্কা জন্মিতেছে।

তখন হনুমান যুক্তিসঙ্গত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! উপকার বিস্মৃত না হওয়া তোমার পক্ষে বিস্ময়ের নহে। বীর রাম অপবাদ-ভয় না করিয়া তোমার প্রিয়সাধনার্থ দুর্জ্জয় বালিকে বিনাশ করিয়াছেন। সুতরাং এক্ষণে তাঁহার যে প্রণয়কোপ উপস্থিত, আমি তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় করি না, তিনি তন্নিবন্ধনই শ্রীমান লক্ষ্মণকে এস্থানে প্রেরণ করিয়াছেন। দেখ, এক্ষণে শরৎকাল অবতীর্ণ, সপ্তপর্ণ পুষ্পিত হইতেছে, গ্রহ নক্ষত্র সকল নির্ম্মল, আকাশে মেঘ দৃষ্ট হয় না, চতুর্দ্দিক পরিষ্কৃত এবং নদ নদী ও সরোবরের জলও স্বচ্ছ হইয়াছে। কিন্তু তুমি মদভরে ইহার কিছুই জানিতেছ না এবং এই সময়ে যে যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে হইবে, তাহাও বুঝিতেছ না। মহাবীর লক্ষ্মণ তোমার এই অমনোযোগ সুস্পষ্ট অনুমান করিয়া এই স্থানে আসিয়াছেন। রাম পত্নীবিরহে একান্তই কাতর, সুতরাং লক্ষ্মণের মুখে তাঁহার কএকটি কঠোর কথা তোমায় অবশ্য সহিতে হইবে। তুমি অপরাধী, এক্ষণে লক্ষ্মণকে গিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রসন্ন কর, তৎব্যতীত তোমার আর কিছুই শ্রেয় দেখি না। মহীপালকে সুপরামর্শ দেওয়া অধিকৃত মন্ত্রিবর্গের কর্ত্তব্য, তজ্জন্য আমি অকুণ্ঠিতমনে তোমায় এই অবধারিত কথা কহিলাম। রাম ক্রোধবশে দেবাসুর সমস্ত বশীভূত করিতে

পারেন। তুমি তাঁহার নিকট উপকৃত, সুতরাং যাঁহাকে পুনরায় প্রসন্ন করা আবশ্যক, তাঁহাকে কুপিত করা সঙ্গত হইতেছে না। এক্ষণে তুমি পুত্র ও বন্ধু বান্ধবের সহিত তাঁহার চরণে প্রণত হও এবং পতির নিকট পত্নী যে ভাবে থাকে, তুমি সেইরূপে তাঁহার বশতাপন্ন হইয়া থাক। রাজন্! রাম ও লক্ষ্মণের শাসন মনেও অতিক্রম করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। উহাঁদের বল বীর্য্য যে অলৌকিক, তুমি তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাইয়াছ।

# ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ

এদিকে লক্ষ্মণ অঙ্গদের নিকট সমস্ত শুনিয়া কিষ্কিন্ধায় প্রবেশ করিলেন। উহার দ্বারে বহুসংখ্য মহাকায় মহাবল বানর ছিল, তাহারা তাঁহাকে দেখিবামাত্র কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইল। লক্ষ্মণ যার পর নাই ক্রুদ্ধ, অনবরত নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, বানরগণ উহাঁর এই ভাবান্তর দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইল এবং তৎকালে উহাঁকে বেষ্টন পূর্ব্বক যাইতে আর সাহসী হইল না।

লক্ষ্মণ দ্বারে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, গুহা সুপ্রশস্ত রত্নময় ও রমণীয়, হর্ম্ম্য ও প্রাসাদ নিবিড়ভাবে নির্ম্মিত ও অত্যুচ্চ, কাননে যথেষ্ট ফলপুষ্প উৎপন্ন হইতেছে। প্রিয়দর্শন দেবকুমার, গন্ধর্ব্বপুত্র এবং কামরূপী বানরেরা দিব্য মাল্য ও বস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আছে। স্থানে স্থানে অগুরু, চন্দন, পদ্ম ও মদ্যের সৌরভ, রাজপথ গন্ধজলে সিক্ত, স্বচ্ছসলিলা গিরি-নদী সূক্ষ্মপ্রবাহে চলিয়াছে।

তিনি গমন কালে অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গবয়, গবাক্ষ, গয়, শরভ, বিদ্যুন্মালী, সম্পাতি, সূর্য্যাক্ষ, হনুমান, বীরবাহু,

সুবাহু, মহাত্মা নল, কুমুদ, সুষেণ, তার, জাম্ববান, দধিবক্ত্র, নীল, সুপাটল ও সুনেত্র এই সমস্ত বানরের অত্যুৎকৃষ্ট গৃহ দর্শন করিলেন। ঐ সকল গৃহ মেঘের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ, ধন ধান্যে পূর্ণ, মাল্যে সজ্জিত ও সুগন্ধি, তন্মধ্যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী রমণীগণ বাস করিতেছেন। লক্ষ্মণ ক্রমশ তৎসমুদয় অতিক্রম করিয়া সুগ্রীবের বাসভবন দেখিতে পাইলেন। উহার প্রাকার স্ফটিকময় ও সুদৃশ্য এবং প্রসাদশিখর কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় ধবল; বানরগণ শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক উহার স্বর্ণতোরণশোভিত নিতান্ত দুর্গম দ্বারদেশ রক্ষা করিতেছে। সর্ব্বত্র নানাবিধ তরুশ্রেণী, সুচারু কল্পবৃক্ষ সর্ব্বকাল সুলভ ফলপুষ্পে শোভিত হইয়া শীতল ছায়া বিস্তার করিতেছে, উহা দেখিতে গাঢ় মেঘের ন্যায় নীল, দেবরাজ ইন্দ্র ঐ বৃক্ষ প্রদান করিয়াছিলেন।

অনন্তর লক্ষ্মণ, মেঘমধ্যে সূর্য্যের ন্যায়, অপ্রতিহত পদে সুগ্রীবের ঐ আবাসে প্রবেশ করিয়া, যান ও আসনে সজ্জিত সাতটী কক্ষ্যা অতিক্রম করিলেন। দেখিলেন, সম্মুখে অন্তঃপুর, সুরক্ষিত ও বিস্তীর্ণ, উহার ইতস্ততঃ আস্তরণমণ্ডিত স্বর্ণ ও রজতময় আসন, সুমধুর বীণারবের সহিত তাললয়বিশুদ্ধ মৃদঙ্গ বাদিত হইতেছে, এবং সদ্বংশোৎপন্ন রূপযৌবনগর্ব্বিত রমণীগণ উজ্জ্বলবেশে বিরাজ করিতেছে, উহারা উৎকৃষ্ট মাল্য

রচনায় ব্যগ্র। স্থানে স্থানে অনুচরগণ হৃষ্টমনে দণ্ডায়মান। উহাদের পরিচ্ছদের পরিপাটী নাই, এবং উহারা পরিচর্য্যায়ও তাদৃশ ব্যতিব্যস্ত নহে। লক্ষ্মণ ক্রমশ ঐ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

ইত্যবসরে নূপুরধ্বনি ও কাঞ্চীরব উত্থিত হইল। লক্ষ্মণ শুনিবামাত্র লজ্জিত হইলেন, এবং ক্রুদ্ধ হইয়া, দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করত, কার্ম্মুকে টঙ্কার প্রদান করিলেন। স্ত্রীজনসমাজে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ, সুতরাং তিনি অন্তঃপুরগমনে পরাংমুখ হইয়া একান্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। রামের কার্য্যব্যাঘাতজনিত রোষ উহাঁর অন্তরে আরও প্রবল হইয়া উঠিল।

অনন্তর সুগ্রীব ঐ টঙ্কাররবে গাত্রোত্থান করিলেন। ভাবিলেন, অগ্রে অঙ্গদ আমায় যেরূপ কহিয়াছিল, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয়, ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ আসিয়াছেন। সুগ্রীবের মুখ ভয়ে শুষ্ক হইয়াগেল। তিনি স্থির ভাবে প্রিয়দর্শনা তারাকে জিজ্ঞাসিলেন, প্রিয়ে! লক্ষ্মণ স্বভাবত শান্তচিত্ত হইয়াও রোষবেগে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার ক্রোধ উপস্থিত হইবার কারণ কি? তুমি কি আমার কোন অপরাধ দেখিতেছ? ঐ বীর ত অকারণ রুষ্ট হন না। এক্ষণে যদি তুমি তাঁহার প্রতি আমার কোন অসৎ ব্যবহার বুঝিয়া থাক, তবে শীঘ্রই বল; অথবা তুমি স্বয়ং লক্ষ্মণের সহিত

সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্ববাক্যে প্রসন্ন কর। তোমায় দর্শন করিলে তাঁহার ক্রোধ দূর হইবে। দেখ, মহানুভব ব্যক্তিরা স্ত্রীজাতির প্রতি কদাচই নিষ্ঠুরাচরণ করেন না। ঐ কমললোচন তোমার সান্ত্বনাবাক্যে শান্ত হইলে পশ্চাৎ আমি গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

তখন সুলক্ষণা তারা মদবিহ্বল লোচনে স্খলিত গমনে লক্ষ্মণের নিকট চলিলেন। তাঁহার অঙ্গযষ্টি স্তনভরে সন্নত, এবং কাঞ্চীদাম লম্বিত হইয়া পড়িল। লক্ষ্মণ উহাঁকে দেখিয়াই তটস্থ হইলেন, এবং স্ত্রীলোকের সান্নিধ্য বশত ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবনতমুখে রহিলেন।

তারা মদভরে নির্লজ্জা, তিনি লক্ষ্মণকে সুপ্রসন্ন দেখিয়া প্রণয়গর্ব্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক শান্ত্ব বাক্যে কহিলেন, রাজকুমার! তোমার ক্রোধের কারণ কি? কে তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিল? দাবানল শুষ্ক বন দগ্ধ করিতেছে, কোন্ ব্যক্তি অশঙ্কিত চিত্তে তাহাতে গিয়া পড়িল।

তখন লক্ষ্মণ অধিকতর প্রীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক নির্ভয়ে কহিতে লাগিলেন, তারা! তোমার স্বামী কামের বশীভূত, তাঁহার ধর্ম্ম দৃষ্টি নাই। তিনি নিকৃষ্ট পারিষদগণকে লইয়া, ইন্দ্রিয়সুখ সেবা করিতেছেন, কিন্তু আমরা শোককুল, স্বরাজ্যের ঐশ্বর্য্য সম্পাদনার্থ আমাদিগকে মনেও করেন না। তিনি

বর্ষার অবসানে সৈন্যসংগ্রহ করিবেন এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সেই কাল অতীত, তিনি মদভরে সুখবিহারে ব্যাপৃত থাকিয়া ইহার কিছুই জানিতেছেন না। মদ্য সর্ব্বাংশে হৃদ্য নহে, উহার প্রভাবে ধর্ম্ম ও অর্থ নাশ হয়; প্রত্যুপকারের অভাবে ধর্ম্মলোপ এবং গুণবান্ মিত্রের সহিত অসদ্ভাবে অর্থলোপ হইয়া থাকে। ধার্ম্মিকতা এবং মিত্রের কার্য্যসাধনে প্রবণতা থাকাই মিত্রতা, কিন্তু সুগ্রীবে এই দুইটি গুণের অন্যতর কিছুই নাই, তিনি এক্ষণে ধর্ম্মমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন। যাহাই হউক, উপস্থিত বিষয়ে আমাদের যেরূপ অভিপ্রায়, তুমি গিয়া সুগ্রীবের নিকট তাহার উল্লেখ করিও।

অনন্তর তারা এই ধর্ম্মার্থসঙ্গত মধুর বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক রামের অসিদ্ধ কার্য্যের প্রসঙ্গ করিয়া বিশ্বাস সহকারে কহিতে লাগিলেন, রাজকুমার! এখন ক্রোধের সময় নহে, স্বজনের প্রতি কোপ প্রকাশ করাও উচিত হয় না। যিনি তোমার কার্য্য সাধনের সংকল্প করিয়াছেন, তুমি তাঁহার অপরাধ ক্ষমা কর। নিকৃষ্টের উপর উৎকৃষ্টের কোপ একান্ত অসম্ভব, বিশেষত ভবাদৃশ ধর্ম্মশীল সাত্ত্বিক লোক কখন ক্রোধের বশীভূত হন না। বীর! রামের যে জন্য কোপ উপস্থিত হইয়াছে, আমি তাহা জানি, যে কারণে তাঁহার কার্য্যে এইরূপ বিলম্ব ঘটিতেছে তাহাও জানি, তিনি কি করিয়াছেন তাহা জানি

এবং এখন যাহা আবশ্যক তাহাও জানি। দেখ, কামপ্রবৃত্তির বল অত্যন্ত দুঃসহ, ইহা আমার অবিদিত নাই, এবং আজ ইহারই জন্য সুগ্রীব যে অনন্যকর্ম্মা হইয়া স্ত্রীজনসঙ্গে রহিয়াছেন তাহাও বুঝি। কিন্তু দেখিতেছি, তুমি ক্রোধান্ধ, ইহাতেই বোধ হয়, কামতন্ত্রে তোমার প্রবেশ নাই; কারণ কামাসক্ত মনুষ্য দেশ কাল ও ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই বিচার করে না। বীর! কপিরাজ কামের বশে নিরন্তর আমার সন্নিহিত আছেন, এক্ষণে তাঁহার লজ্জা সরম আর কিছুই নাই, তিনি তোমার ভ্রাতা, অতএব তুমি তাঁহাকে ক্ষমা কর। ধর্ম্মশীল তাপসেরাও মোহবশত কামের বশীভূত হইয়া থাকেন, কিন্তু সুগ্রীব বানর ও চপল, ভোগসুখে নিমগ্ন হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইতেছে না।

তারা সঙ্গতবাক্যে এই বলিয়া মদবিহ্বল লোচনে ক্ষুব্ধমনে পুনরায় কহিলেন, বীর! কপিরাজ সুগ্রীব যদিও কামাসক্ত, তথাচ পূর্ব্বাহ্নে সৈন্যসংগ্রহের অনুজ্ঞা দিয়াছেন। নানাপর্ব্বত হইতে কামরূপী অসংখ্য মহাবল বানরও তোমার কার্য্যে সাহার্য্যার্থ উপস্থিত হইবে। এক্ষণে তুমি আইস, তোমার চরিত্র পবিত্র; সুতরাং মিত্রভাবে পরস্ত্রীদর্শন তোমার পক্ষে অধর্ম্মের হইবে না।

তখন লক্ষ্মণ তারার আদেশ পাইয়া সত্বর অন্তঃপুরে

প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, তেজস্বী সুগ্রীব স্বর্ণাসনে বহুমূল্য আস্তরণে প্রেয়সী রুমাকে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক উজ্জ্বলবেশে বসিয়া আছেন। উহাঁর কণ্ঠে উৎকৃষ্ট মাল্য, সর্ব্বাঙ্গে নানাপ্রকার অলঙ্কার, তিনি রূপের চ্ছটায় সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। উহাঁর চতুর্দ্দিকে দিব্যাভরণভূষিত দিব্যমাল্য-শোভিত প্রমদাগণ। কৃতান্তভীষণ লক্ষ্মণ উহাঁকে দেখিয়াই ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া উঠিলেন।

---

# চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

লক্ষ্মণ ভ্রাতৃদুঃখে কাতর হইয়া প্রবল ক্রোধে ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় অপ্রহিত গমনে প্রবিষ্ট হইলে, সুগ্রীব অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ কনকরচিত আসন হইতে সুসজ্জিত সুদীর্ঘ ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় গাত্রোত্থান করিলেন। রুমা প্রভৃতি রমণীরাও গগনে পূর্ণচন্দ্রের পশ্চাৎ তারাগণের ন্যায় উত্থিত হইল। সুগ্রীবের নেত্র মদরাগে রঞ্জিত, তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া লক্ষ্মণের সম্মুখে প্রকাণ্ড কল্পবৃক্ষবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন।

অনন্তর লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে রুমার সহিত স্ত্রীমণ্ডলী মধ্যে দর্শন করিয়া কুপিত মনে কহিতে লাগিলেন, কপিরাজ! যিনি মহাসত্ব কুলীন ও জিতেন্দ্রিয় এবং যাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও দয়া আছে, সেই রাজাই পূজনীয়। কিন্তু যে ব্যক্তি অধর্ম্মে লিপ্ত হইয়া উপকারী মিত্রের নিকট মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করে, সে নিষ্ঠুর ও পামর। দেখ, একটি অশ্বের জন্য মিথ্যা কহিলে শত অশ্বের, এবং একটি ধেনুর নিমিত্ত মিথ্যা কহিলে সহস্র ধেনুর হত্যাপাপে দূষিত হইতে হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি অঙ্গীকার পালনে বিমুখ, তাহার আত্মহত্যার পাপ জন্মে এবং সে পূর্ব্ব পুরুষগণের সদ্গতিরও কণ্টক হইয়া থাকে।

যে দুষ্ট অগ্রে স্বকার্য্য উদ্ধার করিয়া মিত্রকার্য্যে উপেক্ষা করে, সে কৃতঘ্ন ও বধ্য। সুগ্রীব! ভগবান স্বয়ম্ভু কৃতঘ্ন দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া যে সর্ব্বসম্মত কথা কহিয়াছিলেন, শুন। তিনি কহেন, যাহারা গোঘাতক সুরাপায়ী তস্কর ও ভগ্নব্রতী, সাধুরা তাহাদিগের নিষ্কৃতি দিয়াছেন, কিন্তু কৃতঘ্নের কিছুতেই নিস্তার নাই। বানর! তুমি অগ্রে স্বকার্য্য সাধন পূর্ব্বক রামের কার্য্যে উপেক্ষা করিতেছ, সুতরাং তুমি অনার্য্য মিথ্যাবাদী ও কৃতঘ্ন। যদি তোমার প্রত্যুপকার করিবার সংকল্প থাকিত, তবে জানকীর অনুসন্ধানে অবশ্যই যত্ন করিতে। তুমি গ্রাম্যসুখাসক্ত ও মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ, ভুজঙ্গ যে মণ্ডূকরবে আপনার ভীষণ ভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে, অগ্রে রাম তাহা জানিতেন না। তুমি অতি দুরাত্মা, সেই মহাত্মা কেবল কৃপা করিয়া তোমায় কপিরাজ্য দিয়াছেন। এক্ষণে যদি তুমি এই উপকার বিস্মৃত হও, তবে এই দণ্ডেই সুশাণিত শরে নিহত হইয়া তোমায় বালির সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। তোমার জ্যেষ্ঠ বিনষ্ট হইয়া যে পথে গিয়াছেন, তাহা সঙ্কীর্ণ নহে, সুগ্রীব! অঙ্গীকার পালন কর, বালির অনুসরণ করিও না। তুমি আজিও রামের বজ্রবৎ কঠিন শর শরাসন হইতে উন্মুক্ত দেখ নাই, তন্নিমিত্ত ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত হইয়া তাঁহার কার্য্যের কথাও আর মনে কর না।

---

# পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

লক্ষ্মণ যেন স্বতেজে প্রদীপ্ত হইয়া এইরূপ কহিতে ছিলেন, ইত্যবসরে চন্দ্রাননা তারা কহিলেন, বীর! তুমি আর ঐ প্রকার কহিও না, কপিরাজ এই রূপ কঠোর কথার, বিশেষত তোমার মুখ হইতে শুনিবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। ইনি উগ্র কৃতঘ্ন মিথ্যা-বাদী ও শঠ নহেন। রাম ইহাঁর নিমিত্ত যে দুষ্কর কার্য্য করিয়াছেন, ইনি তাহা বিস্মরণ হন নাই। সেই বীরের অনুগ্রহে ইহাঁর রাজ্য ও কীর্ত্তি, এবং তাঁহারই কৃপায় ইনি রুমা ও আমাকে লাভ করিয়াছেন। কিন্তু বলিতে কি, সুগ্রীব অনেক দিন যাবৎ দুঃখ ভার বহিয়াছেন, এখন ভোগ-সুখে সুখী, এই জন্য যথাকালে স্বকর্ত্তব্য বুঝিতে পারেন নাই। দেখ, মহর্ষি বিশ্বামিত্র সুরসুন্দরী ঘৃতাচীর অনুরাগে আসক্ত হইয়া দশ বৎসর কাল দিবসমাত্র অনুমান করিয়াছিলেন। সুতরাং তাদৃশ ধর্ম্মশীলও যখন কর্ত্তব্য চিন্তায় হতচৈতন্য হইয়া থাকেন, তখন সামান্য লোকের আর অপরাধ কি। বীর! এক্ষণে কপিরাজ সুগ্রীব আহার নিদ্রা প্রভৃতি পশুধর্ম্মাক্রান্ত ও পরি-

শ্রান্ত আছেন, আজিও ভোগে ইহাঁর সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ হয় নাই, সুতরাং রাম ইহাঁকে ক্ষমা করুন। দেখ, যে জন্য এই বিলম্ব ঘটিতেছে, তুমি ইহার কারণ কিছুই জানিতে না; সুতরাং না জানিয়া, ইতর লোকের ন্যায় সহসা ক্রোধের বশীভূত হওয়া তোমার উচিত নহে। অসার পুরুষই বিচার না করিয়া ক্রোধ করে। এক্ষণে আমি সুগ্রীবের জন্য তোমায় প্রসন্ন করিতেছি, তুমি এই রাগরোষ হইতে ক্ষান্ত হও। সুগ্রীব রামের প্রিয়োদ্দেশে রাজ্য ধন ধান্য পশু এবং রুমা ও আমাকেও ত্যাগ করিতে পারেন। তিনি রাবণকে বধ করিয়া, রামের হস্তে জানকী অর্পণ করিবেন। লঙ্কায় শত সহস্র কোটি ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র ও ষট্‌ত্রিংশৎ অযুত কামরূপী দুর্নিবার রাক্ষস আছে, উহাদিগকে বিনাশ না করিলে রাবণ বধ করা সুকঠিন হইবে। রাবণের সৈন্যসংখ্যা যে এইরূপ, কপিরাজ বালি তাহা জানিতেন। আমি তাঁহার নিকট শুনিয়াই এই প্রকার কহিলাম, কিন্তু এই সৈন্যের সমাবেশ যে কোন্ সূত্রে ঘটিল, আমি তাহা জ্ঞাত নহি। যাহাই হউক, রাবণ ভীমপরাক্রম, কিন্তু রাম অসহায়, সুতরাং সুগ্রীবকে সমরসহায় না করিলে রাবণকে সংহার করা তাঁহার পক্ষে দুষ্কর হইবে। এক্ষণে সুগ্রীব বানর-সৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে প্রধান প্রধান দূত প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ সমস্ত বানর তোমাদিগকে সাহায্য করিবে।

উহারা যাবৎ না আসিতেছে, তাবৎ তিনি রামের কার্য্য সিদ্ধির জন্য নির্গত হইতেছেন না। সুগ্রীব অগ্রে যেরূপ সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে আজিই সকলে উপস্থিত হইবে। এক্ষণে তুমি ক্রোধ পরিত্যাগ কর। সহস্র কোটি ভল্লূক, শত কোটি গোলাঙ্গূল এবং অন্যান্য অসংখ্য বানর অদ্যই তোমার নিকট গমন করিবে। বীর! ক্রোধে তোমার নেত্র আরক্ত হইয়াছে, আজ আমরা সুগ্রীবের প্রাণনাশের আশঙ্কায় তোমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও সাহসী হইতেছি না।

# ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর বিনীত লক্ষ্মণ তারার এইরূপ সুসঙ্গত বচনে বীত-ক্রোধ হইলেন। তদ্দর্শনে সুগ্রীব মলদূষিত বস্ত্রবৎ ভয় দূর করিয়া, কণ্ঠের মনোন্মাদকর বিচিত্র মাল্য ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার মদবেগ মন্দীভূত হইয়া আসিল। তিনি লক্ষ্মণকে পুলকিত করিয়া সবিনয়ে কহিতে লাগিলেন, বীর! আমি রামের অনু-কম্পায় অপহৃত রাজশ্রী ও কীর্ত্তি পুনরায় অধিকার করিয়াছি। তিনি কার্য্যগুণে ভুবনবিদিত; সেই দেব আমার যেরূপ উপকার করিয়াছেন, উহার আংশিক প্রতিশোধ করাও আমার পক্ষে সুকঠিন। এক্ষণে তিনি আমাকে সহায়মাত্র করিয়া স্ববিক্রমে রাবণকে বধ করিবেন; জানকীও অচিরাৎ তাঁহার হস্তগত হইবে। যিনি এক মাত্র শরে সপ্ত শাল পর্ব্বত ও পৃথিবী পর্য্যন্ত বিদীর্ণ করিয়াছেন; যাঁহার শরাসনের টঙ্কারশব্দে সশৈলকাননা অবনী কম্পিত হয়, সেই মহাবীরের আর সহায়ে প্রয়োজন কি? তিনি যখন সসৈন্য রাবণের নিধনসাধনার্থ যুদ্ধযাত্রা করিবেন, তখন আমি মাত্র তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব। বীর! আমি তোমার কিঙ্কর, যদি আমার কোন অপরাধ থাকে, তাহা, প্রণয় ও

বিশ্বাস এই দুই কারণে ক্ষমা কর। দেখ, দাসের ব্যতিক্রম ত পদে পদেই ঘটিয়া থাকে।

অনন্তর লক্ষ্মণ প্রসন্ন হইয়া প্রীতিভরে কহিতে লাগিলেন, সুগ্রীব ! আর্য্য রাম ভবাদৃশ বিনীত লোকের আশ্রয় লাভ করিয়া সনাথ হইয়াছেন। তোমার প্রভাব অতি বিচিত্র এবং ইন্দ্রিয়-দমনেও তোমার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে, সুতরাং তুমি কপিরাজ্যের উৎকৃষ্ট সমৃদ্ধি ভোগ করিবার সম্পূর্ণই উপযুক্ত। এক্ষণে বোধ হইতেছে, প্রতাপশীল রাম তোমার ভুজবলে অচিরকালমধ্যেই দুরাত্মা রাবণকে সংহার করিবেন। সেই বীরপুরুষ ধর্ম্মশীল ও কৃতজ্ঞ, তুমি তাঁহার উদ্দেশে যেরূপ কহিলে, বলিতে কি, তাহা তোমার সঙ্গতই হইতেছে। তিনি ও তুমি, এই দুই জন ব্যতীত, কোন্ বিচক্ষণ সমকক্ষকে এইরূপ কহিতে পারে ? তুমি বলবীর্য্যে রামের অনুরূপ, আমরা দৈববলেই বহুদিনের জন্য তোমার তুল্য সহায় পাইয়াছি। কিন্তু এক্ষণে তুমি অবিলম্বে আমার সহিত রামের নিকট চল ; রাম জানকীর নিমিত্ত নিতান্ত কাতর হইয়াছেন, তুমি গিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা কর। তিনি প্রিয়াবিরহে শোকাকুল হইয়া নানা প্রকার বিলাপ করিতে ছিলেন, তদ্দর্শনেই আমি তোমায় এইরূপ কঠোর কথা কহিলাম, এক্ষণে আমাকেও ক্ষমা কর।

# সপ্তত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর কপিরাজ পার্শ্বস্থ মহাবীর হনুমানকে কহিলেন, দেখ, হিমাচল, বিন্ধ্য, কৈলাস, ধবলশিখর মন্দর ও মহেন্দ্র পর্ব্বতে যে সকল বানর আছে; সমুদ্রের অপর পার, পশ্চিম দিক, উদয় ও অস্ত গিরি, পদ্মাচল ও অঞ্জনশৈলে যে সমস্ত কজ্জলবর্ণ করিবর-তেজস্বী বানর আছে; মহাশৈলের গুহা, সুমেরুপার্শ্ব, ধূম্রাচল, সুরম্য তাপসাশ্রম ও সুবাসিত অরণ্যে যে সকল বীর বাস করিতেছ; এবং যাহারা মহারুণ শৈলে মৈরেয় মধুপান পূর্ব্বক কাল যাপন করিয়া থাকে, তুমি শীঘ্র সেই সকল স্বর্ণকান্তি বানরকে সামদানাদি উপায়দ্বারা আনয়ন করাও। পূর্ব্বে এই নিমিত্ত বহু-সংখ্য বেগবান দূত নিযুক্ত হইয়াছে, ইহা আমার অবিদিত নাই, কিন্তু এক্ষণেও আবার তাহাদিগকে সত্বর করিবার জন্য অন্যান্য বানরকে প্রেরণ কর। যাহারা ভোগাসক্ত ও দীর্ঘসূত্রী, তাহাদিগকে শীঘ্র আসিতে বল। যে সকল দূত আমার আদেশে দশ দিবসের মধ্যে না উপস্থিত হইবে, সেই রাজশাসনদূষক দুরাত্মারা আমার বধ্য। অতঃপর শতসহস্র কোটি বানর আমার

আজ্ঞাক্রমে অবিলম্বে নির্গত হউক। ঐ সকল ঘোররূপ মেঘবর্ণ শৈলসঙ্কাশ বানরগণে গগনতল আচ্ছন্ন হইয়া যাক। উহারা পর্য্যটনে সুপটু, এক্ষণে দ্রুতগমনে পৃথিবীর সমস্ত বানরকে আনয়ন করুক।

অনন্তর হনুমান কপিরাজের এই কথা শুনিয়া চতুর্দ্দিকে মহাবল বানরদিগকে প্রেরণ করিলেন। তখন ঐ সকল গগনচারী বানর, তৎক্ষণাৎ আকাশপথে যাত্রা করিল এবং বন, পর্ব্বত, সরিৎ, সরোবর ও সাগরে গিয়া রামের জন্য বানরগণকে প্রেরণ করিতে লাগিল। দিকদিগন্তবাসী বানরেরা কৃতান্ত তুল্য সুগ্রীবের শাসনে শঙ্কিত হইয়া আসিতে আরম্ভ করিল। অঞ্জন পর্ব্বত হইতে তিন কোটি, অস্তাচল হইতে দশ কোটি এবং কৈলাস গিরি হইতে সহস্র কোটি চলিল। যাহারা হিমাচল আশ্রয় পূর্ব্বক ফলমূলমাত্রে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, সেই সমস্ত সিংহবিক্রম সহস্র খর্ব্ব পরিমাণে আসিতে লাগিল। বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতে ভীমরূপ ভীমবল অঙ্গারবর্ণ সহস্র কোটি বানর আগমন করিল। যাহারা ক্ষীরোদ সাগরের তীর ও তমালবনে নারিকেল ফল ভক্ষণ পূর্ব্বক কালাতিপাত করে, এবং যাহারা নানা অরণ্য গহ্বর ও নদী আশ্রয় করিয়া আছে, সেই সমস্ত অসংখ্য বানরীসেনা যেন সূর্য্যকে আবৃত করিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। ঐ সময় দূতেরা হিমালয়ে

একটী সুপ্রসিদ্ধ বৃক্ষ দেখিল। পূর্ব্বে ঐ পবিত্র পর্ব্বতে দেবগণের প্রীতিকর অপূর্ব্ব অশ্বমেধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বানরেরা ঐ যজ্ঞবাটে গিয়া আহুতিপ্রবাহ হইতে উৎপন্ন অমৃতবৎ সুস্বাদু ফল মূল দেখিতে পাইল। উ া ভক্ষণ করিলে একমাস কাল পরিতৃপ্ত থাকা যায়। ফললোলুপ বানরেরা সুগ্রীবের প্রিয়সাধনার্থ সেই উৎকৃষ্ট ফল মূল, ঔষধ ও সুগন্ধি পুষ্প সকল সংগ্রহ করিয়া লইল।

অনন্তর উহারা পৃথিবীর বানরগণকে সবিশেষ ত্বরা প্রদান পূর্ব্বক দ্রুতবেগে কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইল এবং কপিরাজ সুগ্রীবের নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে ফল মূল উপহার প্রদান পূর্ব্বক কহিল, রাজন্! আমরা নানা নদী পর্ব্বত ও কাননে পর্য্যটন করিয়াছি; এক্ষণে আপনার আদেশে পৃথিবীর সমস্ত বানর আগমন করিতেছে।

তখন সুগ্রীব যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া উপহার গ্রহণ করিলেন এবং ঐ সমস্ত কৃতকার্য্য দূতকে অভিনন্দন পূর্ব্বক বিদায় করিয়া আপনাকে ও মহাবল রামকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

---

# অষ্টত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর মহাবীর লক্ষ্মণ সুগ্রীবের হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক বিনীত বচনে কহিলেন, কপিরাজ! এক্ষণে যদি তোমার অভিপ্রায় হয় ত চল আমরা কিষ্কিন্ধা হইতে নিষ্ক্রান্ত হই।

তখন সুগ্রীব লক্ষ্মণের এই সুমধুর বাক্যে একান্ত প্রীত হইয়া কহিলেন, বীর! তোমার আজ্ঞা অবশ্যই আমার শিরোধার্য্য। ভালই চল, এক্ষণে আমরা প্রস্থান করি। এই বলিয়া তিনি তারা প্রভৃতি রমণীগণকে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে ভৃত্য গণকে আহ্বান করিলেন।

অনন্তর অন্তঃপুরসঞ্চারে অধিকৃত ভৃত্যেরা শীঘ্র আসিয়া সুগ্রীবের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইল। তখন লোহিত-কান্তি সুগ্রীব উহাদিগকে কহিলেন, পরিচারকগণ! তোমরা শীঘ্র আমার জন্য একখানি শিবিকা আনয়ন কর। ভৃত্যেরা প্রভুর এইরূপ আদেশ পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ এক সুদৃশ্য শিবিকা আনিল। তখন সুগ্রীব কহিলেন, লক্ষ্মণ! এক্ষণে তুমি উহাতে আরোহণ কর।

পরে তিনি লক্ষ্মণের সহিত ঐ স্বর্ণময় উজ্জ্বল শিবিকাযানে আরোহণ করিলেন। উহাঁর মস্তকে শ্বেত ছত্র শোভিত হইল, চতুর্দ্দিকে শ্বেত চামর লুণ্ঠিত হইতে লাগিল, শঙ্খ ও ভেরী ধ্বনিত হইয়া উঠিল, এবং বন্দিরা স্তুতিগানে আনন্দিত করিতে লাগিল। সুগ্রীব রাজশ্রী অধিকার করিয়াছেন, সুতরাং রাজার যোগ্য সমারোহ সহকারে যাত্রা করিলেন। বহুসংখ্য উগ্রস্বভাব বানর অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক উহাঁকে বেষ্টন করিয়া চলিল। অদূরে রামের আশ্রম; বাহকেরা শিবিকা লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। তখন তেজস্বী সুগ্রীব লক্ষ্মণের সহিত যান হইতে অবতরণ করিলেন এবং রামের নিকটস্থ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। বানরেরাও বদ্ধাঞ্জলিপুটে কমলকলিকাপূর্ণ সরোবরের শোভায় দাঁড়াইয়া রহিল।

অনন্তর রাম ঐ বানরসৈন্য নিরীক্ষণ করিয়া সুগ্রীবের প্রতি অত্যন্ত প্রীত হইলেন। তৎকালে কপিরাজ তাঁহাঁর পদতলে নিপতিত আছেন, রাম তাঁহাকে উত্তোলন পূর্ব্বক বহুমান ও প্রীতি নিবন্ধন গাঢ়তর আলিঙ্গন করিলেন, কহিলেন, সখে! উপবেশন কর। সুগ্রীব নিরাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন রাম কহিলেন, সখে! যিনি সতত কাল বিভাগ করিয়া ধর্ম্ম অর্থ ও কামের অনুবর্ত্তী হন, তিনিই রাজা। আর যে পামর, ধর্ম্ম ও অর্থ সংগ্রহে উদাসীন থাকিয়া নিরবচ্ছিন্ন আপ-

নার কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে, সে বৃক্ষাগ্রে নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় পতিত হইলেই চৈতন্য লাভ করিয়া থাকে। ফলত যিনি শত্রুক্ষয় ও মিত্রবৃদ্ধি বিষয়ে অনুরাগী হইয়া, প্রকৃতকালে ত্রিবর্গের ফলভোগ করেন, সেই রাজাই ধার্ম্মিক। বীর! এক্ষণে যুদ্ধের উদ্যোগ করিবার সময় উপস্থিত, অতএব তুমি মন্ত্রিগণের সহিত তাহার পরামর্শ স্থির কর।

তখন সুগ্রীব কহিলেন, সখে! আমি তোমাদিগের অনুকম্পায় অপহৃত রাজশ্রী ও কীর্ত্তি পুনরায় প্রাপ্ত হইয়াছি। যে ব্যক্তি উপকৃত হইয়া, প্রত্যুপকারে পরাঙ্মুখ থাকে, সে অত্যন্ত অধার্ম্মিক, সন্দেহ নাই। এক্ষণে এই সকল কপিপ্রবীর পৃথিবীর যাবদীয় বানরকে লইয়া আসিয়াছে। তাহারা এবং ভল্লুক ও গোলাঙ্গূল সকল স্ব স্ব সৈন্যে পরিবৃত হইয়া পথে বর্ত্তমান। উহারা ঘোরদর্শন ও কামরূপী, দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণের ঔরসে উহাদিগের জন্ম হইয়াছে। উহারা নিবিড় বন ও দুর্গম স্থান সমস্তই অবগত আছে। বীর! এক্ষণে সেই সুমেরুচারী ও বিন্ধ্যপর্ব্বতবাসী মেঘ ও শৈলসকাশ যূথপতিগণ, অসংখ্য সৈন্য লইয়া, যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত তোমার সমভিব্যাহারে যাইবে এবং রাক্ষসরাজ রাবণকে বিনাশ করিয়া জানকীরে আনয়ন করিবে।

---

# একোনচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ রাম আজ্ঞানুবর্ত্তী সুগ্রীবের এইরূপ সংগ্রামিক উদ্যোগ দেখিয়া, হর্ষে প্রফুল্ল নীলোৎপলের ন্যায় একান্ত প্রিয়দর্শন হইলেন এবং তাঁহাকে বারংবার আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, সখে! দেবরাজ যে বৃষ্টি করেন, দিবাকর যে আকাশকে নিরন্ধকার করেন এবং চন্দ্র যে রশ্মিজালে রজনীকে নির্ম্মল করিয়া থাকেন, ইহা ত স্বাভাবিক; তোমার তুল্য ধর্ম্মশীল যে, মিত্রের কোনরূপ প্রীতিকর কার্য্য করিবেন, তাহাও বিস্ময়ের হইতেছে না। সখে! বুঝিলাম, তুমি একান্ত প্রিয়ংবদ; আমি তোমারই বাহুবলে রাবণকে সমূলে উন্মূলিত করিব। তুমি আমার সুহৃদ ও মিত্র, এক্ষণে আমাকে সাহায্য করা তোমার উচিতই হইতেছে। পূর্ব্বকালে অনুহ্লাদ গর্ব্বিত পুলোমের সম্মতি লইয়া সচীকে অপহরণ করিয়াছিল, কিন্তু ইন্দ্র উহাদিগকে বিনাশ করিয়া সচীকে উদ্ধার করেন; সেইরূপ, রাক্ষসাধম দুরাত্মা রাবণ আত্মবিনাশার্থ জানকীকে অপহরণ করিয়াছে, আমিও সুশাণিত শরে উহাকে বিনাশ করিয়া অবিলম্বে জানকীরে উদ্ধার করিব।

অনন্তর সহসা আকাশে ধূলিজাল দৃষ্ট হইল; উহার প্রভাবে সূর্য্যের প্রখর কিরণ আচ্ছন্ন হইয়া গেল, চতুর্দ্দিক গাঢ়তর অন্ধকারে আকুল হইয়া উঠিল, এবং পৃথিবী শৈল-কাননের সহিত কম্পিত হইতে লাগিল। অদূরে অসংখ্য বানরসৈন্য; উহারা সমস্ত ভূবিভাগ আবৃত করিয়া, মেঘবৎ গভীর গর্জ্জন পূর্ব্বক নদী পর্ব্বত সমুদ্র ও বন হইতে আগমন করিতেছে। ঐ সকল সৈন্য তীক্ষ্ণদন্ত ও মহাবলপরাক্রান্ত; উহারা তরুণ সূর্য্যের ন্যায় আরক্ত, চন্দ্রের ন্যায় গৌর, এবং পদ্মকেশরবৎ পীত।

ইত্যবসরে মহাবীর শতবলি দশ সহস্র কোটি, ভীমবল সুষেণ বহু সহস্র কোটি, তার সহস্র কোটি, রক্তমুখ পাণ্ডু-কান্তি ধীমান কেসরী বহু সহস্র, গোলাঙ্গূলরাজ গবাক্ষ সহস্র কোটি, মহাবীর ধূম্র দুই সহস্র কোটি, যুথপতি পনস তিন কোটি, নীলাঞ্জনবর্ণ মহাকায় নীল দশ কোটি, কাঞ্চনশৈলকান্তি মহাবীর গবয় পাঁচ কোটি, মহাবল দরীমুখ সহস্র কোটি, অশ্বিকুমার মৈন্দ ও দ্বিবিধ কোটি কোটি সহস্র, মহাবীর গয় তিন কোটি, সুগ্রীবের বশ্য ঋক্ষরাজ জাম্ববান দশ কোটি, তেজস্বী রুমণ শত কোটি, গন্ধমাদন শত সহস্র কোটি, বালিবৎ মহাবল যুবরাজ অঙ্গদ সহস্র পদ্ম ও শত শঙ্খ, তারকাকান্তি তার ভীমবল পাঁচ কোটি, মহাবীর ইন্দ্র-

জানু একাদশ কোটি, রক্তবর্ণ রম্ভ শত সহস্র অযুত, দুর্ম্মুখ দুই কোটি, হনূমান সহস্র কোটি এবং নল দশ কোটি বানর লইয়া উপস্থিত হইলেন। পরে শরভ, কুমুদ, ও বহ্নি প্রভৃতি বীরগণ বানরসমূহে পৃথিবী, পর্ব্বত ও বন আবৃত করিয়া আগমন করিতে লাগিল। ঐ সমস্ত সৈন্যের মধ্যে অনেকে আসিয়াছে, বহুসংখ্য উপবিষ্ট, কেহ লম্ফ প্রদান করিতেছে এবং কেহ বা সিংহনাদ আরম্ভ করিয়াছে।

অনন্তর যেমন জলদজাল সূর্য্যের, তদ্রূপ ঐ সকল বানর সুগ্রীবের অভিমুখে চলিল এবং দূর হইতে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আত্মনিবেদন করিতে লাগিল। তৎকালে কেহ কেহ নিকটস্থ হইয়া প্রত্যাগমন করিল এবং অনেকেই কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিল।

তখন রাজধর্ম্মবিৎ সুগ্রীব বদ্ধাঞ্জলি হইয়া রামের নিকট যুথ-পতিগণের পরিচয় প্রদান করিলেন এবং উহাদিগকে কহিলেন, যূথপতিগণ! তোমরা এক্ষণে স্বেচ্ছানুসারে পর্ব্বত, প্রস্রবণ ও বনে গিয়া সেনানিবেশ স্থাপন কর এবং তোমাদিগের মধ্যে যাঁহারা সৈন্যতত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহাদিগকে লইয়া সৈন্য নির্বাচনে প্রবৃত্ত হও।

---

# চত্বারিংশ সর্গ।

এইরূপে কপিরাজ সৈন্যসংগ্রহে কৃতকার্য্য হইয়া রামকে কহিলেন, সখে! যাহারা আমার অধিকারে বাস্তবা করিয়া থাকে, সেই সকল অপ্রতিহতগতি ইন্দ্রসদৃশ বানর উপস্থিত হইয়া সেনানিবেশে বাস করিতেছে। উহারা দৈত্যদানবৎ ভীষণ ও ঘোরদর্শন; রণস্থলে উহাদের বলবিক্রম বিলক্ষণ প্রথিত আছে, উহারা অত্যন্ত পরিশ্রমী ও কার্য্যক্ষম; উহদিগের মধ্যে কেহ পর্ব্বতবাসী, কেহ দ্বীপচারী, কেহ কেহ বা অরণ্যে কালযাপন করিয়া থাকে। ঐ সকল বানর তোমারই কিঙ্কর এবং আমার বশবর্ত্তী ও হিতকর; উহাদিগের শাসনে অসংখ্য মহাবল সৈন্য আছে। এক্ষণে তোমার সংকল্পসাধনে উহারা অবশ্যই সমর্থ হইবে। রাম! অধিক কি বলিব, ইহা তোমারই বশতাপন্ন সৈন্য। জানকীর অন্বেষণ যদিও আমি বিস্মৃত হই নাই, তথাচ তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয়, ইহাদিগকে আজ্ঞা কর।

তখন রাম সুগ্রীবকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! আমার জানকী জীবিত আছেন কি না জান, এবং রাবণের বাস-ভুমি কোথায় তাহারও উদ্দেশ লও; পশ্চাৎ যথাবিহিত তোমারই

সহিত তাহা করা যাইবে। দেখ, আমরা বানরদিগকে কোন বিষয়ে নিয়োগ করিতে পারিব না; তুমিই কার্য্যনির্ব্বাহের হেতু ও প্রভু; অতএব যাহা সঙ্গত বোধ হয়, তুমিই ইহাদিগকে তাহার আদেশ কর। বীর! আমার কিছুই তোমার অগোচর নাই। তুমি বিজ্ঞ ও কালদর্শী, তুমি হিতকারী মিত্র ও একান্ত বিশ্বাসের পাত্র।

অনন্তর সুগ্রীব গভীরনাদী যূথপতি বিনতকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, বীর! তুমি নীতিপরায়ণ ও দেশকালজ্ঞ, এবং কর্ত্তব্য নির্ণয়েও তোমার নৈপুণ্য আছে। এক্ষণে তুমি তেজস্বী সহস্র বানরে পরিবৃত হইয়া পূর্ব্বদিকে যাত্রা কর, এবং তত্রত্য পর্ব্বত, নদী, দুর্গ, ও বনে প্রবেশ করিয়া, জানকী ও রাবণের উদ্দেশ লইয়া আইস। গঙ্গা, সুরম্য সরযূ, কৌশিকী, যমুনা, সরস্বতী, সিন্ধু, সুনির্ম্মল শোণ, সশৈলকাননা মহী ও কালমহী প্রভৃতি নদ নদী, এবং কলিন্দগিরি, ব্রহ্মমাল, বিদেহ, মালব, কাশি, কোশল, মগধ, মহাগ্রাম, পুণ্ড্র, অঙ্গদেশ, কোশকারক কীটের স্থান ও রজতখনি অন্বেষণ কর। সামুদ্রিক দ্বীপ, শৈল, এবং মন্দরশিখরস্থ আলয়ে যাও। যে সকল জীবের কর্ণ ওষ্ঠ পর্য্যন্ত ও বস্ত্রের ন্যায় বিস্তৃত, এবং মুখ লৌহবৎ কঠিন ও কৃষ্ণ; যে সকল জাতি একপদ অথচ দ্রুতবেগে গমন করিয়া থাকে, এবং যাহাদের বংশ অবিনাশী, তোমরা তাহাদিগের মধ্যে গিয়া সীতাকে অনুসন্ধান

কর। পুরুষাশী রাক্ষসসমাজে যাও। যাহাদিগের কেশ সুতীক্ষ্ণ এবং বর্ণ পিঙ্গল, যাহারা অপক্ব মৎস্য আহার করিয়া থাকে, সেই সকল দ্বীপবাসী প্রিয়দর্শন কিরাতের মধ্যে প্রবেশ কর। যে সমস্ত জাতির আকৃতি ব্যাঘ্র ও মনুষ্যের ন্যায়, যাহারা শৈলশৃঙ্গ অবলম্বন পূর্ব্বক সঞ্চরণ করে, এবং যাহারা কখন প্লুতগতি কখন বা ভেলাযোগে গমনাগমন করিয়া থাকে, তোমরা সেই সকল ঘোরদর্শন অন্তর্জলচর জীবের আলয় অনুসন্ধান কর। সপ্তরাজ্যে বিভক্ত যবদ্বীপ, স্বর্ণকার-বহুল স্বর্ণদ্বীপ ও রৌপ্যদ্বীপে যাও। যবদ্বীপের পরই শিশির পর্ব্বত, উহার শৃঙ্গ গগনস্পর্শী, তথায় দেবদানবগণ নিরন্তর বাস করিতেছেন। তোমরা ঐ সকল দ্বীপের গিরিদুর্গ, প্রস্রবণ, ও বন যত্ন পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিও। পরে সমুদ্র পারেই সিদ্ধচারণসেবিত শোণ নদ। উহা খরবেগে রক্ত-বর্ণ প্রবাহভার বহিতেছে। তোমরা ঐ নদের রমণীয় তীর্থ ও বিচিত্র বনে জানকী ও রাবণের অন্বেষণ করিও। অদূরে সাগর-নিঃসৃত নদী, কন্দরশোভিত পর্ব্বত, ভীষণ উপবন, বন ও সমুদ্রের অন্তর্গত দ্বীপপুঞ্জ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তোমরা গিয়া ঐ সকল স্থান পর্য্যটন কর।

পরে মহারৌদ্র ইক্ষু সমুদ্র; তথায় মহাকায় অসুরগণ বহু-কাল বুভুক্ষিত আছে, উহারা ব্রহ্মার আদেশে প্রতিনিয়ত ছায়া গ্রহণ পূর্ব্বক প্রাণিগণকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। ঐ সমুদ্র মেঘের

ন্যায় নীলবর্ণ, উহা বায়ুবেগে ক্ষুভিত হইয়া, তরঙ্গ বিস্তার পূর্ব্বক নিরন্তর গর্জ্জন করিতেছে। উহার মধ্যে প্রকাণ্ড উরগ সকল দৃষ্টি-গোচর হয়। তোমরা কোন সুযোগে ঐ ইক্ষু সমুদ্র পার হইয়া ভীষণ লোহিত সাগরে যাইও। উহার জল রক্তবর্ণ, তথায় একটী বৃহৎ শাম্মলী বৃক্ষ আছে। অদূরে বিহগরাজ গরুড়ের কৈলাসশুভ্র রত্নখচিত গৃহ; দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা বহুপ্রযত্নে উহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ স্থানে মন্দেহ নামক বিকট-দর্শন পর্ব্বতপ্রমাণ রাক্ষসগণ শৈলশৃঙ্গ অবলম্বন পূর্ব্বক অধো-মুখে লম্বমান আছে। উহারা সূর্য্যোদয়ে সন্তপ্ত ও ব্রহ্মতেজে বিনষ্ট হইয়া সমুদ্রে নিপতিত হয়, এবং পুনর্ব্বার জীবিত হইয়া পূর্ব্ববৎ শৈলশৃঙ্গে লম্বিত হইয়া থাকে।

পরে ক্ষীরোদ সমুদ্র; উহা শরৎকালীন মেঘের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, তরঙ্গভঙ্গী যেন উহার বক্ষে মুক্তাহারের শোভা বিস্তার করিতেছে। তথায় ঋষভ নামে একটী ধবল পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বতে পুষ্পবহুল নানাবিধ বৃক্ষ এবং সুদর্শন নামে এক সরোবর দৃষ্ট হইয়া থাকে। সরোবরমধ্যে স্বর্ণকেশররঞ্জিত উজ্জ্বল রজতপদ্ম প্রস্ফুটিত রহিয়াছে, রাজহংসগণ নিরন্তর বিচরণ করিতেছে, এবং দেবতা, যক্ষ, চারণ, কিন্নর ও অপ্সরো-গণ বিহারার্থ হৃষ্টমনে সতত আগমন করিয়া থাকেন।

অনন্তর ভীষণ জলোদ সমুদ্র; উহাতে ঔর্ব্ব নামা ব্রহ্মর্ষির

ক্রোধানল বিশাল বড়বামুখরূপে পরিণত আছে। ঐ অগ্নি যুগান্তকালে এই বিচিত্র স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ আহার করিয়া থাকে। তথায় সকল প্রকার জলজন্তু ঐ বড়বামুখ দর্শনে ভীত হইয়া নিরন্তর চীৎকার করিতেছে। উহাদের আর্ত্তরব অতিদূর হইতেও শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। সমুদ্রের উত্তর তীরে কনকশিল নামক স্বর্ণপ্রভ একটী পর্ব্বত আছে। উহা ত্রয়োদশ যোজন বিস্তৃত। তোমরা তথায় সর্ব্বদেবপূজিত ধরণীধর অনন্তকে দেখিতে পাইবে। তিনি নীলবাস পরিধান পূর্ব্বক ধবলদেহে শৈলশৃঙ্গে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার মস্তক সহস্র এবং নেত্র পদ্মপত্রের ন্যায় বিস্তৃত। পর্ব্বতের শিখর-দেশে তাঁহারই চিহ্নস্বরূপ বেদির উপর এক স্বর্ণময় ত্রিশিরস্ক তালবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। সুররাজ ইন্দ্র পূর্ব্বদিকেই উহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

পরে স্বর্ণময়, শ্রীমান উদয় পর্ব্বত; উহার বহুসংখ্য শৃঙ্গ মূল-দেশ হইতে শতযোজন উত্থিত হইয়া নভোমণ্ডল স্পর্শ করি-তেছে। উহাতে কুসুমিত স্বর্ণের কর্ণিকার, এবং উজ্জ্বল শাল তাল ও তমাল বৃক্ষ সকল নিরীক্ষিত হইয়া থাকে। তথায় সৌমনা নামক স্বর্ণময় একটী শৃঙ্গ আছে; উহা এক যোজন বিস্তৃত ও দশ যোজন উন্নত। পূর্ব্বে পুরুষোত্তম বিষ্ণু ত্রৈলোক্য-আক্রমণ কালে ঐ শৃঙ্গে এক পদ এবং সুমেরুশিখরে দ্বিতীয় পদ

অর্পণ করিয়াছিলেন। সূর্য্য সত্যযুগে উত্তর দিক দিয়া উহাতে আরোহণ করিলে জম্বুদ্বীপে দৃষ্ট হইতেন। তথায় বৈখানস ও বালখিল্য প্রভৃতি তেজঃপুঞ্জকলেবর ঋষি সকল বাস করিয়া আছেন। প্রাণিগণ উহার প্রভাবে আলোক এবং দৃশ্য পদার্থ লাভ করিয়া থাকে। উহার অদূরে সুদর্শন দ্বীপ। পূর্ব্বসন্ধ্যা ঐ স্বর্ণ পর্ব্বত ও সূর্য্যের জ্যোতিতে প্রতিদিন লোহিতরাগ ধারণ করেন। উদয়াচল ভুবনতল প্রকাশের এবং পৃথিবীতে গতায়াতের পূর্ব্ব—প্রথম দ্বার, এই জন্য ঐ দিকের নাম পূর্ব্বদিক হইয়াছে। বানরগণ! তোমরা ঐ পর্ব্বতের পৃষ্ঠ, প্রস্রবণ, বন ও গুহাতে জানকী ও রাবণকে অনুসন্ধান করিও। উহার পর জীব আর যাইতে পারে না। সেই স্থান অন্ধকারাচ্ছন্ন অসীম ও অদৃশ্য, তথায় কেবল দিগন্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিরাজ করিতেছেন। আমরা উদয়গিরির পর আর কিছুই জানি না। এক্ষণে আমি যে সমস্ত নদ নদী ও শৈলের উল্লেখ করিলাম, এবং যে সকল অনির্দিষ্ট রহিল, তোমরা সর্ব্বত্রই গমন করিও. একমাস পূর্ণ হইলে আসিও, নচেৎ বধদণ্ড বহিতে হইবে। বানরগণ! যাও, এবং কার্য্যসিদ্ধি করিয়া শীঘ্র আইস।

---

# একচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর সুগ্রীব মহাবীর নীল, অগ্নিপুত্র, হনূমান, পিতামহ-পুত্র, জাম্ববান, সুহোত্র, শরারি, শরগুল্ম, গয়, গবাক্ষ, শরভ, সুষেণ, বৃষভ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গন্ধমাদন, উল্কামুখ ও অনঙ্গ প্রভৃতি সুনিপুণ বীরগণকে পৃথিবীর দক্ষিণে নিয়োগ করি-লেন এবং বৃহদ্বল ও কুমার অঙ্গদকে উহাদিগের নায়ক রূপে নির্দ্দেশ করিয়া, তত্রত্য দুর্গম প্রদেশ সমস্ত কহিতে লাগিলেন। দেখ, তোমরা অগ্রে তরুলতাজটিল সহস্রশৃঙ্গ বিন্ধ্য, এবং উরগবহুল মহানদী, গোদাবরী, নর্ম্মদা ও কৃষ্ণবেণী দর্শন করিবে। পরে মেখল, উৎকল, বিদর্ভ, মৎস্য, কলিঙ্গ ও কৌশিক দেশ এবং ঋষ্টিক, মাহিষক, দশার্ণ, আত্রবন্তী ও অবন্তী নগরে যাইবে। অনন্তর দণ্ডকারণ্য; তোমরা তথায় গিয়া পর্ব্বত নদী ও গুহা সকল অনুসন্ধান করিও। পরে আন্ধ্র, পুণ্ড্র, চোল ও কেরল দেশ। অদূরেই মলয় গিরি; ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গ ধাতু-রঞ্জিত ও সুরম্য, তথায় পুষ্পিত কানন, উৎকৃষ্ট চন্দনবন এবং স্বচ্ছসলিলা কাবেরী আছে। ঐ নদীতে অপ্সরা সকল নিরন্তর বিহার করিতেছে। তোমরা মলয় পর্ব্বতে তেজঃপুঞ্জদেহ মহর্ষি

অগস্ত্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্তুতিবাদে উহাঁকে প্রসন্ন করিও এবং উহাঁর অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক নক্রকুম্ভীরপূর্ণ তাম্রপর্ণী পার হইও। ঐ স্রোতস্বতী চন্দনবনে প্রচ্ছন্ন হইয়া, যুবতী যেমন নায়কের, সেইরূপ, সাগরের অভিমুখে যাইতেছে।

পরে পাণ্ড্যদেশ, তোমরা গিয়া উহার মুক্তামণিমণ্ডিত পুর-দ্বারস্থ স্বর্ণকবাট দেখিও। পাণ্ড্যদেশের পরই সমুদ্র; মহর্ষি অগস্ত্য পারাপারের জন্য উহার মধ্যস্থলে মহেন্দ্র পর্ব্বতকে স্থাপন করিয়াছেন। ঐ পর্ব্বত স্বর্ণময় ও সুদৃশ্য, বৃক্ষ ও লতা পুষ্পশ্রী বিস্তার পূর্ব্বক উহার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। ঐ পর্ব্বতের এক পার্শ্ব সমুদ্রের অন্তুগত। দেবর্ষি, যক্ষ, অপ্সরা, সিদ্ধ ও চারণগণ উহার ইতস্ততঃ নিরন্তর সঞ্চ-রণ করিতেছেন এবং প্রতিপর্ব্বে সুররাজ ইন্দ্র তথায় আগমন করিয়া থাকেন।

সমুদ্রের পর পারে একটী দ্বীপ দেখা যায়। উহা শতযোজন বিস্তৃত ও স্বর্ণপ্রভায় রঞ্জিত, মনুষ্যেরা তথায় গমন করিতে পারে না। ঐ দ্বীপই ইন্দ্রপ্রভাব দুরাত্মা রাবণের বাসস্থান। দেখ, সমুদ্র মধ্যে অঙ্গারকা নাম্নী এক রাক্ষসী আছে। সে জীব-জন্তুগণকে ছায়াযোগে আকর্ষণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়া থাকে। তোমরা গিয়া ঐ দ্বীপের গুপ্ত প্রদেশ সকল নিঃশংসয়ে অন্বে-ষণ করিও।

শত যোজন দক্ষিণ সমুদ্রে পুষ্পিতক নামে একটী পর্ব্বত আছে। উহা উজ্জ্বল সিদ্ধচারণপূর্ণ ও সুরম্য। ঐ পর্ব্বতের বিশাল শৃঙ্গ সকল আকাশ স্পর্শ করিতেছে। তন্মধ্যে সূর্য্যদেব যে শৃঙ্গ আশ্রয় করিয়া থাকেন, খল কৃতঘ্ন ও নাস্তিকেরা তাহা দেখিতে পায় না। তোমরা ঐ পর্ব্বতকে প্রণাম করিয়া উহার সর্ব্বত্র সীতাকে অন্বেষণ করিও। পরে সূর্য্যবান পর্ব্বত; উহার বিস্তার চতুর্দ্দশ যোজন হইবে। তোমরা দুর্গম পথ অবলম্বন পূর্ব্বক ঐ পর্ব্বত অতিক্রম করিও। উহার পর বৈদ্যুত গিরি। ঐ সুন্দর শৈলে বৃক্ষশ্রেণী সকল প্রকার ফলপুষ্প প্রসব করিতেছে। তোমরা তথায় উৎকৃষ্ট ফলমূল ভক্ষণ ও উচ্ছিষ্ট মধুপান করিয়া গমন করিও। পরে নেত্রমনের তৃপ্তিকর কুঞ্জরাচল; বিশ্বকর্ম্মা উহাতে ভগবান অগস্ত্যের বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহা এক যোজন বিস্তৃত, দশ যোজন উন্নত, এবং স্বর্ণময় ও রত্নখচিত। ঐ পর্ব্বতে ভোগবতী নাম্নী পন্নগগণের এক পুরী আছে। তীক্ষ্ণদংষ্ট্র মহাবিষ ভীষণ ভুজগেরা উহা সতত রক্ষা করিতেছে। উহার রাজপথ সকল সুপ্রশস্ত, তথায় নাগরাজ বাসুকি বাস করিয়া থাকেন। তোমরা ঐ দুর্গম পুরীতে প্রবেশ করিয়া উহার গুপ্ত প্রদেশে সীতার অনুসন্ধান করিও।

পরে বৃষাকার ঋষভ পর্ব্বত, উহা রত্নময় ও একান্ত উজ্জ্বল।

ঐ পর্ব্বতে গোশীর্ষ, পদ্ম ও হরিশ্যাম নামে উৎকৃষ্ট চন্দন উৎপন্ন হইয়া থাকে। তোমরা ঐ সকল চন্দন দেখিয়া কাহাকে কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা করিও না। রোহিত নামে বহু-সংখ্য গন্ধর্ব্ব ঐ ভীষণ বন সতত রক্ষা করিতেছে। তথায় শৈলূষ, গ্রামণী, শিক্ষ, শুক ও বভ্রু নামে পাঁচ জন গন্ধর্ব্বপতি বাস করিয়া থাকেন। ঋষভ পর্ব্বতের পরই পৃথিবীর অবসান, তাহা দীপ্তদেহ পুণ্যাত্মাদিগেরই বাসস্থান। কপিপ্রবীর! ইহার পর যমের রাজধানী,—অন্ধকারাচ্ছন্ন ভীষণ পিতৃলোক, তথায় জীব যাইতে পারে না। এক্ষণে আমি যে সমস্ত দেশ নির্দ্দেশ করিয়া দিলাম এবং গতিপ্রসঙ্গে আর যাহা কিছু দৃষ্ট হইবে, তোমরা সেই সকল স্থানে গিয়া সীতার উদ্দেশ লইয়া আইস। দেখ, যে ব্যক্তি এক মাস মধ্যে আসিয়া, আমি জানকীরে দেখিয়াছি, আমায় এই কথা শুনাইতে পারিবে, সে আমারই তুল্য অতুল ঐশ্বর্য্য পাইয়া ভোগসুখে সুখী হইবে; আমি তাহাকে প্রাণাধিক বোধ করিব এবং সে বারংবার অপরাধ করিলেও চিরদিন আমার বন্ধু থাকিবে। বানরগণ! তোমাদের বলবীর্য্য অপরিচ্ছিন্ন, তোমরা সৎ-বংশোৎপন্ন ও গুণবান, এক্ষণে যাহাতে রাজনন্দিনী সীতার উদ্দেশ পাওয়া যায়, তোমরা গিয়া তাহাই কর।

---

# দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর কপিরাজ ভীমবল মেঘবর্ণ শ্বশুর সুষেণের সন্নিহিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে জানকীর অন্বেষণের জন্য প্রার্থনা করিলেন। পরে বীরবেষ্টিত ইন্দ্রপ্রভাব ও গড়ুরকান্তি ধীমান অর্চ্চিষ্মানকে এবং অর্চ্চির্মাল্য ও মারীচদিগকে কহিলেন, বানরগণ! তোমরা এক্ষণে সুষেণের সহিত দুই লক্ষ সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া পশ্চিম দিকে যাত্রা কর, এবং সৌরাষ্ট্র, বাহ্লীক ও চন্দ্রচিত্র প্রভৃতি সুসমৃদ্ধ জনপদ, বিশাল পুর, পুন্নাগবকুলবহুল উদ্দালকসঙ্কুল কুক্ষিদেশ ও কেতক বনে গিয়া জানকীর অনুসন্ধান কর। স্নিগ্ধসলিলা পশ্চিমবাহিনী নদী, তপোবন, অরণ্য, মরুভূমি, অত্যুচ্চ শীতল শিলা ও গিরিদুর্গে যাও। অদূরেই পশ্চিম সমুদ্র, উহার জলরাশি তিমি ও নক্রকুম্ভীর প্রভৃতি জলজন্তুগণে নিরন্তর আকুল হইতেছে। তোমাদের সৈন্য ঐ সমুদ্রে গিয়া কেতকী তমাল ও নারিকেল বনে বিহার করিবে। উহার তীরে পর্ব্বত ও বন আছে, তোমরা তথায়

জানকী ও রাবণকে অন্বেষণ করিও। পরে মুরচীপত্তন, জটাপুর, অবন্তী ও অঙ্গলেপা পুরী এবং অলিখিতাখ্য বন। অদূরে সিন্ধুসাগরের সঙ্গম দৃষ্ট হইবে, তথায় বৃক্ষবহুল শতশৃঙ্গ চন্দ্রগিরি; উহার প্রান্তদেশে সিংহ নামক এক প্রকার পক্ষী আছে। উহারা তিমি মৎস্য ও হস্তী লইয়া নীড়ে আরোহণ করে। ঐ সজল পর্ব্বতপ্রান্তে গর্ব্বিত মাতঙ্গেরা তৃপ্ত হইয়া জলদগম্ভীরস্বরে নিরন্তর বিচরণ করিতেছে। তোমরা ঐ চন্দ্রগিরির অত্যুচ্চ স্বর্ণশৃঙ্গ ও সিংহের নীড় সকল অনুসন্ধান করিও।

ঐ সমুদ্রেই পারিযাত্র পর্ব্বত। উহার স্বর্ণময় শৃঙ্গ শত যোজন উচ্চ এবং নিতান্তই দুর্নিরীক্ষ্য। তথায় জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য ঘোররূপ চব্বিশ কোটি গন্ধর্ব্ব বাস করিতেছে। তোমরা উহাদিগের নিকট কদাচ যাইও না এবং তথাকার ফলমূলও কিছুমাত্র স্পর্শ করিও না। ঐ সমস্ত পাপশীল দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর গন্ধর্ব্ব তৎসমুদয় সতত রক্ষা করিতেছে। তোমরা কপিস্বভাবে সঞ্চরণ করিলে উহাদিগের হইতে অণুমাত্রও ভয় উপস্থিত হইবে না।

অনন্তর বজ্রের ন্যায় সারবৎ বজ্রপর্ব্বত, উহার উন্নতি ও বিস্তার শত যোজন এবং বর্ণ বৈদুর্য্যের ন্যায় নীল। উহা বিচিত্র বৃক্ষ ও লতাজালে বেষ্টিত রহিয়াছে; তোমরা গিয়া ঐ পর্ব্বতের গুহা সকল যত্ন পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিও।

সমুদ্রের চতুর্থাংশ অতিক্রম করিলে চক্রবান নামে আর একটী পর্ব্বত দৃষ্ট হইবে। তথায় বিশ্বকর্ম্মা সহস্রঅরযুক্ত এক চক্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পুরুষপ্রধান বিষ্ণু, পঞ্চজন ও হয়গ্রীব নামক দুই দানবকে বধ করিয়া তথা হইতে এক শঙ্খ ও ঐ চক্র আহরণ করেন। চক্রবান পর্ব্বতের শৃঙ্গ অত্যন্ত রমণীয় এবং গুহা সকল অতি বিশাল; তোমরা তথায় গিয়া জানকী ও রাবণের অন্বেষণ করিও। পরে বরাহ পর্ব্বত, উহা চতুঃষষ্টি যোজন বিস্তৃত। ঐ স্থানে প্রাগ্জ্যোতিষ নগরী; নরক নামে কোন দুষ্টমতি দানব তথায় বাস করিয়া থাকে। পরে সৌবর্ণ পর্ব্বত, উহাতে প্রস্রবণ অজস্রধারে বহিতেছে, এবং সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী ও বরাহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ একান্ত গর্ব্বিত হইয়া নিরন্তর গর্জ্জন করিতেছে। সৌবর্ণের অপর নাম মেঘ; পূর্ব্বে সুরগণ ঐ পর্ব্বতে শ্রীমান ইন্দ্রকে অভিষেক করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি উহার রক্ষক। ঐ পর্ব্বত অতিক্রম করিলে ষষ্টি সহস্র শৈল দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত শৈলের বর্ণ প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় অরুণ; তথায় স্বর্ণের বৃক্ষ সকল ফলপুষ্পে পূর্ণ আছে। ঐ ষষ্টি সহস্রের মধ্যে সুমেরুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বে সূর্য্যদেব প্রসন্ন হইয়া ঐ পর্ব্বতকে এইরূপ বর দিয়াছিলেন, সুমেরু! যে পদার্থ তোমাকে আশ্রয় করিবে, আমার প্রসাদে তাহা অহর্নিশি স্বর্ণ হইয়া থাকিবে। যে সমস্ত দেবতা ও গন্ধর্ব্ব তোমাতে বাস

করিবেন, তাঁহারা স্বর্ণপ্রভ ও আমার ভক্ত হইবেন। বিশ্বে-দেব, বসু ও মরুদ্গণ ঐ পর্ব্বতে সন্ধ্যার সময় সূর্য্যের উপা-সনা করিয়া থাকেন। পরে সূর্য্য জীবলোকের অদৃশ্য হইয়া অস্তাচলে আরোহণ করেন। ঐ দুই পর্ব্বতের ব্যবধান দশ সহস্র যোজন হইবে; কিন্তু তিনি এই দূরপথ অর্দ্ধ মুহূর্ত্তে যান। সুমেরুর শিখরদেশে বরুণের সৌধধবল দিব্য এক আলয় আছে; বিশ্বকর্ম্মা উহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তথায় বিস্তর প্রাসাদ ও অনেক বৃক্ষ, পক্ষিগণ নিরন্তর কোলাহল করিতেছে। ঐ দুই পর্ব্বতের অন্তরালে বৃহৎ এক তাল বৃক্ষ আছে। উহা দশ মস্তকে শোভিত বেদিমণ্ডিত ও স্বর্ণময়। সুমেরুতে ধর্ম্মজ্ঞ তপঃ-পরায়ণ মহর্ষি মেরুসাবর্ণি বাস করিতেছেন। তাঁহার তেজ সূর্য্যের ন্যায় এবং প্রভাব ব্রহ্মার ন্যায়। তোমরা উহাঁকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া জানকীর কথা জিজ্ঞাসিও। সূর্য্য সুমেরু পর্য্যন্ত বিচরণ করিয়া অস্তে যান। অস্তাচলের পর আর যাইবার নাই; ঐ স্থান অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অসীম, আমরা উহার কিছুই জানি না। বানরগণ! এক্ষণে আমি যতদূর নির্দ্দেশ করিয়া দিলাম, তোমরা সেই পর্য্যন্ত যাও, মাস পূর্ণ হইলেই আসিও, বিলম্বে বধ দণ্ড বহিতে হইবে। দেখ, বীর সুষেণ তোমাদিগের সহিত গমন করিবেন, তোমরা ইহাঁর আদেশ অপহেলা করিও না। ইনি আমার গুরু ও শ্বশুর,

তোমরা যদিও বুদ্ধিমান, কিন্তু সকল বিষয়ে ইহাঁকেই প্রমাণ করিয়া পশ্চিম দিক অনুসন্ধান কর। রামের প্রত্যুপকারে কৃতার্থ হইব, ইহাই আমার উদ্দেশ্য। তোমরা এই বিষয়ে প্রসঙ্গত যাহা ভাল হয়, দেশ কাল বুঝিয়া তাহাই করিও।

---

# ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর সুগ্রীব আপনার ও রামের শুভানুধ্যান পূর্ব্বক মহাবল শতবলকে কহিলেন, এই সকল বানর যমের আত্মজ, তুমি ইহাদিগকে মন্ত্রিত্বে গ্রহণ কর এবং আত্মানুরূপ অন্যান্য বানরে পরিবৃত হইয়া হিমগিরিশোভিত উত্তর দিকে যাও। এক্ষণে রামের কার্য্য সম্পাদন করা আমার লক্ষ, ইহা দ্বারা আমি ঋণভারমুক্ত ও কৃতার্থ হইব। রাম যথার্থই আমার হিতসাধন করিয়াছেন, যদি আমি ইহাঁর প্রত্যুপকার করিতে পারি, তবেই জীবন সফল জ্ঞান করিব। ইহাঁর কথা স্বতন্ত্র, যে কখন কোন রূপ স্বার্থসংশ্রবে আইসে নাই, তাহার কার্য্যে সাহায্য করিলেও জন্ম সার্থক হয়। বীরগণ! তোমরা সতত আমার শ্রেয় প্রার্থনা করিয়া থাক, এক্ষণে এই শুভ বুদ্ধি আশ্রয় পূর্ব্বক জানকীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। রাম সকলের মাননীয়, ইনি আমাদিগকে যথেষ্টই স্নেহ করেন, তোমরা ইহাঁর কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে উদাসীন হইও না। অতঃপর স্ব স্ব বুদ্ধি ও বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক উত্তর দিকে নদ নদী ও দুর্গ অনুসন্ধান কর। প্রস্থল, ভরত, দক্ষিণ কুরু

ও মদ্রক দেশ এবং ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, শূরসেন, কাম্বোজ, যবন ও বরদ রাজ্যে যাও। পরে হিমালয়ে গিয়া লোধ্র, পদ্মক ও দেবদারু বন অন্বেষণ করিও।

অনন্তর সোমাশ্রম, তথায় দেবতা ও গন্ধর্ব্বেরা বাস করিতেছেন। অদূরে কাল নামে একটী স্বর্ণের আকর উচ্চশিখর পর্ব্বত দৃষ্ট হইবে। তোমরা উহার গণ্ডশৈল ও গুহা সকল অন্বেষণ করিও। পরে সুদর্শন পর্ব্বত, উহার পর দেবসখা শৈল। ঐ পর্ব্বত বৃক্ষে পূর্ণ ও পক্ষি সমূহে সমাকীর্ণ। তোমরা উহার কাঞ্চনবন, নির্ঝর ও গুহায় গমন করিও।

পরে একটী বিস্তীর্ণ শূন্য স্থান পাইবে। উহা চতুর্দ্দিকে শত যোজন, তথায় নদী পর্ব্বত ও বৃক্ষ নাই এবং কোন প্রকার প্রাণীও দৃষ্ট হয় না। তোমরা সেই ভীষণ প্রদেশ শীঘ্র অতিক্রম করিয়া শুভ্রকান্তি কৈলাসে যাইও। তথায় ধনাধিপতি কুবেরের এক সুরম্য প্রাসাদ আছে। উহা বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত পাণ্ডুবর্ণ ও স্বর্ণখচিত। ঐ পর্ব্বতে একটী সরোজশোভিত সরোবর আছে। উহাতে অপ্সরোগণ বিহার করিতেছে, হংস সারস প্রভৃতি জলবিহঙ্গেরা বিচরণ করিতেছে এবং সর্ব্বলোকপূজিত কুবের গুহ্যকগণের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন। তোমরা ঐ কৈলাসের গণ্ডশৈল ও গুহা সকল অন্বেষণ করিও।

পরে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত। উহার রন্ধ্রদেশ নিতান্ত দুর্গম। তোমরা সাবধানে তন্মধ্যে প্রবেশ করিও। তথায় সূর্য্যকান্তি দেবরূপী মহর্ষিগণ দেবগণের প্রার্থনাক্রমে বাস করিয়া আছেন। উহার পর মানস পর্ব্বত। পূর্ব্বে ঐ স্থানে অনঙ্গদেব তপস্যা করিয়া-ছিলেন। তথায় বৃক্ষ নাই এবং দেবতা রাক্ষস প্রভৃতি প্রাণি-গণও গমন করিতে পারে না।

পরে মৈনাক পর্ব্বত। উহাতে ময় দানবের একটী প্রাসাদ আছে। তিনি স্বয়ং ঐ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহার ইতস্তত তুরঙ্গবদনা স্ত্রীদিগের আলয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। তোমরা ঐ পর্ব্বত অতিক্রম পূর্ব্বক সিদ্ধাশ্রমে গমন করিও। তথায় বৈখানস ও বালখিল্য প্রভৃতি নিষ্পাপ তপঃসিদ্ধ তাপসেরা বাস করিতেছেন। তোমরা উহাঁদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক সবি-নয়ে সীতার সংবাদ জিজ্ঞাসিও। ঐ আশ্রমে বৈখানস ঋষি-গণের স্বর্ণসরোজপূর্ণ একটী সরোবর আছে। তথায় অরুণ-বর্ণ হংসেরা বিচরণ করিতেছে এবং কুবেরবাহন সার্ব্বভৌম নামে হস্তী করিণী সমভিব্যাহারে পর্য্যটন করিয়া থাকে।

পরে একটী বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র। ঐ স্থানে চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্র নাই এবং মেঘও দৃষ্ট হয় না। উহা সততই নিস্তব্ধ আছে। তথায় তপঃসিদ্ধ দেবকল্প মহর্ষিগণ বিশ্রামসুখ অনুভব করিতে-ছেন। উহাঁদিগের দেহপ্রভা সূর্য্যজ্যোতিবৎ প্রদীপ্ত, তদ্দ্বারা ঐ

প্রদেশ আলোকিত হইতেছে। উহার পর শৈলোদা নদী, ঐ নদীর উভয় তীরে কীচক বংশ উৎপন্ন হইয়াছে। সিদ্ধগণ তাহা ধারণ পূর্ব্বক পর পারে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন।

অনন্তর উত্তরকুরু। উহা কৃতপুণ্যদিগের বাসস্থান; তথায় বহুসংখ্য নদী ও উৎকৃষ্ট সরোবর আছে। ঐ সকল নদী ও সরোবরে স্বর্ণের রক্তোৎপল এবং নীল বৈদূর্য্যের পত্র দৃষ্ট হয়। তীরে বিম্বাকার মুক্তাফল এবং মহামূল্য মণি ও স্বর্ণ। তথাকার দীর্ঘিকা সকল রক্তবর্ণ লক্ষিত হইয়া থাকে। উহার ইতস্ততঃ রত্ন পর্ব্বত এবং নানা প্রকার বৃক্ষ আছে। ঐ সমস্ত বৃক্ষের গন্ধ রস ও স্পর্শ উৎকৃষ্ট, ফল পুষ্প সততই জন্মে এবং শাখা প্রশাখায় কলকণ্ঠ পক্ষী আছে। বৃক্ষ হইতে বিচিত্র বস্ত্র, মুক্তাখচিত বৈদূর্য্যজড়িত স্ত্রীপুরুষের যোগ্য সর্ব্বকালসুখসেব্য অলঙ্কার, আস্তরণশোভী শয্যা, মনোহর মাল্য, তৃপ্তিকর অন্নপান এবং সুরূপা গুণবতী যুবতী সকল উৎপন্ন হইতেছে। তথায় উজ্জ্বলদেহ সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, ও কিন্নর আছে। উহারা পুণ্যবান ও ভোগাসক্ত, রমণীগণের সহিত সততই ক্রীড়া করিতেছে। ঐ স্থানে প্রীতিকর গীতবাদ্য ও হাস্যের কোলাহল শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। তথায় সকলেই হৃষ্ট এবং তথায় নিয়তই নানাপ্রকার মনোহর ভাব দৃষ্ট হইতেছে।

অনন্তর উত্তর সমুদ্র। উহার মধ্যে স্বর্ণময় সোমগিরি আছে। সেই স্থানে সূর্য্যোদয় না হইলেও সোমগিরি সমস্ত আলোকিত করিতেছে। তদ্দৃষ্টে বোধ হয়, যেন ঐ প্রদেশ সূর্য্যশ্রীশূন্য নহে। তথায় বিশ্বব্যাপী দেবপ্রধান ভগবান শম্ভু ব্রহ্মর্ষিগণে পরিবৃত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। তিনি রুদ্রমূর্ত্তি ও বিশ্বভাবন। তোমরা উত্তর কুরু অতিক্রম পূর্ব্বক আর যাইও না। সোম-গিরি সুরগণেরও অগম্য। উহাতে কেহই গমন করিতে পারে না। তোমরা দূর হইতে উহা দর্শন করিয়া শীঘ্র আসিও। উহার পর অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অসীম স্থান; আমরা তাহার কিছুই জানি না। বানরগণ! এক্ষণে যে সমস্ত দেশ নির্দ্দেশ করা গেল এবং যতগুলি অনির্দ্দিষ্ট রহিল, তোমরা সর্ব্বত্রই যাইও। সীতার উদ্দেশ করিতে পারিলে রামের এবং আমার সবিশেষ প্রীতির হইবে। বলিতে কি, আমি তোমাদিগকে সপরিবারে পরম সমাদরে রাখিব এবং তোমরাও অন্যের আশ্রয় হইয়া প্রিয়তমার সহিত নিষ্কণ্টকে পৃথিবীতে পর্য্যটন করিতে পারিবে।

---

# চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর সুগ্রীব মহাবীর হনুমানের উপর কার্য্যসিদ্ধির সম্যক প্রত্যাশা করিয়া কহিলেন, বীর! তোমার গতি পৃথিবী, আকাশ ও দেবলোকেও প্রতিহত হয় না। তুমি অসুর, গন্ধর্ব্ব, উরগ, মনুষ্য ও দেবলোক সমস্তই জ্ঞাত আছ। তোমার গতি বেগ তেজ ও ক্ষিপ্রকারিতা নিজ পিতা অনিলেরই তুল্য। এই জীবলোকে তোমার তুল্য তেজস্বী হয় নাই, হইবেও না। এক্ষণে যাহাতে জানকীর অনুসন্ধান হয়, তুমি তাহাই চিন্তা কর। নীতিবিশারদ! তোমার বল বুদ্ধি ও উৎসাহ অসাধারণ, তুমি নীতি নিরূপণ ও দেশ কালের অনুসরণ করিতে পার।

তখন রাম মনে করিলেন, কপিরাজ সুগ্রীব হনুমানকেই কার্য্য নির্ব্বাহে সমর্থ বুঝিতেছেন, এবং আমারও বোধ হয়, হনুমান হইতেই কার্য্যোদ্ধার হইবে। ইহাঁর বল বুদ্ধি সম্যক পরীক্ষিত, সুগ্রীব ইহাঁকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, সুতরাং ইনি জানকীর উদ্দেশে প্রস্থান করিলে যে, কৃতকার্য্য হইয়া আসিবেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

রাম এইরূপ চিন্তা করিয়া, যেন ইষ্ট লাভে হৃষ্ট হইলেন, এবং জানকীর প্রত্যয়ের জন্য হনুমানের হস্তে স্বনামাঙ্কিত এক অঙ্গুরীয় প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, বীর! অমি যে তোমায় প্রেরণ করিলাম, জানকী এই অভিজ্ঞানে তাহা জানিতে পারিবেন এবং তোমাকে অশঙ্কিতমনে দেখিবেন। তোমার যাদৃশ অধ্যবসায় এবং যেরূপ বলবীর্য্য, ইহাতে আমার যে, কার্য্যসিদ্ধি হইবে, আমি তদ্বিষয়ে কিছুই সংশয় করি না।

তখন হনুমান ঐ অঙ্গুরীয় কৃতাঞ্জলিপুটে গ্রহণ ও মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক রামকে প্রণিপাত করিলেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে মহাবল বানরসৈন্য, তিনি নির্ম্মল নভোমণ্ডলে তারকাবেষ্টিত অকলঙ্ক চন্দ্রের ন্যায় শোভিত হইলেন।

পরে রাম কহিলেন, পবনকুমার! তুমি সিংহবিক্রম ও মহাবীর; আমি তোমারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিলাম; এক্ষণে তুমি যেরূপে জানকীরে দেখিতে পাও তাহাই করিও।

---

# পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

---

পরে সুগ্রীব রামের কার্য্যসিদ্ধির উদ্দেশে বানরদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বীরগণ! আমি যেরূপ আদেশ করিলাম, তোমরা গিয়া তদনুসারে সীতাকে অন্বেষণ করিয়া আইস।

অনন্তর বানরগণ সুগ্রীবের এই উগ্র শাসন শিরোধার্য্য করিয়া লইল এবং পতঙ্গবৎ দলে দলে ভূমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া যাইতে লাগিল। মহাবল শতবলি হিমাচলশোভিত উত্তরে, যূথপতি বিনত পূর্ব্বে, এবং হনুমান অঙ্গদ প্রভৃতি বীরগণকে লইয়া দক্ষিণে, এবং সুষেণ ভীষণ পশ্চিম দিকে যাত্রা করিলেন। সুগ্রীব প্রত্যেককে যোগ্যতা অনুসারে প্রত্যেক দিকে নিয়োগ করিয়া, যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। রামও সীতাপ্রাপ্তিকাল প্রতীক্ষায় লক্ষ্মণের সহিত প্রস্রবণ পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বানরগণ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট দিক লক্ষ্য করিয়া দ্রুতবেগে চলিল। গমনকালে কেহ গর্জ্জন কেহ সিংহনাদ কেহ বা চীৎকার আরম্ভ করিল। সকলেই কহিতে লাগিল, আমি রাবণকে বিনাশ করিয়া জানকীরে উদ্ধার করিব। কেহ কহিল, না, তোমরা থাক, আমিই একাকী রাবণকে বধ করিয়া, পাতাল

হইতেও শ্রমকম্পিতা সীতাকে আনিব। কেহ কহিল, আমি বৃক্ষ দগ্ধ করিব, পর্ব্বত চূর্ণ করিয়া ফেলিব এবং সাগরপর্য্যন্ত শোষণ করিব। কেহ কহিল, আমি এক যোজন লম্ফ দিব; অপরে কহিল, আমি দশসহস্র যোজন লম্ফ প্রদান করিব। কেহ কেহ বা কহিল, আমার গতি পৃথিবী পর্ব্বত সমুদ্র বন ও পাতালেও প্রতিহত হয় না, আমি সর্ব্বত্রই পর্য্যটন করিব। তৎকালে বানরগণ বীর্য্যমদে উন্মত্ত হইয়া, এইরূপ নানাপ্রকার আস্ফালন করিতে লাগিল।

———

# ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর বানরেরা সীতার উদ্দেশে প্রস্থান করিলে রাম সুগ্রীবকে জিজ্ঞাসিলেন, সখে! বল, তুমি কি প্রকারে পৃথিবীর সকল স্থান জানিতে পারিলে?

তখন প্রণতস্বভাব সুগ্রীব কহিতে লাগিলেন, সখে! আমি এই বিষয় অবিকল সমস্তই কহিতেছি, শুন। একদা বালী মহিষরূপী দুন্দুভি নামক কোন এক দানবকে বধ করিবার জন্য উদ্যত হন। তদ্দর্শনে দানব ভীত হইয়া, মলয় গিরির এক গুহায় প্রবেশ করে। বালীও উহার অনুসরণক্রমে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হন। ঐ সময় আমি তাঁহার প্রতীক্ষায় বিনীতভাবে গুহাদ্বারে দণ্ডায়মান ছিলাম। সংবৎসর কাল অতীত হইয়া গেল তথাচ তিনি নিষ্ক্রান্ত হইলেন না।

অনন্তর আমি অতিশয় বিস্মিত এবং ভ্রাতৃশোকে নিতান্ত কাতর হইলাম। ফলত তৎকালে আমার সম্পূর্ণ বুদ্ধিবৈকল্যই ঘটিয়াছিল; বুঝিলাম, বালি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

তখন আমি দুন্দুভিকে বিবরে অবরোধ পূর্ব্বক বধ করিব ইহাই স্থির করিলাম, এবং শৈলপ্রমাণ শিলাখণ্ড দ্বারা বিলদ্বার

আচ্ছাদিত রাখিলাম। মহাবীর বালির জীবিতকল্পে আমার বিলক্ষণ সংশয় জন্মে, সুতরাং আমি কিষ্কিন্ধায় প্রত্যাগমন করিলাম, এবং বিস্তীর্ণ কপিরাজ্য গ্রহণ পূর্ব্বক মিত্রগণের সহিত, তারা ও রুমাকে লইয়া, নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে লাগিলাম।

ইত্যবসরে কপিরাজ দুন্দুভিকে নিপাত পূর্ব্বক আগমন করিলেন। তখন আমি ভ্রাতৃগৌরব ও ভয়ে জড়ীভূত হইয়া, তাঁহাকে রাজ্য অর্পণ করিলাম। কিন্তু ঐ দুষ্টস্বভাব আমার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট ছিলেন, আমার বিনাশেই তাঁহার সম্পূর্ণ অভিলাষ হইল।

অনন্তর আমি এই ব্যাপার অবগত হইয়া, প্রাণের আশঙ্কায় মন্ত্রিবর্গের সহিত পলায়ন করিলাম। বালিও আমার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। আমি এই উপলক্ষে নানা নগর ও নদী দেখিলাম। তৎকালে এই পৃথিবী আমার চক্ষে গোষ্পদবৎ, ভ্রমণবেগে অলাতচক্রবৎ, এবং দৃশ্য পদার্থের সুস্পষ্টতা নিবন্ধন দর্পণতলবৎ বোধ হইতে লাগিল। সখে! প্রথমে আমি পূর্ব্বদিকে যাই; তথায় নানাপ্রকার বৃক্ষ, গুহাগহন গিরি ও রমণীয় সরোবর দেখি। ধাতুরঞ্জিত উদয়াচল এবং অপ্সরোগণের বিহারস্থান ক্ষীরোদ সমুদ্রও দর্শন করি। এদিকে বালি আমার অনুসরণক্রমে সেই দিকে উপনীত। তখন আমি তৎক্ষণাৎ দক্ষিণাভিমুখী হইলাম। ঐ স্থানে বিন্ধ্যগিরি এবং নিবিড় চন্দন বন। বালিও

তথায় গিয়া বৃক্ষ ও পর্ব্বতের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ছিলেন। তদ্দর্শনে আমি ভীত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলাম, এবং নানা দেশ ও অস্তাচল দেখিতে পাইলাম। সকল স্থলেই বালি আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছেন। অনন্তর আমি উত্তর দিকে চলিলাম, এবং হিমাচল, সুমেরু ও উত্তর সমুদ্র পর্য্যটন করিলাম, কিন্তু কোন স্থানেও আশ্রয় পাইলাম না।

তখন ধীমান হনুমান আমাকে কহিলেন, দেখ, পূর্ব্বকালে মহর্ষি মতঙ্গ উদ্দেশে বালিকে এই রূপ অভিশাপ দেন, যে, অতঃপর যদি বালি আমার এই আশ্রমপদে পুনরায় প্রবেশ করে, তবে তাহার মস্তক শতধা চূর্ণ হইবে। রাজন্! এক্ষণে এই কথা আমার স্মরণ হইল। সুতরাং মতঙ্গাশ্রমে বাস আমাদিগের সুখের ও নিরুদ্বেগের হইবে।

অনন্তর আমি ঐ আশ্রমের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম এবং তথায় উপস্থিত হইয়া ঋষ্যমূক পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলাম। বলিতে কি, বালি মহর্ষি মতঙ্গের শাপভয়ে তন্মধ্যে আর প্রবেশ করিতে পারিলেন না। সখে! আমি এইরূপে সমগ্র ভূমণ্ডল প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

---

# সপ্তচত্বারিংশ সর্গ

এদিকে বানরগণ জানকীর অনুসন্ধানার্থ মহাবেগে যাইতেছে এবং শৈল কানন সরোবর ও নদীবহুল দেশ সমুদায় অন্বেষণ করিতেছে। উহারা বহুযত্নে সমস্ত দিন পর্য্যটন করে এবং যথায় সমস্ত ঋতুশ্রী বিরাজমান, বৃক্ষ সকল ফলপুষ্পে পূর্ণ, সেই স্থানে রাত্রিযোগে ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া থাকে।

এইরূপে প্রস্থান দিবস হইতে গণনায় ক্রমশ মাস পূর্ণ হইয়া আসিল। তখন বানরেরা সীতার উদ্দেশে হতাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে লাগিল। মহাবীর বিনত মন্ত্রিবর্গের সহিত পূর্ব্বদিক হইতে, শতবলি উত্তর দিক হইতে এবং সুষেণ সসৈন্যে ভীতমনে পশ্চিম দিক হইতে আগমন করিতে লাগিল। কপিরাজ সুগ্রীব রামের সহিত প্রস্রবণ শৈলে উপবিষ্ট ছিলেন; সকলে তাঁহার সন্নিহিত হইল এবং তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিল, রাজন্! আমরা পর্ব্বত ও নিবিড় বন অন্বেষণ করিয়াছি, নদী, সমুদ্রান্তর্গত দ্বীপ ও জনপদ দেখিয়াছি, লতাজালজটিল গুল্ম এবং আপনার

নির্দ্দিষ্ট গুহা সকল অনুসন্ধান করিয়াছি, দুর্গম বিষম প্রদেশে বৃহৎ বৃহৎ জীবজন্তু অন্বেষণ ও হনন করিয়াছি; আমরা এই সমস্ত স্থান পুনঃ পুন পর্য্যটন করিলাম তথাচ জানকীরে পাইলাম না। রাজন্! তিনি যে দিকে, পবনকুমার তদভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। হনুমানের বলবীর্য্য অসাধারণ এবং তাঁহার সমভিব্যাহারে যাঁহারা আছেন তাঁহারাও মহাবীর, তিনি যে সীতার উদ্দেশ লইয়া আসিবেন, তদ্বিষয়ে আমাদিগের কিছুমাত্র সংশয় হইতেছে না।

---

# অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

এদিকে মহাবীর হনুমান তার ও অঙ্গদের সহিত দক্ষিণ দিক পর্য্যটন করিতেছেন। তিনি অন্যান্য বানর সমভিব্যাহারে দূরপথ অতিক্রম করিয়া বিন্ধ্যাচলে উত্তীর্ণ হইলেন এবং তত্রত্য গুহা, গহন বন, নদ, নদী, দুর্গ, সরোবর ও বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সকল স্থানই দেখিলেন, কিন্তু কোথাও জানকীরে পাইলেন না।

অনন্তর সকলে পর্য্যটনক্রমে নানা প্রকার ফলমূল ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইল। ঐ দুষ্প্রবেশ বিস্তীর্ণ প্রদেশ জলশূন্য ও জনশূন্য, উহারা তাদৃশ ঘোর অরণ্য বিচরণ পূর্ব্বক অধিকতর কাতর হইয়া পড়িল, এবং ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অশঙ্কিত মনে অন্যত্র গমন করিল। তথায় বৃক্ষের ফল পুষ্প ও পত্র নাই, নদী শুষ্ক, সুদৃশ্য সুকোমল ভৃঙ্গসঙ্কুল সুগন্ধি পদ্মের বিকাশ নাই, মূল সুলভ নহে, হস্তী ব্যাঘ্র মহিষ প্রভৃতি পশু ও পক্ষী দৃষ্ট হয় না, এবং ওষধি ও লতাও দুর্লভ।

পূর্ব্বে ঐ বনে কণ্ডু নামে এক ঋষি ছিলেন। তিনি সত্য-বাদী ও ক্রোধপরায়ণ, নিয়মপ্রভাবে তাঁহাকে নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ বোধ হইত। কণ্ডুর দশ বৎসরের একটী পুত্র ছিল। ঐ ঘোর অরণ্যে তাহার মৃত্যু হয়। তদ্দর্শনে কণ্ডু যার পর নাই ক্রোধা-বিষ্ট হইয়া উঠেন এবং সমগ্র বনকে অভিসম্পাত করেন। বলিতে কি, তদবধি ঐ স্থানের এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। বানর-গণ তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া, উহার প্রান্তদেশ গিরিগুহা ও নদীর মূল সকল অন্বেষণ করিল; কিন্তু কোথাও সীতা বা রাবণের উদ্দেশ পাইল না।

অনন্তর বানরেরা তথা হইতে অন্য বনে চলিল। ঐ স্থান তরুলতাগহন ও ভীষণ; উহারা তন্মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে সহসা এক ভয়ঙ্কর অসুরকে দেখিতে পাইল। অসুর পর্ব্বতের ন্যায় প্রকাণ্ড, বরগর্ব্বে অমরগণ হইতেও ভীত নহে। বানরগণ উহাকে দেখিবামাত্র কটিতট দৃঢ়তর বন্ধন করিতে লাগিল। তখন অসুর উহাদিগকে কহিল, দেখ্, তোরা এই দণ্ডেই মরিলি, এই বলিয়া সে ক্রোধভরে বজ্রমুষ্টি উদ্যত করিয়া ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে মহাবীর অঙ্গদ রাবণবোধে ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উহাকে তলপ্রহার করিলেন। সে তৎক্ষণাৎ প্রহার-বেগে কাতর হইয়া, শোণিত উদ্গার পূর্ব্বক প্রক্ষিপ্ত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পড়িল।

অনন্তর গর্ব্বিত বানরগণ গহন গুহা অনুসন্ধান করিতে লাগিল এবং উহা সম্যক রূপ দৃষ্ট হইয়াছে দেখিয়া, আর একটী গহ্বরে প্রবেশ করিল। অনন্তর সকলে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল, পর্য্যটনশ্রমে যার পর নাই ক্লান্ত হইয়া পড়িল এবং একান্ত নিরুৎসাহ হইয়া নির্জনে এক বৃক্ষমুল আশ্রয় পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিল।

---

# একোনপঞ্চাশ সর্গ।

ইত্যবসরে সুবিজ্ঞ অঙ্গদ বানরগণকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, বানরগণ! আমরা বন পর্ব্বত নদী দুর্গ ও গুহা সকল অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কোথাও জানকীরে পাইলাম না এবং যে তাঁহাকে হরণ করিয়াছে, সেই দুরাচার নিশাচরকেও দেখিলাম না। এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট কাল অতিক্রান্ত হইল। রাজা সুগ্রীবের শাসন অতি কঠোর; আইস, আমরা দুঃখক্লেশ তুচ্ছ করিয়া এখনও এই দুর্গম বন অনুসন্ধান করি। শোক আলস্য ও নিদ্রাবেশ দূর করা আবশ্যক; দক্ষতা ও সাহস কার্য্যসিদ্ধির কারণ; যত্ন ও পরিশ্রমের ফল অবশ্যই দৃষ্ট হইবে। এক্ষণে হতাশ হইও না, সাহস আশ্রয় কর। সুগ্রীব উগ্র স্বভাব, তাঁহার শাসনও ভীষণ, সুতরাং তাঁহাকে ও মহাত্মা রামকে ভয় করিতে হইবে। বানরগণ! অমি তোমাদের সকলকে হিতোদ্দেশেই এইরূপ কহিলাম, এক্ষণে ইহা সঙ্গত হইল কি না, বল।

গন্ধমাদন শ্রমকাতর ও পিপাসার্ত্ত ছিল। সে বীর অঙ্গদের এই কথা শুনিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, দেখ, যুবরাজ

যাহা কহিলেন, ইহা সঙ্গত হিতজনক ও অনুকূল। আইস, আমরা পুনর্ব্বার সুগ্রীবনির্দ্দিষ্ট শৈল, শিলা, গিরিদুর্গ, শূন্য কানন ও প্রস্রবণ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই।

অনন্তর বানরগণ গাত্রোত্থান করিল, এবং গহন বন ও প্রস্রবণ সকল অনুসন্ধান করিতে লাগিল। ঐ স্থানে শারদীয়-জলদকান্তি রজত পর্ব্বত বিরাজমান; উহারা ঐ পর্ব্বতে আরোহণ করিল এবং জানকীর দর্শন পাইবার জন্য রমণীয় লোধ্র ও সপ্তপর্ণের বনে বিচরণ করিতে লাগিল।

ক্রমশ পর্য্যটনশ্রমে সকলে ক্লান্ত হইয়া পড়িল এবং ঐ পর্ব্বতের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে অবতীর্ণ হইল। উহাদের মন উদ্‌ভ্রান্ত ও বিকল হইয়া গিয়াছে। উহারা এক বৃক্ষমূল আশ্রয় পূর্ব্বক ক্ষণকাল বিশ্রাম করিল এবং গতক্লম হইয়া উৎসাহের সহিত পুনর্ব্বার বিন্ধ্যপর্ব্বত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল।

---

# পঞ্চাশ সর্গ।

---

হনুমান তার ও অঙ্গদের সহিত বিন্ধ্যাচলে আরোহণ পূর্ব্বক হিংস্রজন্তুসঙ্কুল গুহা, সঙ্কট স্থল ও প্রস্রবণ সকল অন্বেষণ করিয়া নৈঋ'ত দিকের শিখরে উত্থিত হইলেন। উহা সুবিস্তীর্ণ গুহাগহন ও দুর্গম। তৎকালে গয়, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ ও জাম্ববান প্রভৃতি বানরগণ পরস্পর পরস্পরের অদূরবর্ত্তী হইয়া জানকীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। ঐ স্থানে একটী অনাবৃত গর্ত্ত আছে, নাম ঋক্ষ বিল; উহা দানবরক্ষিত, লতাজালসংবৃত ও বৃক্ষবহুল; ফলত তন্মধ্যে প্রবেশ করা অতিশয় সুকঠিন। বানরগণ ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত হইয়া জল অন্বেষণ করিতেছিল, ইত্যবসরে সহসা ঐ বিস্তীর্ণ গর্ত্ত দেখিতে পাইল। গর্ত্ত হইতে হংস ক্রৌঞ্চ ও সারসগণ নিষ্ক্রান্ত হইতেছে এবং চক্রবাক সকল পদ্মপরাগে রঞ্জিত হইয়া জলার্দ্র দেহে আসিতেছে। বানরগণ উহা নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ভয় ও বিস্ময়ে অভি-

ভূত হইল, এবং উহার সন্নিহিত হইবামাত্র হর্ষে পুলকিত হইয়া উঠিল। দেখিল, গর্ত্তে নানা প্রকার জীবজন্তু আছে; উহা দুর্দ্দর্শ দুষ্প্রবেশ্য ও ভীষণ, যেন দানবরাজের নিভৃত বাসের সম্যক উপযুক্ত স্থান।

অনন্তর হনুমান অরণ্যসঞ্চারনিপুণ বানরগণকে কহিলেন, আমরা এই পার্ব্বত্য প্রদেশ পর্য্যটন পূর্ব্বক ক্লান্ত হইয়াছি, পিপাসায় আমাদিগের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দেখ, এই বিলদ্বার হইতে হংস, সারস, ক্রৌঞ্চ ও চক্রবাকগণ জলার্দ্র দেহে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে, এবং দ্বারস্থ বৃক্ষের পত্র গুলিও রসার্দ্র। এই লক্ষণে স্পষ্টই বোধ হয়, গর্ত্তের অভ্যন্তরে কূপ বা হ্রদ আছে। এক্ষণে আইস, আমরা ইহাতে প্রবেশ করি।

অনন্তর সকলে ঐ গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। উহা অন্ধকারাচ্ছন্ন ও ভীষণ। ইতস্তত মৃগ, পক্ষী ও সিংহ সকল সঞ্চরণ করিতেছে। কিন্তু তন্মধ্যে বানরগণের দৃষ্টি তেজ ও পরাক্রম কিছুতেই প্রতিহত হইল না। উহারা ঐ গাঢ় তিমিরে পরস্পরকে ধারণ পূর্ব্বক বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিল এবং রমণীয় স্থান ও নানা প্রকার বৃক্ষ নিরীক্ষণ করিতে করিতে এক যোজন অতিক্রম করিল। সকলের সংজ্ঞা বিলুপ্ত, সকলেই তটস্থ, পিপাসার্ত্ত ও জলার্থী হইয়া অবিশ্রান্ত যাইতেছে।

সকলের দেহ শীর্ণ, মুখ মলিন এবং সকলেই প্রাণরক্ষায় একান্ত হতাশ।

ইত্যবসরে সহসা আলোক দৃষ্ট হইল। উহারাও গতিপ্রসঙ্গে একটী বনে প্রবেশ করিল। তথায় অন্ধকারের লেশ মাত্র নাই, জ্বলন্তঅগ্নিসদৃশ স্বর্ণের বৃক্ষ সকল রহিয়াছে। সাল, তাল, তমাল, পুন্নাগ, বঞ্জুল, ধব, চম্পক, নাগ ও কুসুমিত কর্ণিকার বিচিত্র স্বর্ণের স্তবক, সেখর, রক্তবর্ণ পল্লব ও লতা জালে অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছে। ঐ সমস্ত বৃক্ষ তরুণ সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল, মূলে বৈদুর্য্যময় বেদি। তথায় কোথাও নীল বৈদুর্য্যবর্ণ ভ্রমরপূর্ণ পদ্মলতা, কোথাও স্বচ্ছসলিল সরোবর, তন্মধ্যে স্বর্ণের মৎস্য ও উৎকৃষ্ট পদ্ম রহিয়াছে। কোথাও বৈদুর্য্যখচিত স্বর্ণ ও রৌপ্যের সপ্ততল গৃহ, উহাতে স্বর্ণের গবাক্ষ মুক্তাজালে আবৃত আছে। কোথাও প্রবালতুল্য বৃক্ষ সকল ফল পুষ্পে অবনত, কোথাও স্বর্ণের ভ্রমর, কোথাও মণিকাঞ্চনচিত্রিত বিবিধ শয্যা ও আসন, কোন স্থানে স্বর্ণ রজত ও কাংস্যের পাত্র, কোথাও দিব্য অগুরু ও চন্দনের স্তূপ, কোথাও পবিত্র ফল মূল, কোথাও বিচিত্র কম্বল, কোথাও মহামূল্য যান ও স্বাদু মদ্য, এবং কোথাও বা উৎকৃষ্ট বস্ত্র; বানরগণ ঐ গুহা মধ্যে ইতস্তত এই সমস্ত দেখিতে পাইল।

পরে উহারা অদূরে একটী তাপসীকে দেখিল। তাঁহার পরি-

ধান চীর ও কৃষ্ণাজিন এবং আহার পরিমিত। তিনি স্বতেজে হুতাসনের ন্যায় জ্বলিতেছেন। বানরগণ উহাঁকে দেখিবামাত্র যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইল এবং উহাঁর চতুর্দিক বেষ্টন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিল।

অনন্তর হনূমান কৃতাঞ্জলিপুটে ঐ বর্ষীয়সীকে অভিবাদন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, তাপসি! বলুন, আপনি কে? এবং এই গৃহ, গর্ত্ত ও রত্ন সমস্তই বা কাহার?

# একপঞ্চাশ সর্গ।

হনুমান ঐ সর্ব্বভূতহিতকারিণী ধর্ম্মচারিণীকে পুনর্ব্বার কহিলেন, তাপসি! আমরা শ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত হইয়া, সহসা এই তিমিরাচ্ছন্ন গর্ত্তে প্রবিষ্ট হইয়াছি। এই স্থানের সমস্তই অদ্ভুত; দেখিয়া চকিত ভীত ও হতজ্ঞান হইতেছি। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এই রক্তবর্ণ স্বর্ণময় বৃক্ষ ফলপুষ্পে অবনত হইয়া সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে, এ সকল কাহার? ঐ পবিত্র ভক্ষ্য ফলমূল, এই মুক্তাজালখচিত গবাক্ষশোভিত স্বর্ণ ও রজতের গৃহ, এই স্বর্ণের বিমান, ঐ নির্ম্মলজলে স্বর্ণের পদ্ম, এবং এই স্বর্ণের মৎস্য ও কচ্ছপই বা কাহার? তাপসি! ইহা কি আপনার প্রভাব? না অন্য কাহারও তপোবল? ফলত আমরা ইহার কিছুই জানি না, আপনি সমস্তই বলুন।

তখন তাপসী কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বে ময় নামে কোন এক মায়াবী দানব ছিল। সে দানবদলে বিশ্বকর্ম্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ ময় অরণ্যে সহস্র বৎসর অতি কঠোর তপস্যা করিয়া, প্রজাপতি ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করে, এবং তাঁহারই বরে শিল্প-

জ্ঞান অধিকার পূর্ব্বক মায়াবলে এই স্বর্ণের বন ও দিব্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে।

অনন্তর দানবরাজ ময় এই বনে কিছুকাল সুখে অধিবাস পূর্ব্বক এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে লাগিল। ঐ সময় হেমা নাম্নী এক অপ্‌সরাতে উহার অনুরাগ জন্মে। তদ্দর্শনে সুররাজ স্ববিক্রমে বজ্র দ্বারা উহাকে নিপাত করেন। পরে ব্রহ্মা হেমাকে এই উৎকৃষ্ট বন, এই স্বর্ণের গৃহ এবং এই সমস্ত ভোগ্য বস্তু প্রদান করিয়াছিলেন। আমি মেরুসাবর্ণির কন্যা; নাম স্বয়ং-প্রভা। হেমা আমার প্রিয়সখী। তিনি নৃত্যগীতে অতিশয় নিপুণ। বলিতে কি, আমি তাঁহারই অনুরোধে এই গৃহ রক্ষা করিতেছি। এক্ষণে তোমরা কি উদ্দেশে এই নিবিড় কাননে প্রবেশ করিয়াছ এবং এই স্থানই বা কিরূপে অবগত হইলে? আমি তোমাদিগকে স্বাদু ফলমূল ও পানীয় জল দিতেছি, তোমরা পানভোজনে শ্রান্তিদূর করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্তই বল।

# দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

তাপসী পুনরায় কহিলেন, বানরগণ! যদি ফলমূলে তোমাদের শ্রান্তি দূর হইয়া থাকে, এবং আমূলত সকল উল্লেখ করিতে যদি কোন রূপ সঙ্কোচ না থাকে, ত বল, শুনিতে ইচ্ছা করি।

তখন হনুমান অকপটে কহিতে লাগিলেন, তাপসি! রাজা দশরথের পুত্র রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা জানকীরে লইয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি সকলের অধিপতি, ইন্দ্রপ্রভাব ও বরুণবিক্রম। দুরাত্মা রাবণ সেই রামের পত্নীকে জনস্থান হইতে অপহরণ করিয়াছে। কপিরাজ সুগ্রীব তাঁহার প্রিয়সখা, এক্ষণে তিনি আমাদিগকে সীতা ও রাবণকে অনুসন্ধান করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। আমরাও তদীয় আদেশে দক্ষিণ দিকে আসিয়াছি। দেবি! এই স্থানে বন সমুদ্র সমস্তই দেখিলাম, কিন্তু কোথাও সীতাকে পাইলাম না।

পরে আমরা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া এক বৃক্ষমূল আশ্রয় করিলাম। তৎকালে আমাদিগের মুখশ্রী মলিন হইয়াছিল। সকলে বিষণ্ণ এবং সকলেই চিন্তাসাগরে নিমগ্ন। আমরা কিংকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে

অসমর্থ হইয়া ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতেছি, ইত্যবসরে সহসা এই তিমিরাচ্ছন্ন তরুলতাগহন গর্ত্ত দেখিতে পাইলাম। এই গর্ত্ত হইতে হংস, কুরর, ও সারসেরা জলার্দ্র দেহে পদ্মপরাগ-রঞ্জিত পক্ষে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিল। তদ্দৃষ্টে স্পষ্টই বুঝিলাম, ইহার অভ্যন্তরে সরোবর আছে।

অনন্তর আমি বানরগণকে কহিলাম, চল, আমরা এই গর্ত্তে প্রবিষ্ট হই। ফলত ইহাতে যে কূপ বা হ্রদ আছে, তৎকালে ইহা সকলেরই অনুমান হইয়াছিল। পরে আমরা পরস্পরের কর গ্রহণ পূর্ব্বক এই অন্ধকারময় গর্ত্তে প্রবিষ্ট হইলাম।

তাপসি! এই আমাদিগের কার্য্য, এই উদ্দেশেই আসিয়াছি। আমরা ক্ষুধার্ত্ত ও ক্ষীণ হইয়া, তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম; তুমি আতিথ্য উপলক্ষে যে সমস্ত ফল মূল প্রদান করিলে, ভক্ষণ করিলাম। আমরা ক্ষুধার উদ্রেকে মৃতকল্প হইয়া ছিলাম, তুমিই সকলকে রক্ষা করিলে; এক্ষণে বল, আমরা তোমার কিরূপ প্রত্যুপকার করিব।

তখন সর্ব্বদর্শিনী স্বয়ংপ্রভা কহিলেন, বানরগণ! আমি তোমাদিগের বাক্যে পরিতুষ্ট হইলাম। ধর্ম্মাচরণই আমার কার্য্য, এতদ্ভিন্ন অন্য কিছুতেই আমার আর স্পৃহা নাই।

## ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর হনুমান সুলোচনা তাপসীর এই ধর্ম্মানুকূল বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মশীলে! আমরা তোমার শরণাপন্ন হইলাম। মহাত্মা সুগ্রীব জানকীর অনুসন্ধানার্থ আমাদিগকে একমাস সময় নির্দ্ধারিত করিয়া দেন, কিন্তু এই গর্ত্তে পরিভ্রমণ করিতে গিয়া তাহা অতিক্রান্ত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি আমাদিগকে ইহা হইতে উদ্ধার কর। আমরা সুগ্রীবের আদেশ লঙ্ঘন পূর্ব্বক প্রাণসঙ্কটে পড়িয়াছি, এবং তাঁহার ভয়ে শঙ্কিত হইতেছি, এক্ষণে তুমি রক্ষা কর। আর্য্যে! আমাদিগের গুরুতর কার্য্যের অনুরোধ আছে, কিন্তু এ স্থানে বদ্ধ থাকিলে সকলই বিফল হইয়া যায়।

তখন তাপসী কহিলেন, দেখ, এই গর্ত্তে প্রবেশ করিলে প্রাণসত্ত্বে নির্গত হওয়া কঠিন। এক্ষণে আমি তপ ও নিয়মবলে তোমাদিগকে উদ্ধার করিব। তোমরা চক্ষু নিমীলিত কর, নচেৎ কৃতকার্য্য হওয়া দুষ্কর হইবে।

অনন্তর বানরগণ নির্গমনবাসনায় পুলকিতমনে সুকুমার অঙ্গুলি দ্বারা নেত্র আবৃত করিল। তখন তাপসী উহাদিগকে নিমেষমাত্রে বিবর হইতে বাহির করিলেন, এবং আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, বানরগণ! ঐ অদূরে তরুলতাগহন শ্রীমান বিন্ধ্যগিরি, এই প্রস্রবণ শৈল এবং ঐ মহাসাগর। এক্ষণে তোমরা কুশলে থাক, আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি। এই বলিয়া স্বয়ংপ্রভা গর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

# চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

বানরেরা বহির্গত হইয়া দেখিল, অদূরে ভীষণ সমুদ্র তরঙ্গ বিস্তার পূর্ব্বক গর্জ্জন করিতেছে। উহারা ময়ের মায়াকৃত গিরি-দুর্গ পর্য্যটন প্রসঙ্গে সুগ্রীবের নির্দ্দিষ্ট কাল অতিক্রম করিয়াছিল, এক্ষণে বিন্ধ্যাচলের প্রত্যন্ত দেশে উপবেশন পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিল। এদিকে বসন্তকাল উপস্থিত; বৃক্ষ পুষ্পস্তবকে অবনত এবং লতাজালে বেষ্টিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে উহারা যার পর নাই শঙ্কিত হইয়া মুর্চ্ছিত হইল।

তখন যুবরাজ অঙ্গদ ঐ সকল শান্তপ্রকৃতি বৃদ্ধ বানরকে সসম্মানে সম্ভাষণ পূর্ব্বক মধুর বচনে কহিলেন, কপিগণ! আমরা রাজা সুগ্রীবের আদেশে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি, কিন্তু ঐ বিবরে প্রবেশ করিয়া আমাদের কালবিলম্ব ঘটিয়াছে। দেখ, আমরা কার্ত্তিক মাসের শেষে কালসংখ্যায় বদ্ধ হই, পরে যাত্রা করি; এক্ষণে সেই নির্দ্দিষ্ট কাল অতিক্রান্ত হইল, অতঃপর কর্ত্তব্য কি, অবধারণ কর। তোমরা নীতিনিপুণ, সুবিখ্যাত, রণদক্ষ ও কার্য্যক্ষম। সুগ্রীবের আজ্ঞাক্রমে আমায় সমভি-

ব্যাহারে লইয়া নির্গত হইয়াছ ; কিন্তু যখন এই রূপ অকৃতকার্য্য হইলে, তখন নিশ্চয়ই তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত। কপিরাজের আজ্ঞা পালন না করিয়া কে সুখী থাকিতে পারে ? এক্ষণে নিরূপিত কাল অতীত হইয়াছে, সুতরাং আজই প্রায়োপবেশন করা আমাদিগের উচিত। সুগ্রীব স্বভাবত উগ্র, প্রভুভাবে বিরাজ করিতেছেন, আমরা অপরাধী, তিনি কখনই আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন না। যখন সীতার উদ্দেশ হইল না, তখন নিশ্চয় প্রতিফল দিবেন। অতএব আজি গৃহ, ঐশ্বর্য্য, স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করিয়া এখানে প্রায়োপবেশন কর। আমরা প্রতিগমন করিলে রাজা নির্দ্দয়রূপ দণ্ড করিবেন, অতএব এই স্থানেই আমাদের মৃত্যু শ্রেয়। দেখ, কপিরাজ স্বয়ং কিছু আমাকে যৌবরাজ্য দেন নাই, বীর রামই ইহার কারণ। আমার উপর পূর্ব্বাবধিই সুগ্রীবের বৈর বদ্ধমূল হইয়া আছে, এক্ষণে তিনি এই ব্যতিক্রম পাইলে আমাকে গুরুতর দণ্ড করিবেন। তৎকালে আত্মীয় স্বজন আর কেন আমাকে বিপন্ন দেখিবেন, আমি এখানে এই পবিত্র সাগরতটে প্রায়োপবেশন করিব !

বানরগণ কুমার অঙ্গদের এই কথা শুনিয়া করুণকণ্ঠে কহিতে লাগিল, সুগ্রীব উগ্রস্বভাব, রাম স্ত্রৈণ, নির্দ্দিষ্ট কালও অতিক্রান্ত হইয়াছে ; এক্ষণে আমরা জানকীর উদ্দেশ না লইয়া গেলে, সুগ্রীব আমাদিগকে রামের প্রীতির জন্য বধ

করিবেন। অপরাধ সত্ত্বে প্রভুর নিকট গমন নিষিদ্ধ। আমরা সুগ্রীবের সর্ব্বপ্রধান অনুচর আসিয়াছি, এক্ষণে হয় অনুসন্ধানে জানকীর সংবাদ লইয়া দিব, নচেৎ এই স্থানেই মরিব।

তখন মহাবীর তার বানরদিগকে ভীত দেখিয়া কহিল, কপিগণ! বিষণ্ণ হইও না, এক্ষণে যদি সকলের অভিপ্রায় হয় ত আইস, আমরা এই গর্ত্তে বাস করি। এই গর্ত্ত ময়ের মায়ারচিত ও দুর্গম, ইহাতে পান ভোজনের সুবিধা আছে, এবং পুষ্প ও জলও যথেষ্ট। ইহার মধ্যে থাকিলে, কি ইন্দ্র, কি রাম, কি সুগ্রীব কাহাকেও ভয় করিতে হইবে না।

তখন বানরগণ এই অনুকুল বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক পুলকিত-মনে কহিল, দেখ, যাহাতে আমাদিগের মৃত্যু না হয়, আজ অনন্যকর্ম্মা হইয়া তাহাই কর।

# পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

অঙ্গদ অষ্টাঙ্গ* বুদ্ধিযুক্ত চতুর্দ্দশ† গুণসম্পন্ন ও সামাদি‡ প্রয়োগে সুনিপুণ। তিনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় এবং বিক্রমে পিতা বালিরই অনুরূপ। ইন্দ্র যেমন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের, সেইরূপ তিনি শশাঙ্কশোভন তারের মন্ত্রণা শুনিতেছেন। তাঁহার তেজ ও বীর্য্য শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল। তিনি সুগ্রীবের কার্য্য সাধনার্থ যৎপরোনাস্তি পরিশ্রান্ত হইয়াছেন। সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ হনুমান উহাঁর ভাবগতিতে বুঝিলেন, বিস্তীর্ণ কপিরাজ্য উহাঁর ভোগে নাই। তিনি ভাবান্তর জন্মাইবার সংকল্প করিলেন এবং বাক্‌কৌশলে বানরগণের মতভেদ করিয়া দিলেন।

* শুশ্রূষা, শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ, তর্ক, বিতর্ক ও অর্থতত্ত্বজ্ঞান এই আটটী বুদ্ধির অঙ্গ।

† সাম দান ভেদ ও নিগ্রহ।

‡ দেশকালজ্ঞতা, দৃঢ়তা, ক্লেশসহিষ্ণুতা, সর্ব্বজ্ঞতা, দক্ষতা, গূঢ়-মন্ত্রতা, অবিসংবাদিতা, তেজস্বিতা, শৌর্য্য, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা, শরণাগতবাৎসল্য, অমর্ষিতা ও অচাপল্য এই চতুর্দ্দশটী গুণ।

অনন্তর হনুমান রোষোপশমন ভীষণ বাক্যে অঙ্গদকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, যুবরাজ! তুমি বালি অপেক্ষা রণদক্ষ এবং তাঁহারই ন্যায় কপিরাজ্যের ভার বহন করিতে পারিবে। কিন্তু বানরজাতি স্বভাবত চঞ্চলমতি; অনুরাগের কথা স্বতন্ত্র, ইহারা এই স্থানে স্ত্রীপুত্রবিহীন থাকিলে কখনই তোমার আজ্ঞা সহিবে না। আমি মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি, এই জাম্ববান, নীল, সুহোত্র ও আমি, তুমি আমাদিগকে সামদানাদি রাজ-গুণে, অধিক কি, দণ্ড দ্বারাও সুগ্রীব হইতে ভেদ করিয়া লইতে পারিবে না। প্রবল, দুর্ব্বলের সহিত বিরোধাচরণ পূর্ব্বক থাকিতে পারে, কিন্তু দুর্ব্বলের আত্মরক্ষা আবশ্যক, সুতরাং বিরোধে অনর্থ ঘটিবে। তুমি তারের বাক্যপ্রমাণ ঐ গর্ত্ত নিরা-পদ অনুমান করিতেছ, কিন্তু লক্ষ্মণের পক্ষে ইহার বিদারণ অকিঞ্চিৎকর কথা। পূর্ব্বে সুররাজ ইন্দ্র বজ্র দ্বারা ঐ গর্ত্তের অতি অল্পই ক্ষতি করেন, কিন্তু, বলিতে কি, লক্ষ্মণের বাণ উহা পত্রপুটবৎ অক্লেশেই ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। তাঁহার শর বজ্রসার ও পর্ব্বতভেদপটু। বীর! তুমি যখনই গর্ত্তে বাস করিবে, তখনই বানরেরা তোমায় ত্যাগ করিয়া যাইবে। স্ত্রীপুত্রচিন্তায় উৎকণ্ঠিত, দুঃখশয্যায় লুণ্ঠিত, ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া কখন তোমার অনুরোধ রাখিবে না। তৎকালে তুমি সুহৃৎ ও হিতার্থী বন্ধুশূন্য হইয়া, সামান্য তৃণস্পন্দনেও শঙ্কিত হইবে।

কিন্তু যদি আমাদিগের সহিত বিনীতভাবে সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হও, তাহা হইলে তিনি ক্রমপ্রাপ্ত বলিয়া তোমায় রাজ্য দান করিবেন। সুগ্রীব ধর্ম্মশীল ব্রতনিষ্ঠ সত্যপরায়ণ ও পবিত্র; তোমার প্রতি তাঁহার অতিমাত্র স্নেহ আছে, তিনি কখন তোমাকে বধিবেন না। কপিরাজ নিরবচ্ছিন্ন তোমার জননীকে ভাল বাসিয়া থাকেন; অধিক কি, উহাঁকে প্রীতি প্রদর্শন করিবার জন্যই তাঁহার জীবন; তোমার জননীরও আর সন্তান নাই; অতএব অঙ্গদ! এক্ষণে গৃহে চল।

# ষট পঞ্চাশ সর্গ।

অঙ্গদ হনুমানের এই ধর্ম্মসঙ্গত প্রভুভক্তিযুক্ত ও বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বীর! স্থৈর্য্য, পবিত্রতা, সারল্য, অনৃশংসতা, ও ধৈর্য্য এই সমস্ত গুণ সুগ্রীবের কিছুমাত্র নাই। যে ব্যক্তি জ্যেষ্ঠের জীবদ্দশাতেই জননীসম তৎ-পত্নীকে গ্রহণ করে, সে অত্যন্ত জঘন্য। বালি ঐ দুরা-চারকে রক্ষকস্বরূপ দ্বারে নিয়োগ করিয়া, বিলপ্রবেশ করিয়া-ছিলেন, কিন্তু ঐ দুষ্ট প্রস্তর দ্বারা গর্ত্তের মুখ আচ্ছাদন করিয়া আইসে, সুতরাং তাহাকে আর কিরূপে ধর্ম্মজ্ঞ বলিব? যে, রামের সহিত সত্যবন্ধনে মিত্রতা করিয়া তাঁহাকেই আবার বিস্মৃত হয়, সে যারপর নাই কৃতঘ্ন। অধর্ম্মের ভয় দূরের কথা, যে কেবল লক্ষ্মণের ভয়ে জানকীর অন্বেষণার্থ আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছে, তাহার আর ধর্ম্ম কৈ? সুগ্রীব পাপী কৃতঘ্ন ও চপল; সে স্মৃতিশাস্ত্রের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছে, এক্ষণে জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে আর কেহই তাহাকে বিশ্বাস করিবে না। সে গুণবান বা নির্গুণই হউক, আমি শত্রুপুত্র,

আমাকে রাজ্য দিয়া নিশ্চয়ই প্রাণে রাখিবে না। আমার বিলপ্রবেশ প্রকাশ হইবে; আমি দুর্ব্বল ও অপরাধী, কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়াই বা কিরূপে অনাথের ন্যায় জীবিত থাকিব? সেই নিষ্ঠুর, রাজ্যের কণ্টক দূর করিবার নিমিত্ত উপাংশু-বধ বা বন্ধনে আমাকে বিনাশ করিবে। সুতরাং প্রায়োপবেশনই আমার পক্ষে সর্ব্বাংশে শ্রেয়। বানরগণ! তোমরা এক্ষণে এই বিষয়ের অনুজ্ঞা দিয়া গৃহে প্রস্থান কর। আমি প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কহিতেছি, কিষ্কিন্ধায় কখনই যাইব না। তোমরা মহারাজ সুগ্রীবকে, মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণকে এবং আর্য্যা রুমাকে আমার প্রণাম জানাইয়া কুশল কহিও। জননী তারা স্বভাবত পুত্রবৎসলা, তিনি আমার বিনাশসংবাদ পাইলে নিশ্চয়ই প্রাণ ত্যাগ করিবেন; তোমরা গিয়া তাঁহাকেও প্রবোধ-বাক্যে সান্ত্বনা করিও।

অঙ্গদ এই বলিয়া বৃদ্ধ বানরদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক জল-ধারাকুললোচনে দীনবদনে তৃণশয্যায় শয়ন করিলেন। তখন বানরগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইল, এবং নিরবচ্ছিন্ন বালির প্রশংসা ও সুগ্রীবের নিন্দাবাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর উহারা অঙ্গদকে বেষ্টন করিয়া প্রায়োপবেশনে কৃতসংকল্প হইল, এবং নদীতীরে আচমন পূর্ব্বক পূর্ব্বাভিমুখে

দক্ষিণাগ্র দর্ভোপরি উপবেশন করিল। তৎকালে সকলে অঙ্গদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ পূর্ব্বক মৃত্যু কামনা করিয়া, রামের বনবাস, দশরথের মৃত্যু, জনস্থানবিমর্দ্দণ, জটায়ুবধ, সীতা-হরণ, বালিবধ ও রামের কোপ আনুপূর্ব্বিক এই সমস্ত বিষয় সভয়ে উল্লেখ করিতে লাগিল। তখন ঐ গিরিশৃঙ্গাকার বানর-গণের তুমুল নিনাদ গগনে জলদনাদের ন্যায় প্রস্রবণের ঝর্ঝর রব ভেদ করিয়া উত্থিত হইল।

# ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

চিরজীবি সম্পাতি ঐ বিন্ধ্যগিরিতে বাস করিতেন। বিহঙ্গরাজ জটায়ু তাঁহার সহোদর, উহাঁর বীরত্ব সর্ব্বত্রই প্রচার আছে। তিনি গিরিগুহা হইতে বহির্গত হইলেন এবং বানরগণকে মৃত্যুসংকল্পে উপবিষ্ট দেখিয়া পুলকিতমনে কহি-লেন, অহো! জীবলোকে কর্ম্মফল প্রাক্তনানুসারেই ঘটিয়া থাকে; আজ বহু দিনের পর, এই সমস্ত ভক্ষ্য স্বতই আমার নিকট উপস্থিত। অতঃপর বানরেরা দেহত্যাগ করিলে, আমি পরংপরাক্রমে ইহাদিগকে ভক্ষণ করিব।

অঙ্গদ ঐ ভক্ষ্যলুব্ধ গৃধ্রের এই কথায় নিতান্ত ব্যথিত হইয়া হনুমানকে কহিলেন, ঐ দেখ, স্বয়ং কৃতান্ত বানরগণের বিপদের জন্য বিহঙ্গচ্ছলে আসিয়াছেন। এক্ষণে রামের কার্য্য হইল না, রাজাজ্ঞা পালনেরও ব্যাঘাত ঘটিল; বানর-গণের ভাগ্যে অজ্ঞানত এই বিপদ উপস্থিত! সকলেই শুনিয়াছ, জটায়ু জানকীর প্রিয়কামনায় কি করিয়াছিলেন। পৃথীবির

তাবৎ লোক, বনের পশু পক্ষিরাও, স্নেহ ও করুণার বলে আমাদিগেরই ন্যায় প্রাণপণে রামের কার্য্য করিতেছে। আইস, আমরাও তাঁহার নিমিত্ত শরীরপাত করি। আমরা ত রামের জন্য অরণ্য বিচরণ পূর্ব্বক পরিশ্রান্ত হইলাম, কিন্তু কোথাও জানকীরে পাইলাম না! ধর্ম্মনিষ্ঠ জটায়ুই সুখী, তিনি যুদ্ধে রাবণের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, এবং সুগ্রীব হইতে নির্ভয়ে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন। দশরথের মৃত্যু, সীতাহরণ ও জটায়ুবধ, আমাদেরই প্রাণসঙ্কট ঘটাইয়াছে। রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে বর প্রদান করিয়া কি অনর্থই করিয়াছেন। রাম ও লক্ষ্মণ সীতার সহিত বনবাসী হইলেন, বালির মৃত্যু হইল, অতঃপর রামের ক্রোধে রাক্ষসকুলও নির্ম্মূল হইবে।

তীক্ষ্ণতুণ্ড সম্পাতি এই অসুখের কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন এবং ধরাশায়ী বানরগণকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক করুণস্বরে কহিতে লাগিলেন, কে আমার হৃৎপিণ্ডে আঘাত দিয়া, প্রাণাধিক জটায়ুর মৃত্যুঘোষণা করিতেছ? আমি বহুদিনের পর আজ তাঁহার এই নাম শুনিলাম। গুণী শ্লাঘ্যবল কনিষ্ঠের নামমাত্র শুনিয়া, যার পর নাই পরিতোষ পাইলাম। কপিগণ! কিরূপে জটায়ুর মৃত্যু হইল? কি জন্য রাবণের সহিত তাঁহার যুদ্ধ ঘটিল? গুরুবৎসল রাম যাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, সেই দশরথের

সহিতই বা জনস্থানে কি রূপে মিত্রতা ঘটে? আমার পক্ষ সূর্য্যের জ্যোতিতে দগ্ধ হইয়াছে; আমি চলৎশক্তি রহিত; ইচ্ছা করি, তোমরা এই গিরিশৃঙ্গ হইতে আমাকে একবার নামাও।

---

## সপ্তপঞ্চাশ সর্গ ।

বানরেরা সম্পাতির সংকল্পে শঙ্কিত ছিল, এক্ষণে তাঁহার কণ্ঠস্বর ভ্রাতৃশোকে স্খলিত হইলেও আর বিশ্বাস করিল না। উহারা তাঁহাকে দেখিয়া অবধি ক্রূর অনিষ্টই আশঙ্কা করিতেছিল। কহিল, আমরা ত প্রায়োপবেশন করিয়া আছি, এক্ষণে যদি ঐ গৃধ্র আমাদিগকে ভক্ষণ করে, তবে অচিরাৎ আমাদেরই বাসনা পূর্ণ হইবে।

অনন্তর অঙ্গদ সম্পাতিকে শৈলশৃঙ্গ হইতে অবতারণ পূর্ব্বক কহিলেন, বিহঙ্গ! মহাপ্রতাপ ঋক্ষরজ আমার পিতামহ। তাঁহার দুই পুত্র,—ধর্ম্মশীল বালি ও সুগ্রীব। বালি আমার পিতা, তাঁহার বীরকার্য্য সর্ব্বত্রই প্রচার আছে।

এক্ষণে জগতের রাজা ইক্ষ্বাকুবীর রাম, পিতৃনিয়োগে ধর্ম্মপথ আশ্রয় পূর্ব্বক, ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা জানকীরে লইয়া, দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছেন। রাবণ জনস্থান হইতে তাঁহার পত্নীকে বল পূর্ব্বক অপহরণ করে। জটায়ু রামের পিতৃবন্ধু, তিনি তৎকালে রাবণকে আকাশপথে গমন করিতে দেখেন এবং উহার রথ চূর্ণ

করিয়া, জানকীরে ভূতলে আনয়ন করেন। জটায়ু একে বৃদ্ধ, তাহাতে আবার যুদ্ধশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছিলেন, মহাবল রাবণ অক্লেশেই তাঁহাকে বধ করে। পরে রাম অগ্নিসংস্কার করিলে তাঁহার সদ্গতি লাভ হয়।

অনন্তর রাম মদীয় পিতৃব্য সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিয়া বালিকে বিনাশ করেন। বালি বহুকাল যাবৎ সুগ্রীবকে রাজ্যভোগে বঞ্চিত রাখিয়াছিলেন ; রাম তাঁহাকে বধ করিয়া, সুগ্রীবকেই সমগ্র রাজ্যভার দেন। এক্ষণে সুগ্রীবই বানরগণের রাজা। তিনি আমাদিগকে নিয়োগ করিয়াছেন। আমরা দণ্ডকারণ্যের নানাস্থান অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু রজনীতে সূর্য্যপ্রভার ন্যায় কোথাও জানকীরে পাইলাম না। পরে সকলে অজ্ঞানত ময়ের মায়ারচিত বিস্তীর্ণ গর্ত্তে প্রবেশ করি। সুগ্রীব আমাদিগকে যেরূপ সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন, তন্মধ্যে তাহা অতীত হইয়াছে। আমরা তাঁহার অনুচর, এক্ষণে এইরূপ ব্যতিক্রম দর্শনে ভীত হইয়া প্রায়োপবেশন করিয়াছি। রাম, লক্ষ্মণ, ও সুগ্রীবের ক্রোধ উত্তেজনা করিয়া, আমরা আর কোথায় গিয়া নিস্তার পাইব!

---

# অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

তখন সম্পাতি অঙ্গদের এই সকরুণ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক বাষ্পপূর্ণলোচনে কহিলেন, বানরগণ! তোমরা মহাবল রাবণের হস্তে যাঁহার মৃত্যুর কথা কহিতেছ, তিনিই আমার কনিষ্ঠ জটায়ু। আমি বৃদ্ধ ও পক্ষহীন হইয়াছি, এই জন্য তাঁহার মৃত্যুর কথা শুনিয়াও সহিলাম! বলিতে কি, ভ্রাতার বৈরশুদ্ধিকল্পে, আজ আমার কিছুমাত্র শক্তি নাই। পূর্ব্বে জটায়ু ও আমি, বৃত্রাসুরবধের পর ইন্দ্রকে জয় করিবার জন্য ব্যোমমার্গে স্বর্গে যাত্রা করি। আসিবার সময় সূর্য্যদেবের সন্নিহিত হই। তখন মধ্যাহ্ন কাল; জটায়ু সূর্য্যের উগ্র তেজে বিহ্বল হইলেম। আমি তৎক্ষণাৎ ভ্রাতৃবাৎসল্যে পক্ষপুট দ্বারা উহাঁকে আবৃত করিলাম। আমার পক্ষ দগ্ধ হইল এবং আমি এই বিন্ধ্য পর্ব্বতে পড়িলাম। বীর! তদবধি আমি এই স্থানে আছি, কিন্তু এক দিনের তরেও জটায়ুর কোন সংবাদ পাই নাই।

অনন্তর অঙ্গদ কহিলেন, বিহগরাজ! যদি জটায়ু তোমার

ভ্রাতা হন, যদি আমার কথাগুলি তোমার কর্ণগোচর হইয়া থাকে, এবং যদি রাবণের বাস্তুভূমি অবিদিত না থাকে, তবে বল, সেই অদূরদর্শী রাক্ষস দূরে না নিকটে আছে?

তখন সম্পাতি বানরগণকে পুলকিত করিয়া কহিলেন, দেখ, আমি পক্ষহীন ও দুর্ব্বল হইয়াছি, তথাচ কেবল মুখের কথায় রামের সহায়তা করিব। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, আমার অবিদিত নাই; দেবাসুর যুদ্ধ ও অমৃতমন্থনও জানি; এক্ষণে জরাই আমাকে নিস্তেজ ও দুর্ব্বল করিয়াছে, নচেৎ আমি রামের কার্য্য অবশ্য করিতাম। বানরগণ! দেখিয়াছি, একদা দুরাত্মা রাবণ একটী সুরূপা তরুণীকে লইয়া যাইতেছে। ঐ রমণী কম্পমান; রাম ও লক্ষ্মণের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক রোদন করিতেছেন এবং সর্ব্বাঙ্গের অলঙ্কার সকল ফেলিয়া দিতেছেন। তাঁহাকে বোধ হইল, যেন শৈলশিখরে সূর্য্যপ্রভা; তাঁহার উৎকৃষ্ট পীত বসন কৃষ্ণকায় রাবণের অঙ্গে সংলগ্ন হইয়া, গগনতলে যেন বিদ্যুতের আভা বিস্তার করিতেছে। তিনি রামের নাম লইতেছিলেন, ইহাতেই অনুমান হয়, যেন, তিনিই সীতা। এক্ষণে যথায় রাবণ অবস্থান করিতেছে, শুন।

লঙ্কাদ্বীপ ঐ দুরাত্মার বাসস্থান। সে বিশ্রবার পুত্র ও কুবেরের ভ্রাতা। এই শত যোজন সমুদ্রের অপর পারে একটী দ্বীপ দৃষ্ট হইবে। দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা তথায় লঙ্কা

পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাহার দ্বার ও বেদি স্বর্ণময় এবং প্রাচীর ও প্রাসাদ রক্তবর্ণ। এক্ষণে সীতা ঐ পুরীতে কাল যাপন করিতেছেন। তিনি অন্তঃপুরে রুদ্ধ, রাক্ষসীরা নিরন্তর তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে। তোমরা লঙ্কায় যাইলেই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। লঙ্কা চতুর্দ্দিকে সাগররক্ষিত। এক্ষণে তোমরা গিয়া শীঘ্র সমুদ্র পার হও। আমি জ্ঞানবলে দেখিতেছি, তোমরা ঐ পুরী নিরীক্ষণ করিয়াই ফিরিবে। আকাশে প্রথম পথ ফিঙ্গক ও পারাবতের; দ্বিতীয় পথ কাক ও শুকের; তৃতীয় পথ ভাস, কুরর ও ক্রৌঞ্চের; চতুর্থ শ্যেনের; পঞ্চম গৃধ্রের; ষষ্ঠ বলিষ্ঠ রূপযৌবনগর্ব্বিত হংসের; পরে বৈনতেয়দিগের গতি। আমরা এই শ্রেণীতেই জন্মিয়াছি। আমাদিগের ক্ষমতা অসাধারণ। যাহাই হউক, রাবণ অতি গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছে; ভ্রাতার বৈরশুদ্ধির উদ্দেশে যাহা আবশ্যক, তোমাদিগকে কথার সাহায্য করিলে তাহাই ঘটিবে। আমি সৌপর্ণবিদ্যা-প্রভাবে দিব্য চক্ষু পাইয়াছি; তদ্দ্বারা প্রতিনিয়ত লক্ষ যোজনেরও অধিক দেখিতে পাই। আমি এই স্থানে থাকিয়াই জানকী ও রাবণকে প্রত্যক্ষ করিতেছি। কুক্কুটাদির জীবনোপায় তরুমূলে, কিন্তু আমাদিগের স্বতই বহু দূরে; সুতরাং দূরদৃষ্টি আমাদের স্বাভাবিক। বীরগণ! অতঃপর তোমরা সমুদ্র লঙ্ঘনের কোন উপায় দেখ, এবং আমাকেও

অবিলম্বে তাহার তীরে লইয়া চল। আমি লোকান্তরিত জটায়ুর তর্পণ করিব।

তখন বানরগণ জানকীর সংবাদ পাইয়া যার পর নাই পুলকিত হইল এবং পক্ষহীন সম্পাতিকে সমুদ্রকূলে লইয়া গিয়া পুনরায় বিন্ধ্যাচলে আনয়ন করিল।

---

## একোনষষ্টিতম সর্গ।

বানরগণ সম্পাতির অমৃতময় বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক হর্ষে কোলাহল করিতে লাগিল। তখন জাম্ববান উহাদিগেরসহিত ভূতল হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সম্পাতিকে কহিলেন, বিহঙ্গরাজ! এক্ষণে জানকী কোথায়? কে তাঁহাকে দেখিল এবং কেই বা লইয়া চলিল? তুমি আনুপূর্ব্বিক এই সমস্ত কথা বল, এবং বানরগণকে রক্ষা কর। রামের শর বজ্রবেগগামী, কোন্ নির্ব্বোধ তাহার বল বুঝিল না?

অনন্তর সম্পাতি বানরগণকে প্রায়োপবেশনের সংকল্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক, জানকীর বৃত্তান্ত জানিতে সমুৎসুক দেখিয়া, অত্যন্তই প্রীত হইলেন এবং পুনর্ব্বার প্রবোধবচনে কহিতে লাগিলেন, বানরগণ! আমি যে রূপে সীতাহরণের কথা শুনিয়াছি, যিনি আসিয়া আমাকে কহেন এবং সেই আকর্ণলোচনা যথায় আছেন, বলিতেছি, শুন।

আমি বহুকাল যাবৎ এই বিশাল দুর্গম বিন্ধ্য পর্ব্বতে পতিত হইয়াছি, এবং এই স্থানে থাকিয়াই বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল হইলাম। আমার একটিমাত্র পুত্র, তহার নাম সুপার্শ্ব। সে যথাকালে

আহার সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আমায় পোষণ করিয়া থাকে। গন্ধর্ব্বের কাম, ভুজঙ্গের ক্রোধ, মৃগের ভয় এবং আমাদিগের ক্ষুধাই প্রবল।

একদা সুপার্শ্ব আহার সংগ্রহের জন্য প্রাতঃকালে নিষ্ক্রান্ত হয়, কিন্তু সায়াহ্নে শূন্যহস্তে ফিরিয়া আইসে। আমি ক্ষুধার উদ্রেকে অস্থির, উহাকে বিস্তর দুর্ব্বাক্য কহিলাম; কিন্তু সে আমায় প্রসন্ন করিয়া কহিল, পিতঃ! আজ আমি যথাকালে আহারসংগ্রহের জন্য আকাশে উড্ডীন হই এবং মহেন্দ্র পর্ব্বতের দ্বার অবরোধ পূর্ব্বক অবস্থান করি। ঐ স্থান দিয়া অসংখ্য সামুদ্রিক জীব জন্তু গমনাগমন করিতেছিল, আমি, অধোমুখে গিয়া উহাদের পথরোধ করি। কিন্তু দেখিলাম, তথায় এক কজ্জলবর্ণ পুরুষ একটি প্রাতঃসূর্য্যকান্তি কামিনীকে লইয়া যাইতেছে। ভাবিলাম, আজ আমি ইহাদিগকেই আহারার্থ গ্রহণ করিব। কিন্তু ঐ পুরুষ আমার নিকট আসিয়া সবিনয়ে শান্তবাক্যে পথ ভিক্ষা করিল। আমার কথা কি, জীবলোকে অতি নীচও শরণাপন্নকে ক্ষমা করিয়া থাকে। আমি উহাকে পথ দিলাম। সে স্বতেজে আকাশকে দূরে ফেলিয়া মহাবেগে চলিল।

অনন্তর গগনচারী সিদ্ধগণ আগমন পূর্ব্বক আমাকে অভিনন্দন করিলেন। মহর্ষিরা কহিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি

ভাগ্যে ভাগ্যেই জীবিত আছ, ঐ সস্ত্রীক পুরুষ অল্পে অল্পেই চলিয়া গেল! এক্ষণে তোমার স্বস্তি হউক, শান্তি হউক। পরে আমি জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম, ঐ বীর পুরুষ রাক্ষসরাজ রাবণ; দেখিলাম, রামের সহধর্ম্মিণী জানকী শোকে বিহ্বল হইয়া, আলুলিতকেশে স্খলিতবেশে রাম ও লক্ষ্মণের নাম ধরিয়া রোদন করিতেছেন। পিতঃ! তাই দেখিতে দেখিতেই আমার এইরূপ বিলম্ব ঘটিল।

বানরগণ! আমি সুপার্শ্বের মুখে এই সংবাদ পাইয়াও বীরত্ব প্রকাশের ইচ্ছা করিলাম না। পক্ষহীন পক্ষী কিরূপেই বা কি করিবে। আমার কেবল বাক্‌শক্তি ও বুদ্ধিবল আছে, আমি তোমাদিগের পৌরুষ আশ্রয় পূর্ব্বক, ইহা দ্বারা সংকল্প সাধন করিব। রামের যে কার্য্য আমারও তাহাই। তোমরা দেবগণেরও দুর্জ্জয় ও বুদ্ধিমান, সুগ্রীবের নিয়োগে অতিদূরপথে আসিয়াছ, এক্ষণে প্রকৃত কার্য্যের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হও। রাম ও লক্ষ্মণের বাণ ত্রিলোকের ত্রাণ ও নিগ্রহ করিতে পারে সত্য, কিন্তু তোমরা যেরূপ পরাক্রান্ত, তোমাদিগের পক্ষেও রাবণের বলবীর্য্য নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইবে। অতঃপর আর বিলম্ব করিও না, কোন একটি সদ্‌যুক্তি কর; ভবাদৃশ ধীমানেরা কখনও কোন কার্য্যে উদাসীন থাকেন না।

---

# ষষ্টিতম সর্গ।

বিহগরাজ সম্পাতি স্নান তর্পণ সমাপন পূর্ব্বক বিন্ধ্যাচলে বানরগণে বেষ্টিত হইয়া আছেন, ইত্যবসরে একটি পূর্ব্বকথায় সহসা তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল। তিনি হর্ষভরে পুনর্ব্বার কহিলেন, দেখ, আমি যে কারণে জানকীর পরিচয় পাইয়াছি, তোমরা স্থিরমনে নীরব হইয়া শুন।

আমি মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড তেজে দগ্ধ হইয়া এই স্থানে পতিত হই। আমার সর্ব্বাঙ্গ অবশ; আমি ছয় দিবসের পর সংজ্ঞালাভ করিয়া, অত্যন্ত বিহ্বল অবস্থায় থাকি। তৎকালে ইতস্তত চতুর্দিক দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু কোথায় পড়িয়াছি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। পরে গিরি নদী সমুদ্র ও সরোবর দেখিতে দেখিতে স্থির করিলাম, দক্ষিণ সমুদ্রের উপকূলে বিন্ধ্যাচলে পতিত হইয়াছি। পূর্ব্বে এই পর্ব্বতে সুরপূজিত এক পবিত্র আশ্রম ছিল। তথায় উগ্রতপা মহর্ষি নিশাকর বাস করিতেন। বানরগণ! আমি তাঁহার মৃত্যুর পরও আট সহস্র বৎসর এখানে কাল যাপন করিতেছি।

অনন্তর আমি কথঞ্চিৎ বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হই, এবং কায়ক্লেশে পুনর্ব্বার কুশাঙ্কুরময় ভূমির উপর গমন করি। ঐ সময় নিশাকরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছিল। আমি সবিশেষ আয়াস সহকারে তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হই। পূর্ব্বে জটায়ু ও আমি উহাঁর পাদবন্দন করিবার জন্য প্রায়ই তথায় যাইতাম। আশ্রমের সম্মুখে সুগন্ধি বায়ু মৃদুমন্দহিল্লোলে বহিতেছিল, বৃক্ষশ্রেণী ফলভরে অবনত, এবং পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে। আমি গিয়া এক তরুমূল আশ্রয় পূর্ব্বক মহর্ষির প্রতীক্ষায় থাকিলাম। দেখিলাম, ভগবান নিশাকর বহু দূরে; সমুদ্রে স্নান করিয়া, তেজঃপুঞ্জকলেবরে উত্তরাস্য হইয়া আগমন করিতেছেন। জীবগণ যেমন দাতাকে বেষ্টন করিয়া আইসে, সেইরূপ সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সৃমর ও সরীসৃপেরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আসিতেছে। নিশাকর আশ্রমে উপস্থিত; রাজা গৃহ প্রবেশ করিলে মন্ত্রী ও সৈন্যেরা যেমন প্রতিনিবৃত্ত হয়, তদ্রূপ ঐ সমস্ত আরণ্য জন্তু ও তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া গেল।

পরে আমি ঐ শান্তশীল মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন এবং আশ্রম মধ্যে গিয়া মুহূর্ত্তেক পরেই প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কহিলেন, বিহঙ্গ! অঙ্গলোমের এইরূপ বৈকল্যদর্শনে তোমাকে আর

সুস্পষ্ট চিনিলাম না। তোমার পক্ষ ভস্মসাৎ হইয়াছে এবং বলবীর্য্যও আর তাদৃশ নাই। পূর্ব্বে আমি বায়ুবেগগামী দুইটী পক্ষী দেখিতাম। তাহারা বিহগজাতির রাজা, বোধ হয়, সেই দুইটীর মধ্যে তুমিই জ্যেষ্ঠ সম্পাতি, জটায়ু তোমার কনিষ্ঠ ছিল। তোমরা মনুষ্যরূপ ধারণ পূর্ব্বক প্রতি-নিয়ত আমাকে অভিবাদন করিবার জন্য আসিতে। এক্ষণে বল, তোমার কিরূপ পীড়া উপস্থিত? পক্ষদ্বয় কেন দগ্ধ হইল? এবং এইরূপ দণ্ডই বা তোমায় কে করিল?

---

# একষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর আমি মহর্ষিকে কহিলাম, ভগবন্! আমার সর্ব্বাঙ্গে ব্রণ, লজ্জায় মন আকুল হইতেছে, আমি অত্যন্তই পরিশ্রান্ত ; এ অবস্থায় সকল কথার উল্লেখ করা সম্ভবপর হইবে না, তথাচ কহি, শুনুন। একদা জটায়ু ও আমি, ইন্দ্রবিজয়-গর্ব্বে স্ফীত হইয়া, পরস্পরের বীর্য্যপরীক্ষায় উৎসুক হই। স্থির হইল, অস্ত না যাইতে, আমরা সূর্য্যের সন্নিহিত হইব। পরে কৈলাসবাসী মহর্ষিগণের অগ্রে পণ করিয়া, স্পর্দ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক যুগপৎ আকাশে উঠিলাম। দেখিলাম, পৃথিবীতে নগর-সকল রথচক্রের ন্যায় ক্ষুদ্র হইয়াছে ; কোথাও বাদ্যধ্বনি, কোথাও ভূষণরব, এবং কোথাও বা গায়িকারা রক্তাম্বর পরিধান পূর্ব্বক সঙ্গীত করিতেছে। আমরা ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে চলিলাম। বোধ হইতে লাগিল, পৃথিবীর বন শাদ্বলের ন্যায়, শৈল উপলের ন্যায়, নদী সূত্রের ন্যায়, এবং হিমালয়, বিন্ধ্য, ও সুমেরু প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত সরোবরস্থ হস্তীর ন্যায় রহিয়াছে। আমরা গলদ্‌ঘর্ম্ম কলেবর, একান্তই পরিশ্রান্ত হইয়াছি, দারুণ মোহ

আমাদিগকে অভিভূত করিল। উভয়ে দিক্‌ভ্রান্ত, মহাপ্রলয় কালে ব্রহ্মাণ্ড ত নষ্ট হইবে, কিন্তু তখনই বোধ হইতে লাগিল, যেন, সমস্ত ভস্মসাৎ হইয়াছে। পরে আমরা বহু প্রয়াসে মন ও চক্ষু সন্ধান পূর্ব্বক সূর্য্যদেবকে দেখিলাম ; সূর্য্য পৃথিবীর ন্যায় প্রকাণ্ড।

অনন্তর জটায়ু ঐ জ্যোতির্ম্মণ্ডল নিরীক্ষণ করিবামাত্র আমাকে বলিবার অবকাশ না পাইয়াই ঝটিতি আকাশ হইতে প্রচ্যুত হইলেন। তদ্দর্শনে আমি শীঘ্র অবতরণ করিয়া পক্ষপুট দ্বারা উহাঁকে আবরণ করিলাম। তখন জটায়ু সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে দগ্ধ হইলেন না সত্য, কিন্তু তাঁহাকে রক্ষা করিবার প্রয়াসে আমারই পক্ষ ভস্মসাৎ হইয়াগেল। অনুমান করিলাম, জটায়ু জনস্থানে পড়িলেন, আর আমি দগ্ধপক্ষ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া এই বিন্ধ্যাচলে পড়িলাম।

তপোধন! আমার রাজ্য নাই, ভ্রাতৃবিয়োগ ঘটিয়াছে, নিজেও দুর্ব্বল ; অতঃপর আমি মরিবার কামনায় এই গিরিশৃঙ্গ হইতে শরীরপাত করিব।

# দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

বানরগণ! আমি ভগবান নিশাকরকে এই কথা বলিয়া দুঃখাবেগে রোদন করিতে লাগিলাম। অনন্তর মহর্ষি মুহূর্ত্ত কাল ধ্যান করিয়া আমায় কহিলেন, বিহঙ্গ! তোমার অঙ্গে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র, সমস্ত পক্ষই উদ্ভিন্ন হইবে, নেত্রের জ্যোতি বিকাশ পাইবে এবং দৈহিক বলবীর্য্যও বর্দ্ধিত হইবে। কিন্তু দেখ, আমি পুরাণে শুনিয়াছি এবং তপোবলেও দেখিলাম, ভবিষ্যতে একটী প্রকাণ্ড ব্যাপার ঘটিবে। ইক্ষ্বাকুবংশে রাজা দশরথের রাম নামে এক পুত্র জন্মিবেন। সেই সত্যবীর পিতার আদেশে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত বনবাসী হইবেন। সুরাসুরের অবধ্য রাক্ষসরাজ রাবণ জনস্থান হইতে তাঁহার ভার্য্যা জানকীরে অপহরণ করিবে, এবং উহাঁকে ভক্ষ্য ভোজ্য প্রভৃতি নানারূপ প্রলোভনে ভুলাইবার চেষ্টা করিবে; কিন্তু ঐ যশস্বিনী অতি গভীর দুঃখে নিমগ্ন, নিরবচ্ছিন্ন অনাহারেই থাকিবেন। পরে ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহার জন্য পরমান্ন প্রেরণ করিবেন, কিন্তু তিনি, যে অন্ন অমৃতকল্প দেবদুর্লভ, তাহা পাইয়া এবং উহা ইন্দ্রই পাঠাইয়াছেন জানিতে পারিয়া, উহার

অগ্রভাগ গ্রহণ পূর্ব্বক এই [illegible]লিয়া ভূতলে রাখিবেন যে, আমার স্বামী ও দেবর, এক্ষণে প্রাণে বাঁচিয়া থাকুন, আর নাই থাকুন, এই তাঁহাদের অন্ন।

অনন্তর রামদূত বানরগণ নিযুক্ত হইয়া এই স্থানে আসিবে। বিহঙ্গ! তুমিই তাহাদিগকে জানকীর উদ্দেশবার্ত্তা কহিবে। অতঃপর আর কুত্রাপি যাইও না, এইরূপ অবস্থাসত্ত্বেই বা কোথায় যাইবে? তুমি দেশকালের প্রতীক্ষা কর, পক্ষদ্বয় অবশ্যই উঠিবে। আমি আজই তোমার অঙ্গে পক্ষসংযোগ করিতে পারিতাম, কিন্তু তুমি এই স্থানে থাকিয়া সেইদুই রাজকুমারের কার্য্য করিবে; ব্রাহ্মণ, গুরু, মুনি, ইন্দ্র, ও জনসাধারণের শুভ সাধন করিবে, এই জন্যই বিরত হইলাম।

বানরগণ! তৎকালে তত্ত্বদর্শী নিশাকর আমায় এইরূপ কহিয়া আমন্ত্রণ পূর্ব্বক আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। এক্ষণে আমি একবার রাম ও লক্ষ্মণকে দর্শন করিব; দীর্ঘ জীবন ভোগ করিতে আর আমার বাসনা নাই; আমি তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রাণত্যাগ করিব।

---

# ত্রিষষ্টিতম সর্গ

বানরগণ ! অনন্তর আমি গিরিগহ্বর হইতে কথঞ্চিৎ নিষ্ক্রান্ত হইয়া, এই শিখরে তোমাদিগেরই প্রতীক্ষা করিতে ছিলাম। বলিতে কি, আজ আট সহস্র বৎসর অতীত হইল, আমি মহর্ষির কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া, দেশকালের মুখাপেক্ষায় আছি। তিনি মহাপ্রস্থান আশ্রয় পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিলে, আমার মনে নানারূপ বিতর্ক উপস্থিত হয়। আমি অবস্থা বৈগুণ্যে যার পর নাই সন্তপ্ত হই ; আমার কখন কখন প্রাণ-ত্যাগের ইচ্ছা জন্মে, কিন্তু আবার মহর্ষির কথা স্মরণ করিয়া বিরত হইয়া থাকি। তিনি আমায় প্রাণ রক্ষার জন্য যেরূপ বুদ্ধি দিয়া যান, দীপ্ত দীপশিখা যেমন অন্ধকার নিরাস করে, তদ্রূপ উহা আমার দুঃখ সমুদায় দূর করিতেছে। বানরগণ ! আমি রাবণের বলবীর্য্য জানি, কিন্তু তৎকালে পুত্র সুপার্শ্ব জানকীরে রক্ষা করে নাই, তজ্জন্য উহাকে বিস্তর তিরস্কার করি। রাম ও লক্ষ্মণের যে জানকী-বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, সে, সিদ্ধগণের মুখে একথা শুনিয়াছিল, এবং স্বয়ংও জানকীরে

আর্ত্তনাদ করিয়া যাইতে দেখিয়াছিল। কিন্তু দশরথস্নেহে যে কার্য্য আমার অবশ্যই কর্ত্তব্য, সুপার্শ্ব তাহা করে নাই।

সম্পাতি বানরগণের সহিত এইরূপ কথাপ্রসঙ্গে আছেন, ইত্যবসরে সহসা তাঁহার পক্ষ উত্থিত হইল। তিনি আপনার সর্ব্বাঙ্গ রক্তবর্ণ পক্ষে আবৃত দেখিয়া, একান্তই হৃষ্ট হইলেন, কহিলেন, বানরগণ! দেখ, মহর্ষির প্রসাদাৎ আমার এই দগ্ধ পক্ষ পুনর্ব্বার উদ্ভিন্ন হইল। যৌবনে যেরূপ বলবীর্য্য ছিল, এক্ষণেও আবার তাহাই অনুভব করিতেছি। তোমরা যত্ন কর, সীতালাভ তোমাদিগের অবশ্যই ঘটিবে; আমার এই পক্ষোদ্ভেদই কার্য্যসিদ্ধির বিশ্বাস জন্মাইতেছে। এই বলিয়া বিহগরাজ সম্পাতি পক্ষের বল বুঝিবার জন্য আকাশপথে উড্ডীন হইলেন।

তখন বানরগণ সম্পাতির কথায় অতিশয় প্রীত হইয়া জানকীর অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত পবনবেগে দক্ষিণ দিকে যাইতে লাগিল।

---

## চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

---

বানরেরা ক্রমশ সমুদ্রতীরে উপস্থিত; দেখিল, সমুদ্রবক্ষে গ্রহনক্ষত্রগণের প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছে। উহারা গিয়া সাগরের উত্তর দিকে স্কন্ধাবার স্থাপন করিল। মহাসমুদ্র আকাশের ন্যায় অপার; পাতালবাসী দানবসমূহে পূর্ণ; কোথাও পর্ব্বতপ্রমাণ জলরাশি দ্বারা আলোড়িত হইতেছে, কোথাও যেন নিদ্রিত, কোথাও বা যেন ক্রীড়া করিতেছে। উহারা ঐ রোমহর্ষণ সমুদ্র দেখিয়া কিং কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিল।

তদ্দর্শনে মহাবীর অঙ্গদ উহাদিগকে আশ্বাসকর বাক্যে কহিলেন, কপিগণ! কাতর হইও না, বিষাদ নিতান্ত দোষাবহ; ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গ যেমন বালককে নষ্ট করে, সেইরূপ বিষাদ সকলকে নষ্ট করিয়া থাকে। দেখ, যে ব্যক্তি বীরত্ব প্রকাশের সময় বিষণ্ন হয়, সে নিস্তেজ, তাহার পুরুষার্থও নষ্ট হইয়া যায়।

পরদিন মহাবীর অঙ্গদ বৃদ্ধ বানরগণের সহিত সাগরলঙ্ঘনের মন্ত্রণা আরম্ভ করিলেন। তখন সুরসৈন্য যেমন ইন্দ্রকে,

সেইরূপ বানরসৈন্য চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহাকে বেষ্টন করিল। অঙ্গদ ও হনুমান ব্যতীত ঐ সমস্ত বীরকে নিস্তব্ধ করিয়া রাখিতে আর কাহারই সাধ্য ছিল না। পরে অঙ্গদ সকলকে সমুচিত সম্মান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, সৈন্যগণ! বৃদ্ধ বানরগণ! বল, তোমাদিগের মধ্যে কোন্ মহাবীর এই শত যোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করিবেন? কে কপিরাজ সুগ্রীবের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া দিবেন? কোন ব্যক্তি যূথপতিগণের ভয় দূর করিবেন? আমরা কাহার অনুগ্রহে গৃহে গিয়া সুখে স্ত্রীপুত্রকে দেখিব? এবং কাহার অনুগ্রহেই বা হৃষ্টমনে রাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের নিকটে যাইব? তোমাদিগের মধ্যে যদি কেহ সমুদ্রলঙ্ঘনে সমর্থ হন, তিনি শীঘ্রই আমাদিগকে এই বিপদে অভয় দান করুন।

বানরেরা মহাবীর অঙ্গদের বাক্যশ্রবণে নীরব হইল; সৈন্যগণ নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। তদ্দর্শনে অঙ্গদ পুনর্ব্বার কহিলেন, দেখ, তোমরা সৎবংশোৎপন্ন বীরাগ্রগণ্য ও বহুমানাস্পদ, তোমাদিগের গতি কুত্রাপি প্রতিহত হয় না। এক্ষণে কে কিরূপ গমন করিতে পার, বল।

# পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর বানরেরা অনুক্রমে স্ব স্ব গতিশক্তির পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইল। গয় কহিল, আমি দশ যোজন যাইব। গবাক্ষ কহিল, আমি বিংশতি যোজন লম্ফ প্রদান করিব। শরভ কহিল, ত্রিংশৎ যোজন আমার পক্ষে পর্য্যাপ্ত। ঋষভ কহিল, আমি চত্বারিংশৎ যোজনেও পরাঙ্মুখ নহি। গন্ধমাদন কহিল, আমি সপ্ততি যোজন পর্য্যন্ত সাহসী হই। সুষেণ কহিলেন, আমি অশীতি যোজন গমন করিব।

অনন্তর বৃদ্ধ জাম্ববান সকলকে সম্মান পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, পূর্ব্বে আমাদিগের বিলক্ষণ গতিশক্তি ছিল। এক্ষণে আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি, তথাচ উপস্থিত কার্য্যে কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারিব না। যাহাই হউক, ইদানীং আমার যেরূপ গতিশক্তি আছে, কহিতেছি, শুন। আমি এখনও নবতি যোজন গমন করিতে পারি; কিন্তু ইহাই যে আমার বিক্রমের পরাকাষ্ঠা, এরূপ বুঝিও না। পূর্ব্বে দানবরাজ বলির যজ্ঞে সনাতন বিষ্ণু স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল আক্রমণ করিয়াছিলেন। ঐ সময় আমি তাঁহাকে

প্রদক্ষিণ করিয়া ছিলাম। এখন আমি বৃদ্ধ, গতিশক্তিও আর তাদৃশ নাই, যৌবনকালে আমার বলবীর্য্য অতি অদ্ভুতই ছিল। সংপ্রতি আমি এই অবধি যাইতে পারি, কিন্তু ইহাতেও কার্য্যসিদ্ধি হইতেছে না।

অনন্তর সুবিজ্ঞ অঙ্গদ বৃদ্ধ জাম্ববানকে সম্মান পূর্ব্বক উদার বাক্যে কহিলেন, বীর! আমিই এই বিস্তীর্ণ শত যোজন সমুদ্র পার হইতে পারি, কিন্তু আমার প্রত্যাগমনের শক্তি আছে কি না, সন্দেহ স্থল।

তখন জাম্ববান কহিলেন, রাজকুমার! তোমার গতিশক্তি যে অসাধারণ, আমি তাহা জানি। তুমি সহজে শত সহস্র যোজন গমনাগমন করিতে পার; কিন্তু তোমার পক্ষে ইহা উচিত হইতেছে না। প্রভুই আজ্ঞা দিবেন, তাঁহাকে আদেশ করিতে কাহার সাধ্য আছে? আমরা তোমার ভৃত্য, তুমি আমাদিগের ভার্য্যার তুল্য, কেবল প্রভুভাবে বিরাজ করিতেছ। প্রভু যে সৈন্যের পক্ষে ভার্য্যানির্ব্বিশেষে পালনীয়, পূর্ব্বাপর এইরূপ প্রসিদ্ধিই আছে। দেখ, আমরা যে কার্য্য উদ্দেশ করিয়া আসিয়াছি, তুমি তাহার মূল; কার্য্যবিৎদিগের নীতিই এই যে, কার্য্যমূল অগ্রে রক্ষা করা কর্ত্তব্য; মূল থাকিলে সকল ফলই সিদ্ধ হইয়া থাকে। বৎস! তুমি আমাদিগের গুরু ও গুরুপুত্র, আমরা তোমাকেই আশ্রয় করিয়া কার্য্য সাধন করিব।

৩৩

তখন অঙ্গদ কহিলেন, বীর! যদি আমি না যাই, যদি আর কেহই না গমন করেন, তবে পুনর্ব্বার সকলের প্রায়োপ-বেশন করাই কর্ত্তব্য হইতেছে। দেখ, সুগ্রীবের আজ্ঞা পালন না করিলে আর কাহারই নিস্তার নাই। তিনি প্রসন্নতা প্রদর্শন করিতে পারেন, এবং অতিমাত্র ক্রোধাবেশ প্রকাশেও সমর্থ; আমরা অকৃতকার্য্য হইয়া গেলে, তাঁহার হস্তে নিশ্চয়ই মরিব। যাহা হউক, এক্ষণে যেরূপে এই সমুদ্র লঙ্ঘন করা যায়, তুমি ভূয়োদর্শনবলে তাহারই উপায় স্থির কর।

তখন জাম্ববান কহিলেন, অঙ্গদ! তোমার বীরকার্য্যের কিছুমাত্র অঙ্গহানি হইবে না। এক্ষণে যাঁহার বলে এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে, দেখ, আমি তাঁহাকেই নিয়োগ করিতেছি।

---

# ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর মহাবীর জাম্ববান ঐ সমস্ত বিষণ্ণ বানরসৈন্যকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সর্ব্বশাস্ত্রনিপুণ হনুমানকে কহিলেন, কপিপ্রবীর! তুমি কি জন্য একান্তে মৌনাবলম্বন করিয়া আছ? এবং কেনই বা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে বাক্যস্ফূর্ত্তি করিতেছ না? তুমি সর্ব্বগুণে সুগ্রীবের অনুরূপ, এবং তেজ ও বলবিক্রমে রাম ও লক্ষ্মণেরই তুল্য হইবে। যেমন বিহগজাতির মধ্যে গরুড় শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ বানরগণের মধ্যে তুমিই উৎকৃষ্ট। আমি এমন অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, ঐ মহাবল গরুড় সাগরগর্ভ হইতে ভীষণ অজগর সকল উদ্ধার করিতেছেন। তাঁহার পক্ষদ্বয়ের যেরূপ বল, তোমার ভুজযুগলেরও সেইরূপ হইবে। তুমি বল বুদ্ধি ও তেজে সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ; এক্ষণে বল, কি জন্য উদাসীন হইয়া আছ?

বীর! এক্ষণে আমি একটী পূর্ব্বকথার উল্লেখ করিতেছি, শুন। পূর্ব্বে পুঞ্জিকস্থলা নাম্নী এক অপ্সরা ছিলেন। উঁহার অপর নাম অঞ্জনা। তিনি কপিরাজ কেসরীর ভার্য্যা ও কুঞ্জরের দুহিতা। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী অঞ্জনা ত্রিলোকবিখ্যাত; পৃথিবীতে তাঁহার তুল্য রূপবতী আর ছিল না। তিনি কেবল অভিশাপগ্রস্ত

হইয়া বানরী হন, কিন্তু দেবভাব স্বাভাবিক হওয়াতে ইচ্ছানুরূপ রূপও ধারণ করিতে পারিতেন।

একদা অঞ্জনা রূপযৌবনসম্পন্না মানবী হইয়া, মেঘশ্যামল শৈলশিখরে বিচরণ করিতেছিলেন। তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিচিত্র অলঙ্কার, কণ্ঠে উৎকৃষ্ট মাল্য, এবং পরিধান উপান্তরক্ত পীত বস্ত্র। বায়ু ঐ বিশাললোচনা অঞ্জনার বসন অল্পে অল্পে অপহরণ করিলেন এবং তাঁহার নিবিড় জঘন, সূক্ষ্ম কটিদেশ, সুকঠিন স্তন ও সুচারু মুখশ্রী দর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পতিব্রতা অঞ্জনা এই ব্যাপার দর্শনে তটস্থ, কহিলেন, বল, কে আমার এই পাতিব্রত্য ধর্ম্ম নষ্ট করিতেছ?

অনন্তর বায়ু কহিলেন, সুন্দরি! ভয় নাই, আমি তোমার কোনরূপ অনিষ্ট করিতেছি না, কেবল তোমায় আলিঙ্গন পূর্ব্বক সংকল্পমাত্রে তোমাতে সংক্রান্ত হইয়াছি। এক্ষণে তোমার গর্ভে একটি বুদ্ধিমান ও মহাবল পুত্র জন্মিবে। সে গতিবেগে আমারই অনুরূপ হইবে।

বীর! তখন অঞ্জনা বায়ুর এই কথায় পরিতুষ্ট হইয়া, তোমাকে গিরিগুহাতেই প্রসব করিলেন। তুমি জাতমাত্র অরণ্যমধ্যে অরুণদেবকে উদিত দেখিয়া, ভক্ষ্যফল বোধে গ্রহণ করিবার জন্য আকাশে উত্থিত হও। ঐ সময় তুমি তিন শত যোজন ঊর্দ্ধে গিয়াছিলে, কিন্তু সূর্য্যের প্রখর জ্যোতিতে কিছুমাত্র বিষণ্ণ হও

নাই। পরে সুররাজ অন্তরীক্ষে তোমায় মহাবেগে যাইতে দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং তোমার উপর সতেজে বজ্র নিক্ষেপ করেন। তুমি ঐ বজ্রপ্রহারে শৈলশিখরে নিপতিত হও এবং তোমার বামপার্শ্বের হনুও ভগ্ন হইয়া যায়। বীর! তদবধি তোমার নাম হনূমান হইয়াছে।

অনন্তর বায়ু তোমার এইরূপ পরাভব দৃষ্টে একান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া স্তব্ধভাব আশ্রয় করিলেন। ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ লোক অস্থির হইয়া উঠিল; দেবগণ নিতান্ত ভীত হইলেন এবং বায়ুকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, আমার বরে এই পবনকুমার যুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্রের অবধ্য হইবে। সুররাজ বজ্রাঘাতেও তোমায় জীবিত দেখিয়া প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি কহিলেন, আমার বরে এই বায়ুতনয় স্বেচ্ছামৃত্যু অধিকার করিবে।

বীর! তুমি কপিরাজ কেসরীর ক্ষেত্রজ এবং বায়ুর ঔরস পুত্র। তুমি তেজস্বী ও মহাবল, তোমার গতি কোথাও প্রতিহত হয় না। এক্ষণে আমরা জীবনে নিরাশ হইয়াছি, তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমি সুদক্ষ ও গুণবান; অতঃপর উত্থিত হও এবং সমুদ্র লঙ্ঘন কর। এইকার্য্য সাধারণের হিতকর। ঐ দেখ, বানরসৈন্য বিষণ্ণ হইয়া আছে। তুমি বিক্রম প্রকাশ কর, বল, কি জন্য উপেক্ষা করিতেছ?

---

## সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর মহাবীর হনুমান বানরগণকে পুলকিত করিয়া, সমুদ্রলঙ্ঘনের যোগ্য আকার ধারণ করিলেন। তখন সমস্ত লোক, ভগবান বামনের ত্রিলোক আক্রমণে যেমন বিস্মিত হইয়াছিল, সেইরূপ বানরেরা এই ব্যাপারে যারপর নাই বিস্মিত হইল। হনুমান লাঙ্গূল আস্ফালন পূর্ব্বক তেজে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। বানরেরা তদ্দর্শনে বীতশোক ও নির্ভয় হইল, এবং তাঁহার স্তুতিবাদ ও সিংহনাদ করিতে লাগিল। হনুমান গুহামধ্যে সিংহের ন্যায় বেগে স্ফীতাঙ্গ হইয়া, বিধূম পাবকের ন্যায় জ্বলিতে লাগিলেন, এবং লোমাঞ্চিত দেহে বানরগণের মধ্য হইতে সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বৃদ্ধবর্গকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, দেখ, যিনি পর্ব্বত উৎপাটন পূর্ব্বক ব্যোমমার্গে বিচরণ করিয়া থাকেন, আমি সেই বায়ুর ঔরস পুত্র। আমার গতি কুত্রাপি প্রতিহত হয় না। আমি অবিশ্রান্তে সহস্রবার গগনস্পর্শী সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করিব; মহাসমুদ্রকে ভুজদ্বয়ের আস্ফালনে ক্ষুভিত করিয়া,

সমস্ত লোক এবং পর্ব্বত নদী ও হ্রদ আপ্লাবিত করিব। দেখিবে, আমার ঊরু ও জঙ্ঘার বেগে সমুদ্র নক্রকুম্ভীরের সহিত ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। আমি গমনপথে বিহগরাজ গরুড়কে সহস্র বার অতিক্রম করিব, জ্বলন্ত সূর্য্য উদয়গিরি হইতে অস্তাচলে উপস্থিত না হইতে তাঁহার সন্নিহিত হইব। এবং পুনর্ব্বার ভূমিস্পর্শ না করিয়া ভীমবেগে ফিরিব; আমি গগনের গ্রহনক্ষত্র সকল উল্লঙ্ঘন, সাগর শোষণ, পৃথিবী বিদারণ ও পর্ব্বত নিষ্পেষণ করিব। আমার গমনবেগে বৃক্ষলতার নানা প্রকার পুষ্প অনুসরণ করিবে এবং ব্যোম মধ্যে ছায়াপথের ন্যায় আমারও পথ দৃষ্ট হইবে। অতঃপর দেখাইব, আমি অসীম অকাশে কখন উত্থিত হইতেছি, এবং কখন বা পড়িতেছি। আমার আকার মহামেরুর ন্যায় প্রকাণ্ড; দেখিবে আমি যেন, গগনতল গ্রাস করিয়া যাইতেছি, এবং মেঘজাল ছিন্ন ভিন্ন করিতেছি। মহাবীর গরুড় ও বায়ুর যে শক্তি, আমারও তাহাই; সুতরাং ঐ দুই জন ব্যতীত আমার অনুসরণ করে, এমন আর কাহাকেই দেখিতেছি না। আমি মেঘমধ্যে তড়িতের ন্যায় ঝটিতি এই আলম্বনশূন্য আকাশে বিস্তীর্ণ হইব। সাগর লঙ্ঘনকালে আমার রূপ ত্রিবিক্রম বিষ্ণুরই অনুরূপ হইবে। বানরগণ! এক্ষণে হৃষ্ট হও, আমি বুদ্ধিবলে দেখিতেছি, এবং অনুমানও করি, নিশ্চয়ই জানকীরে নিরীক্ষণ করিব। আমার

বেগ অতি অদ্ভুত ; শত যোজন কি, আমি অযুত যোজনও যাইতে পারি। দেখিবে, আমি বজ্রধর ইন্দ্র বা ব্রহ্মার হস্ত হইতে অমৃত বীরদর্পে এই স্থানে আনিব, কিম্বা লঙ্কাপুরী উৎপাটন পূর্ব্বক গমন করিব।

মহাবীর হনূমান এইরূপ গর্জ্জন করিতেছেন, বানরেরা বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে হৃষ্টমনে উহাঁকে দেখিতে লাগিল। তখন জাম্ববান উহাঁর এইরূপ শোকনাশন বাক্য শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, বৎস! তুমিই আমাদিগের দুঃখ সমুদয় দূর করিয়া দিলে। এক্ষণে এই সমস্ত তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী বানর, মিলিত হইয়া তোমার কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত মঙ্গলাচরণ করিবে। তুমি ঋষিগণের প্রসাদে ও আমাদিগের আশীর্ব্বাদে সমুদ্র লঙ্ঘন কর। তুমি যাবৎ না আসিবে, আমরা একপদে দাঁড়াইয়া থাকিব। দেখ, তোমার গমনেই আমাদিগের জীবন সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

অনন্তর মহাবীর হনূমান কহিলেন, বানরগণ! ঐ অদূরে মহেন্দ্র পর্ব্বত ; উহার শিখর সকল সুদৃঢ় ও বৃহৎ ; ধাতুরাগে রঞ্জিত সর্ব্বক্ষে পরিপূর্ণ আছে ; এক্ষণে উহাই লম্ফ প্রদানের সময় আমার বেগ ধারণ করিবে। এই বলিয়া তিনি ঐ পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। উহার ইতস্তত নানা প্রকার পশু পক্ষী ; মৃগেরা তৃণাচ্ছন্ন ভূমির উপর বিচরণ করিতেছে ; চতুর্দ্দিকে ফলপুষ্প

লতাজাল ও প্রস্রবণ ; সিংহ, ব্যাঘ্র, ও মত্ত হস্তী সকল যুথে যুথে যাইতেছে এবং বিহঙ্গেরা সঙ্গীত করিতেছে। মহাবল হনুমান ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে গমনাগমন করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্র তাঁহার ভুজবলে নিপীড়িত হইয়া সিংহ-সমাক্রান্ত মাতঙ্গের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল। সর্ব্বত্র মৃগ পক্ষী সশঙ্কিত, প্রস্তরস্তূপ প্রক্ষিপ্ত এবং বৃক্ষ কম্পিত হইতে লাগিল। পানাসক্ত গন্ধর্ব্বমিথুন ও বিদ্যাধরগণ স্থানত্যাগ করিয়া চলিল। বিহঙ্গেরা উড্ডীন হইতে লাগিল ; উরগগণ গর্ত্তমধ্যে লীন হইল ; অনেকে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে অর্দ্ধনিঃসৃত হইয়া পর্ব্বতের পতাকাশ্রী সম্পাদন করিল। ঋষি-গণ ভীত হইয়া নিবিড় অরণ্যে অবসন্ন সার্থশূন্য পথিকের ন্যায় পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। ইত্যবসরে মহাবীর হনুমান বেগ প্রদর্শনের জন্য মনে মনে লঙ্কা স্মরণ করিতে লাগিলেন।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড সম্পূর্ণ।

বর্ত্তমান কালে বৈদিক জাতি দিগের শাস্ত্র নাই, কুত রাং বিদ্যমান রাজ জাতীয়দিগের প্রভাবে তজ্জাতীয় ধর্ম্ম প্রচলিত হইবেক, সহস্রের মধ্যে অনেক স্বধর্ম্মে থাকিতে পারে, ইহা পুরাণে ও কহিয়াছেন, যথা ( লক্ষণেষু পুণ্যবানে কো ভবিষ্যতি তৎ পরমিতি ; কলিকালে স্বধর্ম্মাচারী পুরু চার অনেক হইবেক, লক্ষের মধ্যে অনেক পুণ্যবান থাকি বেক, হা, জগদীশ্বর, তোমার মহিমার পার নাই, কখন যে কাহাকে কিরূপ বুদ্ধি প্রদান কর, তাহার অন্যাবধি হয় না বর্ত্তমান কালের মহিমা প্রকাশার্থে নব্য মহারে আপনিই আপনাকে মিথ্যাবাদী করাইতেছ, নচেৎ বেদ বাক্যকে কে কেহ মিথ্যা বলিতে পারে, সে যাহা হউক, সম্প্রতি শিক্ষা প্রাপ্তির দিগের দ্বারা হিন্দুশাস্ত্রে এবং হিন্দুধর্ম্ম লইয়া মহান্ গোলযোগ উপস্থিত, অর্থাৎ ইংলণ্ডীয়ানুমতে অস্মদ্দেশীয় জনের মধ্যে কেহ২ কহিয়া থাকেন যে হিন্দুজাতি অতি অসভ্য, এবং, নির্ব্বোধ, নচেৎ প্রাচীন জনক্রোরদিগের প্রচ লিত পথকে, কি, যথার্থ ধর্ম্ম পথ বলিয়া মান্য করে, ইহারা আপনঃ বুদ্ধি সত্ত্বেও তাহার পরিচালন করে না।

অপর, হিন্দুধর্ম্ম অতি কদর্য্য, যদনুষ্ঠানে মনুষ্য অসভ্য হয় অর্থাৎ অপূর্ব্ব আহারীয় দ্রব্যকে অবৈধ বলিয়া নিরর্থ সুখ সেব্য ঈশ্বর দত্ত ভোজনীয় সত্ত্বেও সুখে বঞ্চিত হয়, এবং শীত বাতাতপকে অনাবৃত শরীরে সহিষ্ণুতা করিয়া

শিরর্থ ক্লেশ ভোগ করে, অর্থাৎ শীতকালে স্বভাবতঃ কুঞ্চিত ত্বক, তাহাতে উষ্ণ দ্রব্য গ্রহণ না করিয়া প্রাতে প্রত্যূষে হিমাদ্রি কল্পিত কাসারের সলিলমধ্যে অবগাহন করে। অপিচ মনোহর মিষ্টান্নাদি আহারের রুচি সত্ত্বেও যত্নপূর্ব্বক তাহা ত্যাগে সংকোচ করতঃ হবিষ্যাদি আহার করে তজ্জন্য অন্য লোকের উপহাসভাজন অবশ্যই হয় কেবল হিন্দুধর্ম্মের অনুরোধ সেই উপহাস এবং সুখাস্বাদে বঞ্চিত হইতেছে।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, যে কলিযুগের আশ্চর্য্য মহিমা, জীব সকলের ধর্ম্মানুসারিণী বুদ্ধির একেবারেই অবসান হইয়াছে, অতএব যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া থাকে, এবং তাহাতে অন্ত্য শ্রেণী হইয়া বেদ ব্রাহ্মণ শাস্ত্র নিন্দা শুনিতেও সকলে উৎসাহী হয়, বিশেষতঃ হিন্দুজাতি, হিন্দুশাস্ত্র, হিন্দুধর্ম্মকে নিন্দা করিতে যে ব্যক্তি পটু সেই ব্যক্তিই এতৎ কালে সভ্য, সুতরাং অসভ্যগোষ্ঠী মধ্যে অনেকাংশ কদাপি সভ্য হইতে পারে না, যথা নীতি শাস্ত্রে দ্রষ্টব্য।

কস্ত্বং লোহিতলোচনাস্যচরণো হংসঃ কুতো মানসাৎ।
কিং তত্রাস্তি সুবর্ণপঙ্কজবনং পীযূষতুল্যং পয়ঃ॥
নানারত্ননিবদ্ধ কূলতরবো মুক্তাপ্রবালাদিকং। শম্বুকং কিম
সন্তি নেতি চ বকৈ রাকর্ণ্য হিহিকৃতং॥

একত্র মিলিত কতকগুলিন বক বিলমধ্যে মৎস্য শম্বুকাদি আহার করিতেছিল, এতৎ সময়ে মানস সরোবর হইতে এক রাজহংস ঐ বক মণ্ডলে সমাগত হইল, তদ্দৃষ্টে